Series—XIV. Vol.—I.

Assembly Proceedings

Official Report

Tripura Legislative Assembly

Session

(January—February, 1969)

Containing the 29th, 30th & 31st January, 1969.

Published by authority of the
Tripura Legislative Assembly Secretariat.

INDEX

29th January, 1969.

		Pages.
1.	Questions.	1
2.	Presentation of the appropriation Accounts and Finance Accounts—1966-67 & Audit Report, 1968. ...	26
3.	Intimation Regarding President's Assent to Bill.	27
4.	Re-Laying of Rules.	27
5.	Papers laid on the Table.	27

30th January, 1969.

1.	Questions.	1
2.	Presentation of the Reports of the Committees.	20
3.	Government Bill.	22
4.	Private Members' Motion.	23
5.	Papers laid on the Table.	50

31st January, 1969.

1.	Questions.	1
2.	Point of Privilage.	21
3.	Private Members' Resolution.	22
4.	Papers Laid on the Table.	57

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 29th January, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M., Wednesday, the 29th January, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Speaker., Dy. inister and twenty three Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starrred Questions. Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 620.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 620, Sir.

Question	**Answer.**
১) ১৯৬৮ সালে কলেজে এ্যাডমিশন নিবার সময় এরূপ নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল কি যে বগ হিন্দু এবং মুস্লিম ছাত্রদের যোগ্যতা ফার্স্ট ডিভিশন এবং সেকেণ্ড ডিভিশন হইতে হইবে এবং ওপন্যাল ছাত্রদের এবং উপজাতি ছাত্রদের যে কোন ডিভিশন হইলেই চলিবে। ২) যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে ইহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ব্যাহত হয় না।	Materials are under collection.

Mr. Speaker :— Shri Kshitish Chandra Das.

Shri Kshitish Chandra Das :— Question No. 318

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 318, Sir.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে স্কুলের scheduled caste ও scheduled tribe এর ছাত্র-ছাত্রী কলেজের scheduled caste ও scheduled tribes ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা boarding stipend বেশী পায় ;

২। যদি কম বেশী না হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কি হারে boarding stipend পায় ;

৩। ইহা কি সত্য যে স্কুলের Scheduled caste ও scheduled tribes ছাত্র ছাত্রী seat rent, light charge free অথচ কলেজে ছাত্র-ছাত্রীগণের seat rent, light charge free নয় ?

উত্তর

১। ভারত সরকারের অনুমোদিত আইন অনুসারে বিদ্যালয়ে পাঠরত উপজাতীয় ও তপশীলীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীগণকে "ছাত্রাবাস" বৃত্তি দেওয়া হয়। কলেজে পাঠরত উপরোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ "ছাত্রাবাস বৃত্তি" পায় না। সুতরাং ছাত্রাবাস বৃত্তির হারের তারতম্যের প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ। এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকার তাহাদের আইন কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থতা জানাইয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কত করে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড পায় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ১·৫০ পয়সা ডেইলি হারে মাসে ৪৫ টাকা পায়।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে ১·৫০ পয়সা হারে পায় তিনি বললেন, এটা কি শহরে এবং গ্রামে একই হারে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— হ্যাঁ, একই হারে পান, ১·৫০ পয়সা।

শ্রীবি, দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি একই হার নয়। গ্রামের স্কুলগুলিতে যে হারে পায়, শহরের স্কুলগুলিতে তার চেয়ে কম হারে পায়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আগে একটা ডিফারেন্স ছিল, বর্ত্তমানে সেই ডিফারেন্সটা নেই বলে মনে হয়।

শ্রীবি, দাস :— এখন যে হারে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে এই টাকায় তাদের খরচ কুলায় কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— খরচ কুলানোর জন্য এটা দেওয়া হয় না, এটা একটা ইনসেনটিভ্।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদায় কি বলতে পারেন, এই যে হার সেটা কবে চালু করা হইয়াছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে স্কুলের সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইব ছাত্র ছাত্রীদের সীট রেণ্ট, লাইট চার্জ ফ্রী এবং কলেজের সিডুল কাষ্ট, সিডুল টাইব ছাত্র ছাত্রীদের সীট রেণ্ট, লাইট চার্জ ফ্রী নয়, এই বিষয়টির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল কিনা এবং কবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টচার্য :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশচান নাম্বার ২৫৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশচান নাম্বার ২৫৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ত্রিপুরা হইতে এই বৎসর মোট কতজন কৃতকার্য্য হইয়াছেন,	Materials are under collection.
২) বিভিন্ন কলেজে কতজন ফার্ষ্ট ইয়ার ও প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাশে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন,	
৩) সবাই কি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন? যদি সকলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাইয়া থাকেন তবে সরকার ইহার প্রতিকারের কোন ব্যাবস্থা করিয়াছেন কি?	

Mr. Speaker :— Shri Debendra Kishore Choudhury. Postponed question.

Shri Debendra Kishore Choudhury Question No. 256.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 256, Sir.

Question.	Answer.
১) আগরতলা শহরে একাধিকক্রমে তিন বৎসরের অধিককাল নিযুক্ত আছেন এরূপ শিক্ষক এবং শিক্ষিকার সংখ্যা কত?	Materials are under collection.
২) মফঃস্বলে তিন বৎসর অথবা তাহারও অধিক সময় যাবত কাজ করিতেছেন অথচ বদলীর জন্য দরখাস্ত করিয়াও কোন প্রতিকার পাইতেছেন না এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা কত?	
৩) আগরতলা শহরে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত কি? মফঃস্বলের স্কুলগুলিতেও কি একই হারে শিক্ষক আছেন? শিক্ষার গুরুত্ব কি মফঃস্বল শহরের জন্য বিভিন্ন?	
৪) ইহা কি সত্য যে মফঃস্বলের শিক্ষকগণ ন্যায্য কারণে ডেপুটি ডাইরেক্টরের সংগে দেখা করিতে আসিলে উনাদের সংগে দুর্ব্যবহার করা হয়?	

Mr. Speaker :— Shri Kshitish Chandra Das.

Shri Kshitish Ch. Das :— Question No. 324.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 324, Sir.

Question

১। (ক) কমলপুরের মরাছড়া, হালাহালী, সালেমা, বড়লুতমা সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি হইতে upgraded করার আবেদন শিক্ষা বিভাগে আসিয়াছে কি ?

(খ) আসিয়া থাকিলে ঐ সমস্ত স্কুলগুলি ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হইবে কি ?

(গ) উন্নীত করার ইচ্ছা সরকারের থাকিলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী হইবে ?

Answer

১। (ক) হাঁ।,

(খ) বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীনে আছে।

(গ) 'খ' নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :— Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :— Question No. 330.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 330, Sir.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৫৮ ইং পর্যন্ত M. B. B. কলেজের scheduled tribes ছাত্রদিগকে G. I. stipend sanction না হওয়ার আগে পর্যন্ত কলেজ fund হইতে advance দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমানেও সেই সুব্যবস্থা আছে কি ?

৩। না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫৮ সন পর্যন্ত যারা এ্যাডভান্স পেত সেটা কলেজ ষ্টাইপেণ্ড, কলেজ ফাণ্ড বা অন্য ফাণ্ড থেকে দেওয়া হত কিনা আমি বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয় ১৯৫৮ ইং সনে যারা ছাত্র ছিল, তারা সেই এ্যাডভান্স পেয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—১৯৫৮ সন পর্যন্ত ওদের ষ্টাইপেণ্ডের যে এ্যাপ্লিকেশান সেটা মঞ্জুর করতেন গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। কাজেই গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে তাদের অ্যাপলী-কেশানগুলি পাঠাতে হোত, সেখান থেকে মঞ্জুর হয়ে আসতে দেরী হোত। কাজেই মঞ্জুর

হয়ে আসার সাপক্ষে লোক্যাল গভর্ণমেন্ট থেকে এড্ হক্ একটা গ্র্যান্ট তাদের দেওয়ার প্রভিশন ছিল। যখন থেকে ত্রিপুরা সরকারের হাতে এই পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয় তখন থেকে এই এড হক গ্রেন্টের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই এ্যাডভান্স দেওয়াতে ছাত্রদের সুবিধা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— ছাত্রদের সুবিধার জন্যই সেটা তখন দেওয়া হোত। কারণ সমস্ত এ্যাপলিকেশন তখন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠাতে হোত, সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক দেরী হোত, সে জন্যই একটা এড হক্ গ্র্যান্টের প্রভিশন ছিল। বর্ত্তমানে লোক্যাল গভর্ণমেন্টের হাতে পাওয়ার দিয়ে দেওয়াতে সেই এড হক এ্যাডভান্স দেওয়ার প্রভিশন নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে স্যাংশান হয়ে আসতে যে সময় লাগতো, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট থেকে ষ্টাইপেণ্ড পেতে সেই সময় থেকে কম লাগে, না বেশী লাগে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— নিশ্চয়ই কম সময় লাগে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই বছর অ্যাপ্লিকেশান যারা করেছিল তারা আজ পর্য্যন্ত ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিভাবে এই ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, মাসে মাসে দেওয়া হয় না ইনষ্টলমেন্টে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— যদি চলতি বৎসরের ষ্টাইপেণ্ড ষ্টাইপেণ্ডারীরা আজ পর্য্যন্ত না পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা পাওয়ার সুব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— অর্থ যদি বরাদ্দ থাকে তাহলে পেতে দেরী হয় না। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ যদি না থাকে তাহলে দেরী হবে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ— যদি অ্যাড হক গ্র্যান্টের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় সেই অ্যাড হক গ্র্যান্টের ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যখন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে স্যাংশন আসত, আমার মনে হয় তখন ৭।৮ মাস লাগত না, ৪।৫ মাসের মধ্যেই হয়ে যেত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যে স্যাংশানটি হয়নি তার কারণ নিশ্চয়ই বাজেটে বরাদ্দ নেই। কারণ যে টাকা বরাদ্দ ছিল সেই টাকার পরিমাণ ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে দেওয়া

হয়েছে। বাকী যে অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া গিয়েছিল তার জন্য কোন টাকা নাই। সুতরাং রিভাইজড বাজেটের টাকা না পেলে সেটা সম্ভব নয়। রিভাইজড গ্রাণ্ট পেলে আমরা দিতে পারব।

Mr. Speaker :— Shri Nishi Kanta Sarkar.

Sri Nishi Kanta Sarkar :—Question No. 418.

Sri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 418.

Question

(১) রাধাকিশোরপুর মৌজায় T.C.P.C. ঘর তৈয়ার হইয়াছিল কি না ?

(২) হইলে কোন সনে হইয়াছে এবং ঐ ঘর তৈয়ার করিতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

(৩) বর্ত্তমানে উহা চালু অবস্থায় আছে কিনা ?

(৪) থাকিলে কতজন শিক্ষানবীশ আছে এবং ঐ ঘর বর্ত্তমানে কাহার দখলে আছে ?

Answer

(১) হাঁ।

(২) ১৯৬১ ইং। ১৩,১২০ টাকা।

(৩) না।

(৪) কোন শিক্ষানবীশ নাই। বর্ত্তমানে ঐ ঘরে উদয়পুর রমেশ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কর্তৃপক্ষের দখলে আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে তের হাজার টাকা ব্যয় করে যেখানে একটা ট্রেনিং-কাম-প্রডাকশন সেণ্টার খোলা হয়েছে সেটা কোন্ অধিকারে একটা স্কুল দখল করতে পারে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রথমে হল, one Training-cum-Production Centre in carpentry in Tribal Welfare Scheme started functioning at Udaipur within the premises of Higher Secondary School since 1. 2. 62, on a land donated by the Secretary, Ramesh Higher Secondary School on the condition that the land shall have to be returned to the School authority in the event of non-utilisation for the purpose for which it was donated. An work-shed was constructed on the said land by the department of Industries at a cost of Rs. 13,120/- in 1961 in which both training-cum-production work continued till December, 1964. The Centre was closed down after the period in 1964 and all the tools, Implements, raw materials, finished products were transferred to Industrial Estate at Udaipur. The depreciated value of the said work-shed as assessed by the P. W. D., Udaipur in 1966 came to Rs. 9,020/-. The School authority

was also agreeable but in absence of sanctioned grant from Education Department they could not take over the shed till the date. The said vacant work-shed is being utilised by the Ramesh Higher Secondary School authority as boarding House for last few months with the approval of the education Minister till the matter of handing over to the school is finally decided. The School may get some grant ; 50% of the cost to be given by the Education Department for purchase of the shed if the School authority fulfils the conditions for awarding such grants. It is the fact I have narrated,

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—এই পরিস্থিতিতে আগেই বিল্ডিং এবং বাউণ্ডারীর পিলার এই স্কুল কোন্ আইনে দখল করতে পারে এবং সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রির যে এমপ্লয়ীজ ছিল তাদের জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে কি করে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—না, এখানে লেখাই আছে যে, the said work-shed is being utilised by the Ramesh Higher Secondary School authority as boarding house for last few months with the approval of the Education Minister till the matter of handing over to the school is finally decided.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের অ্যাপ্রোভ্যালটা কবে গিয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে পারপাসে ঘরটা করা হয়েছিল সেই পারপাসটা সার্ভ হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—I have narrated the whole story before the House.

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—তাহলে টি, সি, পি, সি, এর কাজটা বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

Shri S. L. Singh :—I have narrated the whole fact. Again I am reading this. "One Training-cum-production Centre in carpentry in Tribal Welfare Scheme started functioning at Udaipur within the premises of Higher Secondary School since 1. 2. 62 on a land donated by the Secretary, Ramesh Higher Secondary School on the condition that the land shall have to be returned to the School authority in the event of non-utilisation for the purpose for which it was donated. The centre was closed down after the period in 1964 and all the tools, implements, raw materials, finished products were transferred to Industrial Estate at Udaipur."

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল, পারপাসটা সার্ভড হয়েছে কিনা। উনি আবার ওনার গল্পটা পড়ে শুনালেন। উনি বললেন যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড থেকে ঘরটা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই কনসট্রাকশনের দ্বারা ট্রাইবেলদের উন্নতি করা। কিন্তু এই কনসট্রাকশন যে পারপাসে করা হয়েছে, উনি যে গল্পটা বললেন এতক্ষণ তাতে কি—?

মিঃ স্পীকার ঃ—দিস ইজ নট এ ষ্টরি।

Shri S. L. Singh :—I narrated the whole story before the House. It is now for the judge to judge whether the purpose has been served or not.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি যে পারপাস সার্ভড হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই স্যারেটেড দি হোল ষ্টরী।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার সেড্ স্যাট পারপাস হ্যাজ বীন সার্ভড।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—রমেশ হায়ার সেকেণ্ডারী যে ল্যাণ্ড ডোনেট করেছিল তার কি কোন রেজিষ্টার্ড ডকুমেণ্ট আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—এই অ্যাগ্রিমেণ্ট যখন হয় তখন কি ট্রাইবেল কমিটিকে জানানো হয়েছিল যে আমরা এই কণ্ডিশনে স্কুলের জায়গা নিচ্ছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—যেভাবে জায়গাটা ডোনেট করা হয়েছিল তার পূর্বে, পশ্চিমে বিস্তর খাস জায়গা ছিল। এই খাসের জায়গা থাকা অবস্থায় এই কণ্ডিশন দিয়ে কেন একটা জোতের জায়গা নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—তখন কি কণ্ডিশন ছিল জায়গাটার, ইট ইজ নট নোন্ টু মী। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—যে ডকুমেণ্টে নেওয়া হয় ১৯৬২ সনে, সেই ডকুমেণ্টটা কি আমরা দেখতে পারি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ—সরকারের পক্ষে কণ্ডিশন্যাল গিফটস্ নেওয়া আইনসংগত কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সবটাই কণ্ডিশনে নেওয়া হয়।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ—কণ্ডিশন্যাল গিফট সরকার কি পরিমাণ সংগ্রহ করেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট, স্যার।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত ঃ—কণ্ডিশন্যাল গিফটসের উপর সরকারী অর্থ ব্যয় করে তারপর এটা কাজে না লাগানো, সরকারী অর্থের অপব্যয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বললাম অল্ দি গিফটস আর কণ্ডিশন্যাল।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাই কোয়েশ্চান ইজ, এটা সরকারী অর্থের অপব্যয় কিনা ?

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, this is a question of legality. Whether it is legal or illegal, that is to be decided by the Court.

Mr. Speaker :—Yes, Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Starred Question No. 468.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 468

QUESTION	REPLY
1) Whether in the year 1967-68 any financial help or aid were granted to any club and Sporting Association ;	No.
2) If so, the name of such clubs & Associations.	Does not arise.

Shri Ershad Ali Choudhury :—ফিনান্সিয়্যাল হেলপের জন্য কোন ক্লাব বা এ্যাসোসিয়েসান থেকে দরখাস্ত করেছিল কিনা ?

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—না, তা ছাড়া আমাদের টাকা দেবার যে অধিকার, সেই অধিকার এখনো এসে পৌঁছায়নি।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Das Gupta :—Starred Question No. 539

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 539

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that a special cell with Shri C. P. K. Erady as Secretary was created for effecting removal of anomalies and inconsistencies in the revision of pay-scales of Tripura Govt. employees w. e. f. 1st April, 1961.	Yes.
2) if so, how much achievement has been made in this regard ?	Report is under consideration.
3) whether the regularisation of these cases will be effected within the current financial year ?	It is hardly possible to give effect within the current financial year.
4) If not, the reason thereof ?	After examination by the authority, sanction of the Govt. of India, will be required.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—কত নাম্বার অব পোষ্টস্ ইনভল্‌ভড্ হয়েছে, এই এনোমলীর ফলে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I want notice of it.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—কত number of posts revision of pay-scale এ regularised করা হয়েছে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, this is not a question to make supplementary. The question made by the member concerned has already been answered by me. But it is another question for figure.

Mr. Speaker :- Then you would say that a separate question may be put.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Number 2তে Mr.Speaker, Sir, আছে "how much achievement has been made in this regard" এর মধ্যে implied আছে how many posts are involved and how many Nos. of posts are regularised.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—The Question should be specifically asked.

Shri Promode R. Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question যখন করা হয় তখন তার সাথে রিলিভেন্ট সাপলিমেন্টারীও থাকে। সাপ্লিমেন্টারীজ আর রিলিভেন্ট টু দি কোয়েশ্চান আসকড। নাম্বার ২তে যে কোয়েশ্চানটা আছে তার সাথে আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানটা রিলিভেন্ট, কাজেই এখানে এই কোয়েশ্চানটা আসতে পারে। তা না হলে সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করার সার্থকতা থাকে না। যেহেতু এটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চান হিসাবে এডমিট করা হয়েছে, সেখানে এই ধরণের সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান রিলিভেন্ট। ইট ইজ নট ইরিলিভেন্ট।

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, the reply given here is 'Report is under consideration', so how it would be possible to give the figure just now.

Srhi Aghore Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, point of order. Whether supplementary question is relevant or not, that should be decided by the Speaker. সেটা মিনিষ্টার কন্সার্ণড বা মেম্বার কন্সার্ণড ডিসাইড করতে পারেন কি না ? that is my point of order.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—But Minister concerned can give his views.

Mr. Speaker :—The Minister concerned may give his views but it should be deeided by the Speaker.

Shri P. R. Das Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কোয়েশ্চানের নাম্বার ২তে যে রিপ্লাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন, সেটা আমি আবার শুনতে চাই।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Should I read the question again ?

Mr. Speaker :— Yes.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 539.

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that a special Cell with Shri C. P. K. Erady as Secretary created for effcting removal of anomalies and inconsistencies in the revision of pay-scales of Tripura Govt. employees w. e. f. 1st April, 1961 ;	(1) Yes.
2) if so, how much achievement has been made in this regard ;	(2) Report is under consideration.
3) Whether the regularisation of these cases will be effected within the current financial year ;	(3) It is hardly possible to give effect within the current financial year.
4) if not, the reasons thereof ?	(4) After examination by the authority, sanction of the Govt. of India will be required.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের রিপ্লাই থেকে বেরিয়ে আসছে যে, something has been done and that report is under consideration, some achievement has been made but the effect can not be given within the current financial year because it is under examination. সেই এচীভমেন্টের কথাই আমি জানতে চাচ্ছি যে তাতে কত নাম্বার অব্ পোষ্টস ইনভলভড এবং কতকগুলি পোষ্ট রেগুলারাইজড হচ্ছে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Most of the cases have been regularised.

Mr. Speaker : — Hon'ble Member wants to know the specific number of cases that has been disposed of.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— My point is that these are informations regarding the statistical matters. The Hon'ble Member could have asked this question in his original question instead of supplementary. I think, Mr. Speaker will agree with me.

Shri P. R. Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, I want to know whether my supplementary question is relevant or not ?

Shri T. M. Das Gupta :— Mr. Speaker, Sir, before that I want to submit the following, Sir. I have also heard the reply given by the Minister. The Minister said 'report is under consideration.' When this has been communicated to the House Sir, then after that what is in the report normally does

not come. The Report is under consideration. It is not for publication uptil now. In this respect nothing can come out of this question because the whole thing is under consideration. What would be the actual position nobody knows. So on that consideration it may come as separate question and not as a part of this question, Sir. This is my submission.

Mr. Speaker :— Yes, I have asked the Hon'ble Member to put a separate question in this regard. Shri Jatindra Kr. Majumder

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 565.

Shri K. Bhattacharjee :— Question No. 565, Sir.

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লক এলাকায় (যে এলাকায় এক লক্ষের মত লোকের বাস) একটি উচ্চ-স্তরের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন আছে কি ?

২) আগরতলা শহরে যে দুইটি বালিকা বিদ্যালয় আছে, শহর সংলগ্ন উক্ত এলাকায় অনুরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে শহরের বিদ্যালয় দুইটিতে ছাত্রী ভর্ত্তির চাপ কমিবে, ইহা সরকার মনে করেন কি ?

উত্তর

1. এখনও স্থির হয় নাই।
2. হাঁ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল প্রয়োজন আছে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর থেকে প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে ফিনানশ্যাল দিকটা মিলিয়ে দেখে তারপর আমাদের কাজ করতে হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে এখানে একটি উচ্চস্তরের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রথমে দরকার হবে সার্ভে এবং সার্ভে অনুযায়ী কোথায় আমাদের কি প্রভিশন আছে, প্রাইয়রিটি যেখানে পড়বে, সেখানেই ত দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪০, স্যার।

QUESTION

1. With reference to the answer given in the house on 27-3-68 on unstarred Question No. 994 whether the acquisition of land for extension of Bodhjung Girls' Higher Secondary School has been completed ;

2. If not, when it will be completed ?

ANSWER

1. No.

2. After completion of acquisition proceedings.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ ইয়ারে এই স্কীম করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বুধজং গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বর্ত্তমানে কোন প্লে-গ্রাউণ্ড আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সামান্য ইনডোর গেম্‌সের মত জায়গা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ঐ স্কুলের পাক্কা ওয়াল আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— Not on all sides.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এখানে যে ল্যাণ্ড একুইজিশান করার কথা ছিল, তার টোট্যাল এরিয়া কত এবং তার ভেলুয়েশান কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—টোট্যাল এরিয়া হচ্ছে ৩,৭৯৫ একরস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তার কস্ট কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বুধজং দীঘির পশ্চিম পাড় এটার মধ্যে ইনক্লুডেড কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে যেভাবে এটা করা হয়েছে এর কমপেনসেশন পার একর কত করে ঠিক করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বললাম তো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা। :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের এতোকটাতে আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলা হচ্ছে। এমন নজীর কোন অ্যাসেম্বলীতে আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রসিডিংসটা যতক্ষণ শেষ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমির দাম আমরা বলতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—প্রত্যেকটা প্রশ্নে আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলা হলে, ইট এমাউন্টস্ ন্টেম্পট অব্ দি হাউস।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Chief Minister said that as long as land acquisition proceedings are not completed we can not say the cost.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আর কত বছর লাগবে এটা কমপ্লিট করতে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যতদিন দরকার হয়। রিজনেবল নোটিশ দিয়ে যত সময় লাগবে ততটুকুই লাগবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এর কোন টারগেট আছে কিনা যে এই সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন প্রসিডিংস আমরা হয়তো ঠিক করলাম যে কালকেই নেব। কিন্তু যার জায়গা সে যদি মোকদ্দমা করে তা হলে দশ বছরও ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সময়ে এই জায়গা নিয়ে কেউ মোকদ্দমা করেছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বললাম তো ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন প্রসিডিংস কমপ্লিট না হলে ভূমির দাম বলা যাবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন রাজ্য সরকারের যে প্ল্যান ছিল সেটা পরিত্যক্ত হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমাদের কোন কিছুই পরিত্যক্ত হয় নি। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন যখনি শেষ হবে তখনি হবে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 560.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 560.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাবডিভিসনের হাফলং সিনিয়র বেসিক স্কুলের কয়টি স্কুলগৃহ ছিল এবং বর্ত্তমানে কয়টি গৃহ আছে ?

২। বর্ত্তমানে উক্ত স্কুলের ছাত্রগণ স্কুলগৃহে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে কি ?

৩। উক্ত স্কুলের ঘর কবে হবে ?

১। দুইটি ; বর্ত্তমানে একটি আছে।

২। যে গৃহটি আছে তাহাতেই বর্ত্তমানে স্কুলের ক্লাশ চলিতেছে।

৩। গৃহ মেরামত কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে স্কুল ঘরটা কখন পড়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—গত সেপ্টেম্বর মাসে পড়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে দুইটি ক্লাশ গাছের তলে হচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যে ঘরটি আছে সেই ঘরটিতে হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে জানাবেন কি যে দুইটি ক্লাশ এখনও গাছের তলে হচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের টাকা স্যাংসন করে দিয়েছি। এখন ঘর তৈরী হবে। যদি প্রয়োজন হয় গাছের তলে বসেই পড়াশুনা করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ঘর ছিল সেই ঘরটি রিপেয়ারিং এর জন্য গভর্ণিং বডি অনেক দরখাস্ত দিয়েছেন কিন্তু রিপেয়ারিং হয়নি। যথাসময়ে যদি রিপেয়ারিং হত তা হলে গভর্ণমেণ্টের এত টাকা খরচ করতে হত না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রিপেয়ারিং এর জন্য আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি এই স্কুলের ৪০।৪৫টি বেঞ্চ টেবিল খোলা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে এবং বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 655.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 655.

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের ঘিলাতলী বাজারে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালযের স্কুল ঘরটি কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) জীর্ণ অবস্থায় আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই জীর্ণ দশা কাটবে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—জীণ দশা কাটবে, কারণ স্কুল ঘরটি মেরামতের জন্য আড়াই হাজার টাকা স্যাংশান করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই আড়াই হাজার টাকা কবে স্যাংশান করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১৫।১।৬৯ ইং তারিখে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—ইহা কি সত্য, স্কুলটা মেরামতের জন্য স্কুল ইন্সপেক্টরের নিকট স্কুল কমিটি গিয়েছিল এবং সেখানে ৫০ টাকা জমা দিয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 333.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 333.

প্রশ্ন

১) Bagafa Ashram Higher Secondary স্কুলের জন্য কত কাণি paddy land acquire করা হইয়াছিল ?

২) জমির মালিকরা কাণি প্রতি কত টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল ও ঐ সময়ে ঐ এলাকার জমির দাম কত ছিল ?

৩) যে উদ্দেশ্যে Paddy land acquire করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হইতেছে কিনা ?

উত্তর

১) ত্রিশ কাণি এক গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি পাঁচ ধুর অর্থাৎ ৪·০৭ হেক্টর।

২) উক্ত এলাকায় তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী জমির মালিকগণকে নাল প্রতি কাণি ৪৩৫৲ এবং লোঙ্গা নাল প্রতি কাণি ৩৮০৲ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

৩) না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ঃ—জমিটা যে উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর কথা ছিল সেই উদ্দেশ্যে যদি বর্ত্তমানেও কাজে লাগানো না হয়ে থাকে তা হলে তার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—অসুবিধা হল গৃহাদি নির্মাণ এবং কূপ খনন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা পূর্ণোদ্যমে চালু করা হবে। গৃহাদির জন্য ৪,৪৫,৬০০ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে স্কুল গৃহের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এইগুলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা সেগুলি করা যাচ্ছে না। সাময়িক ভাবে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী এক বৎসরের জন্য লীজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকার থেকে জনসাধারণকে লীজ দেওয়ার আরও নজীর আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—লীজ সরকারের দেওয়ার অধিকার আছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমি জানতে চেয়েছি যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের জমি দেওয়ার আরও নজীর আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :...আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar,

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Question No. 679.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 679.

প্রশ্ন—

১) উদয়পুর ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে Ascu treatment plant এবং Ascu seasoning Prefabricated chamber with kiln মেসিনগুলি কোন সনে কত মূল্যে খরিদ করিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহাতে কোন কাজ হইতেছে কি না ?

উত্তর—

১) Ascu Treatment Plant ১৯৬৮ ইং সনে মং ১৪৬৬৫৲ টাকা মূল্যে খরিদ করা হইয়াছে।

Ascu seasoning Prefabricated Plant এর জন্য আনুসঙ্গিক অংশগুলি সহ Prefabricated Chamber এবং Timber seasoning kiln ১৯৬৬ ইং সনে পাওয়া গিয়াছে ; Boiler অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। Seasoning Plant এর মোট মূল্য ২৯,৮০০৲ টাকা হইবে। Ascu Treatment Plant এর কাজ চলিতেছে। Boiler পাইলে ও বসানো হইলে seasoning Plant এর কাজ চালু হইবে।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই মেসিনগুলি ১৯৬৬, এবং ১৯৬৮ সালে আনা হয়েছিল, এর সঙ্গে বয়লারের যে প্রয়োজন সে বয়লার এতদিন পর্য্যন্ত না আনার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না আনার কোন কারণ নাই, বয়লার এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই মেশিনগুলি কোথা হতে আনা হয়েছিল এবং তার ক্যারিং কস্ট কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীবি, দাস :—বয়লার'এর জন্য কবে অর্ডার প্লেস করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৩।

QUESTION.

a) *Total number of applications received from the candidates for the post of Primary teachers during the year 1967-68.*
b) Total number of candidates interviewed.
c) Total number of candidates selected for the post.
d) and number of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Minorities and others selected for the post.

ANSWER

a) 5,307
b) 3,861
c) 579
d) 84 Sch. Caste
88 Sch Tribe
9 minorities
398 others

শ্রীএস'াদ আলি চৌধুরী ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ওয়েটিং লিষ্টে কতজনের নাম এনলিষ্টেড আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— ওয়েটিং লিষ্ট বলতে কিছু নাই।

শ্রীবি. দাশ ঃ— সিড্যুল কাষ্ট, সিড্যুল ট্রাইব এণ্ড মাইনরিটীজ'এর কোটা ফুলফিল করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোটা শুধু সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবের আছে, মাইনরিটির কোন কোটা নাই। সিড্যুল কাষ্টের যে কোটা, যে পারসেণ্টেজ সেই পারসেণ্টেজ থেকে মোর দ্যান ডাবল তাদের দেওয়া হয়েছে। আর সিড্যুল ট্রাইব যা পাওয়া গেছে তাই দেওয়া হয়েছে, দুই একটা হয়তো মিস্ হয়েছে, সেটা আমরা দিয়ে দেব।

শ্রীএস'াদ আলি চৌধুরী :— যে সমস্ত ক্যাণ্ডিডেটসদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কতজন মহিলা ক্যাণ্ডিডেট ছিল এবং কতজনকে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রী বি. দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সিড্যুল কাষ্টের কোটা যা আছে তার থেকে ডাবল নেওয়া হয়েছে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমরা এ্যাকর্ডিং টু যোগ্যতা দিয়ে দিয়েছি। কোটা যা আছে তা দিয়েছি। তারপর যোগ্যতানুসারেও দেওয়া হয়েছে। যাদের দেওয়া হয়েছে, তাদের পারসেণ্টেজ কস্‌লে দেখা যাবে তার সংখ্যা, যে কোটা আছে তার থেকে ডাবল হবে।

শ্রী বি. দাশ ঃ— তাহলে ষ্ট্রট ফরওয়ার্ড বলে যে কথাটা আছে, তার থেকে এটা কি ধরে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ব্রট ফরওয়ার্ড বলে ধরে নেওয়া হয় নি, যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হয়েছে। যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তাদের সকলকেই নেওয়া হয়েছে, সিডুল ট্রাইবের কয়েকজন বাদ পড়ে গেছে। সিডুল ট্রাইব বলে যাদের বুঝা গেছে তাদের দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো লস্কর টাইটল লিখে, তাদের বুঝা মুস্কিল তারা প্রকৃত সিড্যুল ট্রাইব কিনা, এইসব টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে কয়েকজন বাদ পড়ে গেছে, তাদেরও দিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তাদের মোট সংখ্যা কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রী এরসাদ আলি চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে, তাদের মধ্যে মাইনরিটি গ্রুপের ক্যানডিডেট কতজন ছিল এবং কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ— হি হ্যাজ অলরেডি সেড্।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা জানেন, যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে এর মধ্যে লস্কর ছাড়াও অনেকে আছে যাদের চাকুরী দেওয়া হয় নাই ?

মিঃ স্পীকার ঃ— উনি বলেছেন যে টেক্‌নিক্যাল গ্রাউণ্ড আছে যার জন্য অনেকে বাদ পড়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— নাম দিলে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টারের কাছে নাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ ঃ— মাননীয় সদস্য যদি এখানে নাম দেন তা'হলে অত্যন্ত আনন্দিত হব।

Mr. Speaker :— Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Rn. Das Gupta :— Question No. 536.

Seri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 536

QUESTION	ANSWER.
1. Total amount paid as rent to the different private parties at Agartala by the Government for accommodating various offices under Tripura Government in 1967-68 (showing the names of the offices and parties) ?	Materials are under collection.

Mr. Speaker :— Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 538.

Shri K. Bhattacharjee :— Question No, 538 Sir.

QUESTION

1) Whether the Tripura Government Employees are entitled to get the enhanced D. A. with effect from 1st October, 1968 as per rate sanctioned by the West Bengal Government.
2) If so, when the enhanced rate will be sanctioned ?
3) If not, whether the Tripura Government Employees will be allowed D. A. as per Central Government rate on the basis of the price index ?
4) If the answer of part 1 and 3 is negative the reason thereof ?

ANSWER

1) Government of India have been moved for sanction of D. A. at West Bengal pattern with effect from 1st October, 1968.
2) As soon as the sanction is received from the Govt. of India.
3) Does not arise.
4) Does not arise.

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 545.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 545, Sir.

প্রশ্ন

১। কড়ইমুড়া হাই স্কুল বোর্ডিং গৃহ মেরামত বাবত গত ১৯৬৮ সনের মার্চ মাসে রাজ্য সরকারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে ৮০০৲ টাকার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

২। যদি এই প্রস্তাব দেওয়া হয়ে থাকে আজ পর্য্যন্ত ঐ বোর্ডিং গৃহটি মেরামত বাবদ কোন রকম টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে না কেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এ বোর্ডিং ঘরের বর্ত্তমান অবস্থা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— আমি অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই স্কুল কন্‌ষ্ট্রাকশান এবং প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টার কন্‌ষ্ট্রাকশানের যে প্রস্তাবটা আছে তার মধ্যে বোর্ডিং ঘর মেরামতের জন্য অর্থ ইনক্লুডেড ছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— ১০,৭০০ টাকা প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রাবাসের জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— ছাত্রাবাস অর্থই হোল বোর্ডিং। তাহলে এ ছাত্রাবাসের জন্য খরচ না করার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— আপনি স্যাংশনের কথা বলেছেন, সেটার উত্তরে বলা হয়েছে 'না'।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Question No. 663.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 663 Sir.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তরে ইনস্‌পেক্টর পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কতজনকে উক্তপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে ?

২। ইহা কি সত্য যে নিযুক্তির পর আবার কোন কোন প্রার্থীকে হেডমাষ্টারের পুরানো চাকুরীতে বদলী করা হইয়াছে ?

৩। বর্ত্তমানে ইনস্‌পেক্টর পদগুলিতে যাহারা আছেন তাহারা কতজন পাবলিক সার্ভিস্ কমিশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ?

৪। যাহারা পাবলিক সার্ভিস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত তাহাদের উক্ত চাকুরীগুলিতে নিয়োগের কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে কি না ?

উত্তর

১। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দশজনের মধ্যে ৮ জনকে ইন্‌স্‌পেক্টরের পদে নির্ব্বাচিত করা হইযাছে।

২। হাঁ।

৩। ছয়জন

৪। হাঁ।

Mr. Speaker :— Shri Nishi Kanta Sarkar,

Shri Nishi Kanta Sarkar :— Question No. 680.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir. question No. 680.

QUESTION

১। উদয়পুর ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে পাওয়ারলুম মেশিন কোন্ সনে বসান হইয়াছে ? ইহাতে কোন কাজ চলছে কিনা ?

২। চালু থাকিলে প্রতি মেসিনে কতজন শ্রমিক কাজ করিতেছে এবং দৈনিক কি পরিমাণ কাপড় তৈরী হইতেছে ?

৩। কাপড় বুনার সূতার বীজের ব্যবস্থা আছে কিনা ? থাকিলে বীজগুলি কোথায় হইতে আমদানী করা হয় ?

৪। উক্ত ইণ্ডাষ্ট্রিতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

ANSWER

১) ১৯৬৮ সালে। না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) এসেম্বলী সেক্রেটারীর ১৮।১।৬৯ ইং তারিখের নং F. 2(1-680)-LA(Q)/69 স্মারক লিপির সংঙ্গীয় পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবতঃ কিছু ভুল আছে, কারণ সূতার বীজ বলিয়া কিছু নাই।

প্রশ্ন উঠে না।

৪) না।

Govt. of India sanctioned the scheme for establishment of a training centre on power loom in Tripura in the later part of the year '66 as per sanctioned scheme. 24 power looms with accessesories were purchased at a cost of Rs. 1,49,000 and the same has been installed in the Industrial Estate, Udaipur in the month of March, 1968. The object of the Scheme is to create artisans by imparting training in power loom works. The primary prequisite for installation for operation of power looms sizing and calendering facilities Govt. of India originally approved a scheme for establishment of calendaring and sizing plant in Tripura. But subsequently Govt. of India has advised the Government to keep the implementation of calendaring and sizing scheme in abeyance. A power loom cannot be operated without power loom and calendering facilities. Implementation of the sizing scheme and power loom has also been kept in abeyance. At present the requirement of drinking water in Industrial Estates at Udaipur is made by lifting from nearby wells. Necessary arrangement for construction of wells with other facilities for water supply in Industrial Estate at Udaipur is in progress.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ক্যালেণ্ডারিং এবং সাইজিং যে কথাটা উনি বলেছেন এটা কতদিনের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এটা বন্ধ করার কথা বলেছেন। যতক্ষন পর্যন্তনা করতে বলবে ততক্ষন পর্যন্ত করার উপায় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—তা হলে এই মেশিনগুলোর কি অবস্থা হবে যেগুলো বসানো হয়েছে ?

Shri S. L. Singh : —It is upto the India Government.

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 467.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, questian No. 467.

QUESTION	ANSWER
1. What sum of money has been spent for the excurtion inside and outside of Tripura in the year 1967-68 ; 2. what is the object of it and what benefit has been derived as yet ?	Information is under collection.

Mr. Speaker :— Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta 532.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr Speaker, Sir, question No 532.

QUESTION	ANSWER
Total recurring expenditure incurred by the Education Department for the management of Bodhjang Boys' XI School and Netaji Subhas Vidya Niketan (Higher Secondary) in 1967-68	Total expenditure incurred for Bodhjang Boys' Class XI School .. Rs. 2,10,289. 49 Total expenditure incurred for N. S. Vidya Niketan (Higher Secondary) Rs. 2,27.578.14

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—নাম্বার অব টিচার্স নেতাজী বিদ্যানিকেতনে কত আর বোধজং এ কত ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I demad notice.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 677.

Shri Krishnadas Bhattacharjee : —Mr. Speaker, Sir, question No. 677.

QUESTION

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন থেকে কলেজগুলিতে ছাত্র ছাত্রী ভর্ত্তির ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট কোন Rules কিংবা নির্দ্দেশ আছে কিনা ?

২। যদি থাকে সেই সুনির্দ্দিষ্ট Rules কিংবা নির্দ্দেশগুলি কি ?

৩। আগরতলা এম, বি, বি, কলেজের মোট ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা কত ? এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশিত Rules সেখানে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা ?

৬। যদি না পালন করা হয়ে থাকে কারণগুলি কি ?

ANSWER

১। এইরূপ কোন কমিশন আছে বলিয়া শিক্ষা বিভাগের জানা নাই। তবে ভর্ত্তির ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ আছে।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তির হার কলেজের স্থান সংকুলান, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাগার, সাজসরঞ্জাম পাঠাগারের সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষক সংখ্যার ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

৩। (ক) ২,১৮৬

(খ) হাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Question hour is over There are 16 Unstarred. Questions and some unreplied starred question. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions as well as the starred question not replied.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় চীফ মিনিস্টার বলেছিলেন নামটা দিতে পারলে খুশী হবেন। আমি নামটা দিচ্ছি। তখন আমার স্মরণ ছিল না। নাম হল সুখরঞ্জন দেববর্ম্মা, টেকুয়াজলা। আর একটা হল খোয়াইর। সেটা আমি এক্ষুনি দিতে পারছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা প্রিভিলেজ মোশন মুভ করতে চাই। এটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

Mr. Speaker Sir :—

There is hardly 15 minutes business after the question hour though other business might be included in the list of business of to-day. I am not aware if there is any other Govt. business than one bill. This session will continue from the 29th January to 6th February '69 and the total expenditure on account of T. A. and D. A. of members will approximately amount to Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/-. The Assembly is concerned mainly for the Govt. business and programmes. So the private members get hardly any scope to raise any discussion on any important subjects. But here in this Assembly, Private Members' business predominates. If Government has no business, I do not find any necessity of summoning the Assembly. This is wastage of public money. I do not understand how the Chief Minister advised the Administrator to summon the Assembly while there is no Govt. business to transact in the said session. I like to have a considered opinion of the Speaker as to whether summoning of this Assembly has been justified at the cost of public money.

Mr. Speaker Sir, I enquired how long the Session would continue. But I did not get any satisfactory reply from you. On the previous occasion we were supplied with the Business Advisory Committee's Report

earmarking the business of the House. But this time, in absence of that we cannot understand how long the Session will continue. This is the Parliamentary Practice that the Leader of the House will announce the programme of the Session at the commencement of the Session. But this practice is not followed here. This time also our Leader of the House has not prepared any programme to be transacted in the House. I think this is a breach of privillage and contempt of the House."

Mr. Speaker :—So far as the first part of your statement is concerned it does not constitute a breach of privillage, as Assembly has been summoned as per Rules. I shall give my ruling on the second part of the statement later on.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই সম্পর্কে বলার ছিল।

Mr. Speaker :—I have already given my ruling. You will be heard to-morrow.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—আমাদের এই অ্যাসেম্বলীর মধ্যে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে। তার কোন রিপোর্ট আমরা পাই নি। আমি আনঅফিসিয়ালী জানতে পেরেছি যে ছয় দিন পর্য্যন্ত মিটিং আছে। এখন পর্য্যন্ত জানি না যে অ্যাসেম্বলী কতদিন পর্য্যন্ত বসবে। এই সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমি একদিন ফোন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ফোন ধরার পরে তিনি নিজেও যেন অসহায়। অর্থাৎ অ্যাসেম্বলী কতদিন বসবে এটা তিনি বলতে পারলেন না। আমাকে পরে জানাবেন বলেছিলেন। পরে আমি ভাবলাম যে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি বসবে এবং আমরা একটা প্রগ্রাম পাব। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ৪ তারিখ পর্যন্ত কোয়েশ্চান পেয়েছি। ছয় তারিখ পর্যন্ত চলবে কিনা তাও জানি না। অর্থাৎ আমার মনে হয় স্পীকার নিজেও যেন অসহায়। এই যে অবস্থা, এইভাবে অ্যাসেম্বলীকে যে পজিশনে ফেলা হয়েছে তার জন্য স্পীকার দায়ী নন্। তার জন্য দায়ী লীডার অব দি হাউস। কাজেই এইভাবে আজকে ত্রিপুরার অ্যাসেম্বলীকে থেলো করা হচ্ছে। তার জন্য আমি ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মুভ করছি। অ্যাসেম্বলীর একটা নিয়ম কানুন, রুলস্ অব প্রসিডিউর আছে। সেই অনুসারে চলতে হয়। সরকার পক্ষ থেকে যদি কোন বিজনেস না আসে আজকে স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কোন গভর্ণমেণ্ট বিজনেস নাই। কাজেই এটার দায়িত্ব হচ্ছে লীডার অব দি হাউসের। এটা যদি টাইমলী স্পীকারকে কমিউনিকেট না করা হয় তাহলে তিনি কি করে বলবেন? কাজেই ত্রিপুরার অ্যাসেম্বলীকে থেলো করা হচ্ছে এবং করছেন লিডার অব দি হাউস স্বয়ং. সে জন্য আমি ব্রিচ অব প্রিভিলেজ মুভ করছি লীডার অব দি হাউসের বিরুদ্ধে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহর সম্পর্কে আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশুন ছিল।

Mr. Speaker :—I have dis allowed that adjournment motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেটা পেয়েছি। এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন 'on the ground that no administrative authority was responsible for the matter'.

একথা বলে ডিসএ্যালাউ করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা যে সত্য এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজকে কৈলাশহর কলেজের বহু অধ্যাপককে আটক করা হয়েছে এবং দুইজন ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে··· ··

(Interrption)

মিঃ স্পীকার ঃ—নো, নো। আই হ্যাভ ডিসএ্যালাউড দিস এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—সেটা ডিসএ্যালাউ করে দিয়েছেন। আজকে হাউসে···

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার—

(ইনটারাপশান)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আমি তার প্রতিবাদে হাউস পরিত্যাগ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member has raised a point of order.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে অনারাবল স্পীকার যদি কোন মোশন ডিসএ্যালাউ করেন, তাহলে সেই মোশনের উপর বলার অধিকার বা সুযোগ সুবিধা কোন সদস্যের আছে কিনা ? এটাই আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

PRESENTATION OF THE APPROPRIATION AND FINANCE ACCOUNTS FOR—1966-67 AND AUDIT REPORT : 1968.

Mr. Speaker :—Yes. Next Item in the list of Business is presentation of the Appropriation and Finance Accounts for 1966-67 and Audit Report, 1968.

Now I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department to proceed to present before the House the Appropriation and Finance Accounts for 1966-67 and Audit Report, 1968. These stand referred to the Public Accounts Committee.

Shri krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, I beg to present before the House the Appropriation and Finance Accounts for 1966-67 and Audit Report, 1968.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies from the Notiee Office of the Secretariat.

INTIMATION REGARDING PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILL.

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is intimation regarding the President's Assent to the Bill. The Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) received the Assent of the President on the 4th October, 1968.

This is for information of all Members.

RE-LAYING ON THE TABLE OF THE HOUSE THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (MEMBERS' HOSTEL) RULES : 1967.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the Re-laying on the Table of the House the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

Now, I shall request the Hon'ble Minister in-charge to re-lay before the House The Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 30th January, 1969.

APPENDIX 'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE.

STARRED QUESTION NO. 337.

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরার কৃষকদের মাথাপিছু ঋণ কত এবং তাহার মধ্যে বেসরকারী মহাজনদের নিকট ঋণ কত ?

খ) ইহা কি সত্য যে উপজাতীয়দের ঋণ সম্পর্কে ষ্টেটিসটিক্যাল দপ্তর একটি সমীক্ষা শেষ করিয়াছেন ?

৩) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ সমীক্ষা কবে শেষ হইয়াছে এবং কবে উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে ?

REPLY

১) পরিসংখ্যান বিভাগের জানা নাই।

২) হ্যাঁ।

৩) ১৯৬৩-৬৪ সনে ঐ সমীক্ষা শেষ হইয়াছে এবং সমীক্ষার ফলাফল তালিকা করে সাজানো হইতেছে। উক্ত সমীক্ষার তালিকাকারে সাজানোর কাজ সম্পূর্ণ হলে রিপোর্ট তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হবে।

STARRED QUESTION NO. 342.

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

১) খোয়াই পশ্চিম রাজনগরের জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে কিনা ;

২) সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়া থাকিলে, উহা কোন গ্রামে স্থাপিত হইবে ;

৩) এই স্কুল স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত গ্রহণ করিবেন কি ?

ANSWER

1) না

2) প্রশ্ন উঠে না

3) স্থির হয় নাই

STARRED QUESTION NO. 353.

BY Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরায় খেলাধুলার উন্নতির জন্য সরকার বর্ত্তমান বাজেটে মোট কত টাকা রাখিয়াছেন।

২) ইহার মধ্যে গ্রাম অঞ্চলে খেলার মাঠ তৈরীর জন্য কোন টাকা বরাদ্দ আছে কি ?

৩) প্রত্যেক উচ্চ-উচ্চতর বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলার মাঠ আছে কি ?

৪) যদি না থাকে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে টাকা দিয়া খেলার মাঠ তৈরীর ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER

১) ১,৩৬,৮,০০ টাকা নন-প্ল্যান বাজেট।

২৩,০০০, প্ল্যান বাজেট।

২) আছে।

৩) নাই।

খেলার মাঠ ক্রয় করা ল্যাণ্ড একুইজিশান অফিসারের মাধ্যমে করা হয়, ইহার উন্নয়ন কার্য্য সাধারণতঃ পূর্ত্তবিভাগের মাধ্যমে (P. W. D.) করা হয়। উন্নয়নের জন্য নক্সা ইত্যাদি করার জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার ইত্যাদি থাকিলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও এই কাজ করিতে পারেন। কেননা কাজটি যথাযথ হইয়াছে কিনা কোন ইঞ্জিনীয়ারকে সেই সার্টিফিকেট দিতে হয়।

———

STARRED QUESTION NO. 467.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

1. What sum of money has been spent for the excursion inside and outside Tripura in the year 1967-68.

2. What is the object of it and what benefit has been derived as yet ?

ANSWER

1. | Information is under collection.
2.

———

STARRED QUESTION NO. 536.

By Shri Promode Rn. Das Gupta, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :-

1 Total amount paid as rent to the different private parties at Agartala by the Govt. for accommodating various offices under Tripura Government in 1967-68. (Showing the names of the offices and parties) ?

ANSWER

Materials are under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 16.

BY Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Will the Hon'ble Mlnister-in-charge of the Education Department be pleased to state t—

1. Name of the schools where teachers traind from the Agartala Teachers' Training Institute have been deputed ;
2. Name of Crafts introduced in those schools from beginnirg till upte date ,
3. Number of the Craft classes and students therein in those schools ?

ANSWER

1. |
2. | A statement is annexed.
3. |

STATEMENT SHOWING THE SCHOOLS HAVING TRAINED CRAFTS TEACHERS ALONG WITH OTHER INFORMATION

Sl. No.	Name of Schools where teachers trained from Craft teachers' trg. Inst. have been posted.	Name of crafts introduced.	Number of students (class-wise) who have taken up crafts as sallabus.					Remarks
			VI	VII	VIII	IX	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SADAR							
1.	Bodhjung H.S. School. Agartala.	Wood Craft, Weaving Craft.	116	100	120	190	526	
2.	M. T. Girls' H.S. School. Agartala.	Tailoring & Embroidery.	284	186	152	267	889	
3	B. K Girls' H. S, School, Agt.	Tailoring, Embroidary & Weaving.	—	119	105	101	325	
4.	B. J. Girls' H. S. School, Agt.	Tailoring, Weaving	86	97	125	127	435	
5.	U.K. Academy, Agartala.	Wood Craft	—	40	40	196	276	
6.	Navagram H. S. School.	Weaving, Wood Craft	53	56	53	77	239	
7.	Bani Vidyapith Girls' H. S. School.	Tailoring	90	60	95	120	365	
8.	Abhoynagar H. S. School	Book Craft, Weaving Craft, leather Craft & Tailoring.	98	93	91	65	347	
9.	Birendranagar H.S School.	Weaving Craft	—	—	—	72	72	
10.	Charipara H. S. School	Wood Craft Weaving Craft.	101	84	49	32	265	
11,	Bishramganj H.S. School	do	82	73	53	57	265	
12.	Sukhamoy H. S. School	do	—	—	52	44	96	
13.	Pailimangal H. S. School	Weaving Craft. Wood Craft Book Craft & Tailoring.	89	79	39	47	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Charilam H. S. School	Wood & Tailoring Craft.	75	39	44	24	182	
15.	Mohanpur High School	Wood, Weaving & Book Craft.	82	53	39	34	208	
16.	Taltala High School	No Craft introduced	—	—	—	—	—	
17.	Pragati Vidyabhaban	Wood Craft	188	159	112	176	635	
18.	Bardowali H. S. School	Tailoring & Weaving	—	172	137	133	442	
19.	M. G. M. H. Higher Se. School	Wood & Tailoring Craft	219	214	185	183	801	
20.	Bishalgarh H. S. School	Wood Craft	228	181	183	163	755	
21.	Ishanchandranagar Pargana H. S.	Wood & Gane and Bamboo Craft	76	73	70	96	315	
22.	Ramthakur Boys H. S.	Weaving Craft	—	—	—	90	90	
23.	N. S. Vidyaniketan	Wood and Weaving Craft	—	—	161	170	331	
24.	Anandanagar High School	Wood & Weaving Craft	61	35	15	24	135	
25.	Kamalghat High School	Wood. Weaving & Tailoring Craft	83	31	24	—	138	
26.	Amtali S. B. School	Wood & Weaving Craft	47	24	9	—	80	
27.	Nutannagar S. B. School	Wood. Weaving, Tailoring and Book Craft.	56	53	34	—	143	
28.	Jogendranagar S. B. School	Wood. Weaving & Tailoring Craft.	43	28	17	—	88	
29.	B. J. S. B. School for Boys	do	128	124	92	—	344	
30.	Joynagar S. B. School	Book Craft	84	49	20	—	153	
31.	Madhuban (Kathaltali) S. B.	Wood. Weaving Craft	19	16	13	—	48	
32.	Ramnagar S. B. School	Wood. Weaving & Cane and Bamboo Craft	105	96	70	—	271	
33.	No. 6 S. B. School	No craft introdnced	—	—	—	—	—	
34.	Radhakrishoreganj S. B.	do	—	—	—	—	—	
35.	Bapuji Vidyamandir S.B.	do	—	—	—	—	—	
36.	Old Agartala Jr. High School.	do do	—	—	—	—	—	
37.	Nandannagar S. B. School School.	No. Craft introduced	—	—	—	—	—	
38.	Narsingarh S. B. School	do	—	—	—	—	—	
39.	Hariganga S. B. School	do	—	—	—	—	—	
40.	Gandhigram S. B. School	do	—	—	—	—	—	
41.	Madhupur S. B. School	Cane and Bamboo Craft	15	22	35	—	72	
42.	Madhumala S. B. School	Agriculture as a craft	IV 19	V 19	VI 36	VII 13	87	
43.	Muraberi S. B. School	Book Craft	39	18	9	—	66	
44.	Brajendranagar S. B. School	do	20	3	3	—	26	
45.	Kunaban (West) S. B. School	Cane and Bamboo Craft	5	6	5	—	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	Panchim Gakulnagar S. B. School	Weaving Craft	9	13	12	—		34
47.	Lalsingmura S. B. School	Cane & Bamboo Cratf	45	26	—	—		71
48.	Kalagachia S. B. School	Gardening	29	23	27	—		79
49.	Harinakhola S. B. School	No Craft introduced	—	—	—	—		—
50.	Bishalgarh S. B. School	do	—	—	—	—		—
61.	Barkathalia S. B. School	Gardening	25	20	15	—		60
52,	Purba Laxmibil S. B. School.	do	40	30	12	—		82
53.	Sutarmura S. B. School	Cane and Bamboo Craft	15	17	17	—		49
54.	Gopalnagar S. B. School	No Craft introduced	—	—	—	—		—
55.	Jumpui Jala S. B. School	do	—	—	—	—		—
56.	Mandhaibari S. B. School	Weaving (Theoretical)	10	9	13	—		32
57.	Noagaon S. B. School	No Craft indroduced	—	—	—	—		—
58.	Harishnagar S. B. School	do	—	—	—	—		
59.	Arbinda Vidyamandir J. B. School	do	—	—	—	—		—
60.	Shibnagagar J. B, School	do	—	—	—	—		—
61.	Office Tilla J. B, School	do	—	—	—	—		—
62.	Pakurjala J. B. School	do	—	—	—	—		—
63.	Latiacherra J. B. School	do	—	—	—	—		—
64.	Ganhdi J. B. School	do	—	—	—	—		—
65.	Kamanmura J. B. School	do	—	—	—	—		—
66.	Lambucherra J. B. School	do	—	—	—			—
67.	Nagraibari J. B. School	do	—	—	—	—		—
68.	Radhamohanpur J. B. School	do	—	—	—	—		—
99.	Daragamura J. B. School	do	—	—	—	—		
70.	Taltala J. B. School	do	—	—	—	—		—
71.	Simna J. B. School	do	—	—	—	—		—
72.	Sidhai J. B. School	do	—	—	—	—		—
73.	Mohanpur J. B. School	do	—	—	—	—		—
74.	Ishanpur J. B. School	do	—	—	—	—		—
75.	Bijonagar J. B. School	do	—	—	—	—		—
76.	Bararush Jamatia J. B.	No craft introduced	—	—	—	—		—
77.	Narayanpamar Pry'	do	—	—	—	—		—
	UDAIPUR :							
78.	Udaipur Girls' H. S. School	Weaving & Embroidary craft	125	84	80	125		415
79.	K. B. Institution	Wood & Weaving Craft	77	50	50	62		239

1	2	3	4	5	6	7	8 9
80.	Kakraban H. S. School	Wood &Weaving	45	41	27	15	128
81.	Tripura Sundari H. S,	Weaving Craft	41	38	26	36	141
82.	Ramesh H. S. School	-do-	—	—	94	149	243
83.	Harianananda S. B.	Weaving. Wood, Tailoring & Book Craft	40	22	33	—	95
84.	Bagabasha S. B.	Book Craft	—	36	30	—	66
85.	Mirza S . B. School	-do-	33	30	—	—	63
86.	Noabari S B. School	-do-	33	—	—	—	33
87.	Gamaria S. B. School	-do-	24	26	—	—	50
88.	Gangachera S. B. School	-do-	42	28	—		70
89.	Chandrapur Col. S. B.	-do-	41	53	33	—	130
90.	Purba R. K. Pur S. B.	Book & Tailoring Craft	72	41	—	—	113
91.	Amtali S. B. School	Book Craft	18	—	—	—	18
92.	Jamjuri S. B. School	-do-	93	—	—	—	93
93.	Garjee Bazar S. B. School	Book Craft	10	—	—	—	10
94.	Salgarah S. B. School	Book, Wood Craft	46	36	—	- -	82
95.	Palata S. B. School	Book Craft	26	—	—	—	26
96.	Udaipur Model Pry.	Embroidary Craft	V 80 —	—	—	—	80
27.	Holakhet J. B. School	No Craft introduced	—	—	—	—	—
28.	Kaluadhepa J. B,	-do-	—	—	—	—	—
99.	Dudpuskarani J. B.	-do-	—	—	—	—	—
	SONAMURA :						
100.	Melaghar H. S. School	Metal & Weaving Craft	114	107	101	92	414
			II	III	IV	V	
101.	Sonamura Model J. B.	Book Craft & Clay medelling	77	63	78	50	268
102.	Sonamura Girls' Jr. High	Tailoring & Weaving Craft	4	44	30	—	128
100.	Nalchar S. B. School	Weaving Craft	57	50	33	—	140
104.	Durgapur S, B.	No Craft introduced	- -	- -	—	—	—
105.	Kulubari S. B.	Gardening	—	13	6	—	19
106.	Rabindranagar S. B.	Cane & Bamboo Craft	27	24	22	—	73
107.	Khas Chowmuhani S, B.	Agriculture	30	30	20	—	80
208.	Kathalia Jr. High	No craft introduced	—	—	—	—	—
109.	Kalamkhet S. B.	Weaving Craft	19	—	—	—	19
110.	Kamalnagar J.B, School.	Cane & Bamboo Craft	IV 4	V 8	—	—	12
111.	Chandanmura J B. School.	Weaving Cane & Bombo Craft	II 14	III 21	IV 13	V 12	60
	Amarpur :						
112.	Amarpur H. S. School.	Tailoring & Gardening.	8?	82	79	63	304

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113.	Jagabandhupara S. B, School.	No Craft introduced,	—	—	—	—	—	
114.	Raima S. B. School,	—do—	—	—	—	—	—	
115.	Ampinagar S. B. School,	—do—	—	—	—	—	—	
116.	Rangamati S. B. School.	—do—	—	—	—	—	—	
117.	Chelagong S. B. School.	—do—	—	—	—	—	—	
118.	Nutanbazar S. B. School.	—do—	—	—	—	—	—	
	BELONIA							
119	Muhuripur High School.	Tailoring, Weaving & Wood Craft.	34	33	31	35	133	
120.	B. K. Institution.	do	—	60	74	120	254	
121.	Bagafa Ashram H. S.	Wood, Weaving & Tailoring, Craft and Arts.	31	18	21	42	112	
122,	Hrishyamukh H. S. School.	Wood Craft.	83	64	38	53	238	
123.	Barpathary H. S. School.	Wood. Weaving & Tailoring Craft.	45	33	35	29	142	
124.	Arjya Col. S. B.	Wood, Tailoring and Cane & Bamboo Craft.	37	35	11	—	83	
125.	Belonia Girls' H. S,	Tailoring.	108	96	95	112	411	
126.	Ishanchandranagar S. B.	Weaving Craft.	60	22	20	—	102	
127.	West Bagafa S. B,	Weaving Craft.	14	14	12	—	40	
128.	Kalabaria East S. B.	Tailoring Craft.	17	12	12	—	41	
129,	Paschim Pillak S. B.	No Craft introduced	—	—	—	—	—	
130.	Niharnagar S. B.	do	—	—	—	—	—	
131.	Baikhora S. B.	do	—	—	—	—	—	
132.	Sarasima S. B.	do	—	—	—	—	—	
133.	Betaga S. B. School.	do	—	—	—	—	—	
134.	Rajnagar Col. S. B.	do	—	—	—	—	—	
135.	West Jolaibari S. B.	do	—	—	—	—	—	
	SABROOM							
136.	Manu H. S. School,	Weaving Craft.	46	38	26	63	173	
137.	Srinagar High School.	Wood Craft.	6	8	7	5	26	
138.	Sabroom H. S. School.	Tailoring Craft.	—	—	—	16	16	
139.	Hadachari S. B.	Book Craft,	15	13	15	—	43	
140.	Satchand S. B. School.	Wood Craft.	43	27	12	—	82	
141.	Daulbari S. B.	Cane & Bamboo Craft.	V 27	VI 19	—	—	46	
142.	Jalefa S. B.	Wood Craft.	13	13	10	—	36	
143.	Harina S. B.	Weaving Craft.	8	7	7	—	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144.	Sabroom Girls' S. B.	Metal & Weaving Crafts were previously introduced, but now discontinued.	—	—	—	—	—	
	KHOWAI :							
145.	Kalyanpur H. S.	Wood & Tailoring Crafts	95	85	85	75	340	
146	Chebri H. S. School	Wood & Weaving Craft	59	55	31	69	214	
147.	Srinath Vidyaniketan	Wood Craft & Gardening	67	77	76	96	316	
148.	Teliamura H. S.	Wood & Weaving Crafts	115	85	85	139	424	
149.	Khowai H. S.	Weaving Craft	89	80	80	94	343	
150.	Singhichera S. B.	Book Craft (Paper cutting) & General Arts.	84	63	58	—	205	
151.	Moharchera S. B.	Book Craft & General Arts.	52	34	12	—	98	
152.	Kunjaban S. B.	-do-	88	66	46	—	200	
153.	Falgoona S. B.	General Arts & Gardening	43	31	24	—	98	
154.	Khowai Girls' H. S.	Embroidary Craft	118	104	78	90	390	
155.	Asharambari S. B.	General Arts & Gardening	13	13	6	—	32	
156.	Sonatala S. B.	-do-	39	39	23	—	101	
157.	Tuichandraibarl S. B.	-do-	37	23	10	—	70	
158.	Maharanipur S. B.	Book Craft	42	34	23	—	99	
159.	Ganki S. B.	Wood Craft	15	16	10	—	41	
160.	Behalabari S. B.	Book Craft	27	19	41	—	87	
161.	Ghilatali (Batia) S. B.	General Arts & Gardening	23	10	—	—	33	
162.	Birchandra S. B.	-do-	33	21	6	—	60	
163.	Gourangatila S. B.	-do-	31	25	11	—	67	
164.	Gilatalibazar S. B.	-do-	41	22	23	—	86	
165.	Teliamura J. B.	-do- IV V 73 69	—	—	—	—	142	
166.	Khowai No. 2 J. Bi (J. B.)	-do- 52 35	—	—	—	—	87	
167.	Bajalbari J. B.	-do- 14 15	—	—	—	—	29	
	KAMALPUR :							
168.	K. C. Girls' H. S. School	Book Craft was previously introduced. Now discontinued for want of Board's approval.	—	—	—	—	—	
169.	Kamalpur H. S. School.	Wood & Weaving Craft.	46	43	47	116	252	
170.	Kulai H. S. School.	Wood Craft, Tailoring & Embroidery.	72	35	41	47	195	
171.	Panchasi S. B. School.	Wood Craft.	24	9	14	—	47	

1	2	3	4	5	6	7	8 9
172.	Fulehari S. B. School.	Wood, Weaving & Book Craft.	28	30	30	—	88
173.	Baligaon S, B.	Wood and Tailoring Craft.	20	18	18	—	56
174.	Salema S. B.	Wood, Weaving & Tailoring Craft	67	44	25	—	136
175.	Moracherra S. B.	Wood & Book Craft	46	37	34	—	117
176.	Harerkhola S. B.	Wood, Book & Tailoring Craft.	40	32	22	—	94
177.	Dalubari ghat S. B.	Book Craft IV 15 V 18	—	—	—	—	33
178.	Chandraibari S. B.	Metal, Cane & Bamboo Craft	48	33	18	—	99
179.	Bara Lutma S. B.	Weaving & Book Craft	30	35	24	—	89
	KAILASHAHAR :						
180.	R. K. Institution	Wood and Weaving Craft	47	49	52	65	213
181.	Kanchanbari H. S. Scool	do	67	88	59	44	258
182,	Vidyanagar H. S. School	Wood & Tailoring Craft	76	51	48	40	215
183.	Dalugaon H. S. School	Wood & Weaving Craft	70	55	41	37	203
184.	Pabiachera S. B.	do (Tailoring now discontinued)	66	28	24	—	118
185.	Maslichera S. B,	Wood & Weaving Craft	22	15	6	—	43
186.	Ratachera S. B.	do	60	22	17	—	99
187.	Dhumachera S. B.	do	23	15	9	—	47
188.	Mainama S. B.	Weaving & Metal Craft	31	23	16	—	70
189.	Chailengta S, B.	Wood craft was introduced previously but now discontinued for want of accommodation.					
190.	Kaulikura S. B.	Weaving craft was introduced previously, but now discontinued for want of accommodation.					
191.	Ramkamal S. B.	do					
192.	Goldharpur S. B.	No craft introduced.	—	—	—	—	—
193.	Srirampur S. B.	Weaving and Cane & Bamboo Craft	24	26	10	—	60
194.	Kailashahar Model S. B.	Weaving, Book & Cane & Bamboo	23	19	13	—	55
195.	Bhadrapalli S. B,	Weaving Craft	25	13	11	—	49
196.	Tillabazar S. B.	Metal & Wood Craft	20	23	18	—	61
197.	Chawmanu S. B.	Wood Craft	13	4	4	—	21
198.	Golakpur S. B.	No craft introduced	—	—	—	—	—
	DHARMANAGAR :						
199.	B. B. Institution	Weaving & Wood craft	83	60	61	148	352
200,	Padmapur H. S. School	Weaving, Wood and Tailoring	165	81	76	87	409
201.	Bilthai H S.	Weaving and Wood Craft	—	—	75	84	159

202.	Kadamtala H. S.	Wood Craft	99	87	48	58	
203.	Kanchanpur H. S.	Wood and Leather Craft	46	40	34	36	156
204.	D. N. Vidyamandir	Wood Craft	133	88	91	149	461
205.	Ganganagar S. B	Weaving. Wood and Tailoring Craft.	63	34	24	—	121
206.	Chandrapur S. B.	Weaving. Wood, Tailoring & Cane & Bamboo Craft.	108	60	78	—	246
207.	Ranghna S. B.	Weaving & Book Craft	29	13	14	—	56
208.	Sreebhumi Vidyaniketan S. B.	Weaving & Tailoring Craft	45	49	25	—	119
209.	Tilthai R. C. S. B.	Weaving & Wood Craft	25	17	13	—	55
210.	Deochera S. B.	Weaving Craft	45	25	15	—	85
211.	Krishnapur S. B.	Weaving & Tailoring Craft	59	31	17	..	107
212.	Baghan S. B	Weaving Craft	22	4	7	—	33
213.	Brajendranagur S. B.	Weaving & Book Craft	10	12	7	—	29
214.	Halflong Village S. B.	Weaving Craft	15	13	6	-	34
215.	Pecharthal S. B.	Weaving & Wood Craft	52	40	16	—	108
216.	Padmabil S. B	Weaving Craft	34	13	13	—	60
217	Durgaram Reangpara	No craft introduced	--	--	-	--	—
218.	Damchera S. B.	do	—	-	—		—
219.	Laljuri S. B.	do	—	—	—	—	—
220,	Pratyekray S, B.	Weaving & Wood Craft	49	45	18	—	112
			IV	V			
221.	Dharmanagar J. B.	Book Crafr	80	76	-	—	156

Unstarred Question No. 377.

By **Shri Bidya Chandra Deb Barma**

QUESTION

১। আগরতলা Women's College এর Principal এর Postটি কি U. P. S C.তে advertise করা হইয়াছে ;

২। যদি advertise করা হইয়া থাকে তবে তাহাতে ঐ postএর জন্য কি কোন মহিলা প্রার্থী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে,

৩। ইহা কি সত্য যে অন্যান্য সব রাজ্যেই মহিলা কলেজে মহিলা Principal নিয়োগের ব্যবস্থা আছে ;

৪। যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে, তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা না থাকার কারণ কি ;

৫। ইহা কি সত্য যে শিক্ষাদপ্তর মহিলা Principal নিয়োগের ব্যবস্থা রাখিতে চেষ্টা করিলে চীফ্ সেক্রেটারী তাহার বিরোধিতা করেন ;

৬। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। না

৩। জানা নাই

৪। প্রশ্ন উঠে না

৫। না

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 404.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১। গত ১লা আগষ্ট আগরতলা গান্ধী মোমোরিয়াল স্কুলের ছাত্ররা কি ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন, যদি ধর্ম্মঘট করিয়া থাকেন তবে তাহাদের দাবী কি ছিল ;

২। এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের নাম ;

৩। এই স্কুল সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত কি কি বাবদে মোট কত টাকা সরকারী সাহায্য পাইয়াছে তাহার হিসাব ;

৪। এই সাহায্য কিভাবে ব্যয় করা হইয়াছে সরকার সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিবেন কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ। তাহাদের দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ :—

(ক) শিক্ষক মহাশয়ের পুনর্বহাল (খ) বিদ্যালয়ে জল, পায়খানা ও প্রস্রাবাগার, সাইকেল ষ্ট্যাণ্ড ও শ্রেণী কক্ষের নিকট ডাষ্টবীনের ব্যবস্থা, (গ) ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক কমন রুম এবং ব্যায়ামাগার, সাংস্কৃতিক ভবন, বিদ্যালয়ের জন্য আরও গৃহ নির্ম্মাণ এবং প্রতি শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখার ব্যবস্থা, (ঘ) খেলার মাঠ ও খেলার সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা, (ঙ) বিজ্ঞানাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বাণিজ্য বিভাগের জন্য মানচিত্রের ব্যবস্থা, (চ) বিদ্যালয়ে প্রতি বছর দুইটি করিয়া নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং Poor Fund ও Cultural Fundএর টাকার হিসাব ছাত্রদের নিকট প্রদর্শন।

(১)	শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ	—	চেয়ারম্যান
(২)	,, এস. আর. চক্রবর্ত্তী	—	সদস্য (সরকার মনোনীত)
(৩)	,, পি. আর. ভট্টাচার্য্য	—	ঐ (ডাক্তার)
(৪)	,, রাধাচরণ ভৌমিক	—	ঐ (অভিভাবকদের প্রতিনিধি)
(৫)	,, এস. সি. ভট্টাচার্য	—	ঐ
(৬)	,, হরিপদ দেব	—	ঐ
(৭)	,, মোহন লাল রায়	—	ঐ
(৮)	,, কে. এম. সোধ	—	সদস্য (প্রধান শিক্ষক)
(৯)	,, শ্রীমতি এস চক্রবর্ত্তী	—	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
(১০)	শ্রী এস. সি. ভৌমিক	—	ঐ
(১১)	,, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	—	সেক্রেটারী

৩। আবর্ত্তক অনুদান— টাঃ ১০,৮০,৮৮৮·৭৪

অনাবর্ত্তক অনুদান— টাঃ ২,৬৩,৫০০·০০

টাঃ ১৩,৪৪,৩৮৮·৭৪

৪। সরকার যাবতীয় গ্রাণ্টের হিসাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে কোন তদন্তের প্রয়োজন নাই।

UN-STARRED QUESTION NO. 436,

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

(১) ত্রিপুরায় Ply-wood factory স্থাপনের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

(২) উহা সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হইবে কি বে-সরকারী উদ্যোগে।

(৩) বে-সরকারী উদ্যোগে হইলে উদ্যোক্তাদের নাম ও মুলধনের পরিমাণ।

(৪) Factoryর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

(৫) এই কারখানা স্থাপিত হইলে ত্রিপুরার কি কি কাঁচামাল ইহাতে কাজে লাগিবে এবং কত শ্রমিক নিযুক্ত হইবে।

ANSWER

(১) উদ্যোক্তাদিগকে ৭০.০১ একর খাস ভূমি allot করা হইয়াছে এবং তাঁহারা উহার দখল নিয়াছেন। এই ব্যাপারে একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা (চুক্তি পত্রের খসড়া সহ) ত্রিপুরা সরকারের বন বিভাগ ভারত সরকারের Inspector General of Forests এর নিকট ১৫।১।১৯৬৬ইং পাঠাইয়াছেন।

(২) কারখানাটি বে-সরকারী উদ্যোগে স্থাপন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৩) কারখানাটি কলিকাতার জয়শ্রী টী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং লিঃ দ্বারা স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত কারখানাটির মুলধন মং ৭৭·৪০ লাখ টাকা।

(৪) ত্রিপুরা সরকার হইতে গৃহীত বিলোনিয়া সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত বগাফা মৌজায় ৩০·০১ একর ভূমির উপর ঐ কোম্পানীর দ্বারা কারখানাটি স্থাপন করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(৫) কারখানাটী স্থাপিত হইলে উহা ত্রিপুরার বনজ বস্তু যথা :— গর্জ্জন, কনক প্রভৃতি কাঠ ব্যবহার করিবে। দক্ষ ও অদক্ষ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৭০ এবং পালাক্রমে দৈনিক তিনদফে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ হইবে— যথা— দক্ষ—৭৫, অর্দ্ধদক্ষ—১০০ এবং অদক্ষ—৪০০ জন।

UNSTARRED QUESTION NO. 476
By Sri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

(১) শিলাছড়িতে যে Senior Basic Schoolটি আছে তাহার সংলগ্ন কোন বোর্ডিং হাউস আছে কি? যদি থাকিয়া থাকে তাহাতে ছাত্র সংখ্যা কত?

(২) যদি বোর্ডিং হাউসটি বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে তাহার কারণ কি?

(৩) সরকার ঐ বোর্ডিং হাউসটি চালু রাখার ব্যবস্থা করিবেন কি?

ANSWER

(১) না। প্রশ্ন উঠে না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 477
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১। অমরপুর রাইমা সিনিয়র বেসিক স্কুলটির ঘরবাড়ী কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, যদি ভাঙ্গিয়া থাকে, কবে কি ভাবে ভাঙ্গিয়াছে।

২। ইহা কি সত্য যে অনেকবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও উহা মেরামত করা হইতেছে না;

৩। যদি সত্য হয়, ঐ ঘর নির্ম্মাণ কার্য্য তাড়াতাড়ি সুরু করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ANSWER

১। না। প্রশ্নের পরবর্ত্তী অংশ উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 488.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma
QUESTION

১। ত্রিপুরার Basic Education সম্পর্কে কোন assessment হইয়াছে কি?

২। যদি হইয়া থাকে তাহার ফলাফল।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহকে Basic School এ রূপান্তরিত করা সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি।

৪। Basic School সমূহের মোট সংখ্যা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পৃথকভাবে)।

ANSWER

১। ত্রিপুরার সমস্ত বুনিয়াদি স্কুল লইয়া কোন সামগ্রিক assessment করা হয় নাই। তবে বিশেষ বিশেষ বুনিয়াদি স্কুলে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২। যে সকল বিদ্যালয়ে এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার ফলে দেখা গিয়াছে বুনিয়াদি শিক্ষার মূল আদর্শগুলি মোটামুটি অনুসরণ করা হয়, যদিও ক্র্যাফ্‌ট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অনেক স্থলেই সন্তোষজনক নয় বলিয়া দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ অনেক উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এখনও ক্র্যাফ্‌ট শিক্ষা দানের উপযোগী আলাদা ঘর নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

৩। না

৪। নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়—১০১৮
উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়— ১৭৩

Unstarred Question No. 490.
By Sri Bidya Ch. Deb Barma.
QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন Tribal Development Block এ কয়টি Junior High, Senior Basic, High বা Higher Secondary School আছে এবং তাহাদের নাম ও ছাত্র সংখ্যা।

২। ঐ সকল স্কুলের সংলগ্ন Boarding House আছে কি, যদি থাকে তবে তাহার প্রত্যেকটিতে কত ছাত্র থাকে।

৩। যে সকল স্কুলের সংলগ্ন Boarding House নাই, তাহাদের জন্য সরকার কবে পর্য্যন্ত Boarding House এর ব্যবস্থা করিতেছেন।

ANSWER

1.
2.
3. } The information is under collection.

Unstarred Question No. 491.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.
QUESTION

১। Tribal Development Block সমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষক সংখ্যা মোট কত এবং তাহাদের মধ্যে উপজাতীয় কত এবং অউপজাতীয় কত?

২। উপজাতীয় শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয় সরকার চিন্তা করবেন কি ?

ANSWER

১। (ক) মোট শিক্ষক সংখ্যা—৪২৮

(খ) উপজাতীয় শিক্ষক সংখ্যা—৬২

(গ) অউপজাতীয় শিক্ষক সংখ্যা—৩৬৬

২। উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য চাকুরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এবং সরকার উপযুক্ত উপজাতীয় প্রার্থীদের দ্বারা তাহাদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণের জন্য উৎসুক।

UN-STARRED QUESTION NO. 492

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

১। Tribal Development Block সমূহের মধ্যে কোন Block এ গত তিনটি পরিকল্পনায় কি কি শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহার বিবরণ ;

২। এই সকল শিল্পে বর্ত্তমানে কতজন উপজাতীয় নরনারীর কার্য্য সংস্থান হইতেছে. তাহার শিল্পভিত্তিক হিসাব,

৩। এই সকল শিল্প গড়ার জন্য তিনটি পরিকল্পনায় মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

ANSWER

১। কাঞ্চনপুর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক — হস্তচালিত তাঁতশিল্প, দারুশিল্প, কামারশালা, ঘানি, গুড় ও খান্দসারী শিল্প।

সাব্রুম. সাতচান্দ উপজাতি উন্নয়ন ব্লক — হস্তচালিত তাঁতশিল্প, মৌমাছি প্রতিপালন, গুড় ও খান্দসারী, দারুশিল্প, কামার সালা।

ডম্বুরনগর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক — হস্তচালিত তাঁতশিল্প, দারুশিল্প, দরজির কাজ।

ছামনু উপজাতি উন্নয়ন ব্লক — গুড় ও খান্দসারী, হস্তচালিত তাঁত শিল্প।

২। তাঁতশিল্প—১৫০ জন
দরজীর কাজ— ৪ ,,
দারুশিল্প— ৬১ ,,
কামারশালা— ৫ ,,
ঘানি— ৭ ,,
গুড় ও খান্দ-
সারী— ১২ ,,
মৌমাছি
প্রতিপালন— ২২ ,,
২৬১ জন

৩। শিল্প উন্নয়ন কাজে মং ৩,৪৫,২০৫'৮৮ পঃ।

UNSTARRED QUESTION NO. 493.
By Shri Bibya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। গত ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে কোন বৎসর কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্ম্মঘট হইয়াছে ;

২। ছাত্র ধর্ম্মঘটগুলির কারণ ?

ANSWER

1. }
2. } The information is under collection.

UNSTARRED QUESTION No. 517
By **Shri Bidya Ch. Deb Barma**

QUESTION

১। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীরা কি গত ৩-১২-৬৮ইং তারিখে সরকারের নিকট কোন দাবীর তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন, যদি করিয়া থাকেন তাহার বিবরণ ?

২। সরকার চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অবগত আছেন কি ?

৩। তাহাদের দাবী সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ?

ANSWER

১। হাঁ, চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী সমিতি বেশনের চাউল মাথাপিছু সপ্তাহে এক কেজির স্থলে দেড় কেজি এবং সর্ব্বনিম্ন ১০০৭ টাকা দরের চাউল পাওয়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

২। হাঁ, যাহা উপরে ব্যক্ত করা হইল।

৩। বিষয় বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 544.
By **Shri Aghore Deb Barma**

QUESTION

১। ইহা কি সত্য গত ২৯-৪-৬৮ ইং তারিখে কড়ইমুড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলে স্কুল কমিটি ৩রা মে, ১৯৬৮ইং সালে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পদত্যাগ পত্রটি গ্রহণ করেন ?

২। এই সম্পর্কে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত কোন ট্রাইবুনেল তদন্ত করিয়াছেন কি না।

৩। তদন্ত হইয়া থাকিলে ফলাফল বিস্তৃত অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ সহ।

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 574.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION

১। কমলপুর সেলেমা এবং ধর্মনগর মাছমারায় দুইটি উচ্চ অথবা উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনের দাবীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি ?

২। যদি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে ঐ বিদ্যালয় কবে পর্য্যন্ত স্থাপিত হইবে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। এখনও স্থির হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 603.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION

১। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার এবং ত্রিপুরার বাহিরে কোন পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক) কত টাকার বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন।

২। এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বাবদ কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

১। ১৯৬৮ সালের ফেবরুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাহিরে কোন পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক) কত টাকার বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন তাহা এতদসংলগ্ন তালিকার ৫ম কলমে দেখান হইল।

২। এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বাবদ কোন পত্রিকা কত টাকা পাইয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট তালিকার ৬ষ্ঠ কলমে দেখান হইল।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় (স্থানীয় এবং বাহিরের) বিজ্ঞাপনের তালিকা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন	ডিস্‌প্লে বিজ্ঞাপন	মোট বিজ্ঞাপনের টাকা সংখ্যা	পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন
১	২	৩	৪	৫	৬
	স্থানীয় পত্রিকা				
১।	জাগরণ (দৈনিক)	১৬,৬৬৫·০০	১,৬০৪·২০	১৮,২৭০·২০	১০৬·৪০
২।	গণরাজ (দৈনিক)	—	৩৭৮·১০	৩৭৮·১০	—
৩।	ভাবী ভারত (দৈনিক)	১২,৯২৮·০০	৫৭৪·৫০	১৩,৫০২·৫০	১০৬·৪০
৪।	দৈনিক গণ অভিযান	১০,৮০১·০০	৩,৯৪৮·৫২	১৪,৭৪৯·৫২	৬৭৩·০০
৫।	সেবক (সাপ্তাহিক)	১,৩২৬·২০	৪০·০০	১,৩৬৬·২০	—
৬।	মানুষ (অর্দ্ধ সাপ্তাহিক)	৪,০৪১·০০	১,৪২৪·৬০	৫,৪৬৫·৬০	১৬১·৫০
৭।	সমাচার (সাপ্তাহিক)	৩,৫৫৬·০০	২,৩৯০·৬০	৫,৯৪৬·৬০	২৩৭·৫০
৮।	ত্রিপুরা (সাপ্তাহিক)	৩,৮৪৪·০০	২,৪০৮·৭৬	৬,২৫২·৭৬	৩২৩·০০
৯।	ন্যায়দণ্ড (সাপ্তাহিক)	৪,২০৭·০০	৪৪৭·৮০	৪,৬৫৪·৮০	১০৬·৪০
১০।	ত্রিপুরা টাইমস্‌ (সাপ্তাহিক)	৩,৬৬১·০০	১,৪৬৯·৪৫	৫,১৩০·৪৫	৩২৩·০০
১১।	গণ অভিযান (সাপ্তাহিক)	২,৯৯০·০০	১,০৭৫·৯০	৪,০৬৫·৯০	২৪৬·৪০
১২।	রুদ্রবীণা (সাপ্তাহিক)	৩,৩৯৯·০০	১,২২৫·১০	৪,৬২৪·১০	৩২৩·০০
১৩।	ভারত কল্যাণ (সাপ্তাহিক)	২,৪০৫·৫০	১,২১৬·৩০	৩,৬২০·০০	১৬১·৫০
১৪।	নবজ্যোতি (সাপ্তাহিক)	৮৪৯·০০	১,১৬৯·৮০	২,০১৮·৮০	৩২৩·০০
১৫।	সন্ধানী, ধর্ম্মনগর (সাপ্তাহিক)	১,০৮২·০০	৩৮৯·২০	১,৪৭১·২০	২১২·৮০
১৬।	বিবেক (সাপ্তাহিক)	৩,৭৩৬·০০	১,২৪৬·৫০	৪,৯৮২·৫০	২১২·৮০
১৭।	অগ্রগতি (সাপ্তাহিক)	১,৯৪৫·০০	৭১৬·১৫	২,৭৬১·১৫	২৬৭·৯০
১৮।	ইয়াপ্রি (সাপ্তাহিক)	৩,৭৬৪·০০	৬৫২·২৫	৪,৪১৬·২৫	১২৬·৪০
১৯।	আর্য্যশক্তি (সাপ্তাহিক)	১,৬২৯·০০	৮৩৯·৮০	২,৪৬৮·৮০	১০৬·৪০
২০।	ত্রিপুরার কথা (সাপ্তাহিক)	২,২৮৭·০০	৩২৩·০০	২,৬১০·০০	১০১·৫০
২১।	আমাদের কথা (পাক্ষিক)	—	১,৪৭৭·১৫	১,৪৭৭·১৫	২০০·০০
২২।	সীমান্ত (সাপ্তাহিক)	৩৩৮·৯০	৪৬৩·৫০	৮০২·৪০	২১২·৮০
২৩।	সমবায় বার্ত্তা (সাপ্তাহিক)	২,৮৪৭·৯০	৭১৩·০০	৩,৫৬০·৯০	১০৬·৪০
২৪।	ত্রিদিব (মাসিক)	—	৫২৫·০০	৫২৫·০০	—
২৫।	নান্দীমুখ (ত্রৈমাসিক)	—	১০০·০০	১০০·০০	—

১	২	৩	৪	৫	৬
২৬।	উদিতি (মাসিক)	—	১,৯১০·০০	১,৯১০.০০	—
২৭।	কাকলী (ত্রৈমাসিক)	—	৮০·০০	৮০·০০	—
২৮।	স্বাগতম (ত্রৈমাসিক)	—	৩৫০·০০	৩৫০·০০	—
২৯।	নাদছন্দ ঐ	—	১০০·০০	১০০·০০	—
৩০।	রংবেরঙ্গ (মেগাজিন)	—	১০০.০০	১০০·০০	—
৩১।	জোনাকি (ত্রৈমাসিক) কৈলাসহর।	—	১০০·০০	১০০·০০	—
	বাহিরের পত্রিকা				
৩২।	জনবাণী, কলিকাতা		২,১৫০.০০	২,১৫০.০০	—
৩৩।	সাংবাদিক, কলি:	—	২,০৬০.০০	২,০৬০,০০.	৩৫০·০
৩৪।	নাউ, কলি:	—	৯১৭·৫০	৯১৭.৫০	—
৩৫।	প্রভাত, কলি:	—	১,৬৬০·০০	১,৬৬০·০০	—
৩৬।	সোসিয়েল এণ্টারপ্রাইজ কলিকাতা।	—	৫০০.০০	৫০০.০০	—
৩৭।	জয়শ্রী, কলিঃ	—	১০০·০০	১০০.০০	—
৩৮।	ফ্রণ্টিয়ার, কলি:	—	৪৫০.০০	৪৫০.০০	—
৩৯।	শিক্ষক, কলি:	—	৫৫০.০০	৫৫০.০০	—
৪০।	আগামী কলি:	—	৪০০.০০	৪০০.১০	—
৪১।	হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কলিকাতা।	৯৫৮.২০	১,২৯০.৫০	২,২৪৮.৬০	—
৪২।	আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা।	২৭,২৫৬.০৫	১,৯৪৪·৮০	২৯,২০০.৮৫	—
৪৩।	বসুমতি (সাপ্তাহিক) কলি:	—	৯১০.৮০	৯১০.৮০	—
৪৪।	এক্ষণ, কলিকাতা	—	১৫০.০০	১৫০.০০	—
৪৫।	গণবার্ত্তা, কলিকাতা	—	১২৫.০০	১৫৫.০০	—
৪৬।	মধুরেণু, কলিকাতা	—	৫৪০.০০	৫৪০.০০	—
৪৭।	চতুরঙ্গ, কলিকাতা	—	২২৫.০০	২২৫.০০	—
৪৮।	স্বস্তিকা, কলিকাতা	—	২,৩০০.০০	২৩০০.০০	৫০০.০০
৪৯।	দুর্গাপুরবার্ণী, কলিকাতা	—	৬০.০০	৬০.০০	—
৫০।	বেতার জগত, কলিকাতা	—	৮০০.০০	৮০০.০০	—
৫১।	হিন্দুস্থান টাইমস, দিল্লী	৫৩১.০৭	—	৫৩১.০৭	—
৫২।	দৈনিক বসুমতি, কলিকাতা	৮,১২৯ ০০	—	৮,১১৯.০০	—

১	২	৩	৪	৫	৬
৫৩।	অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা	২৩,৯৩৯.১০	—	২৩,৯৩৯.১০	—
৫৪।	যুগান্তর, কলিকাতা	৩,৬৭৫.৮৭	—	৩,৬৭৫.৮৭	—
৫৫।	স্ট্যাইটম্যান্স, কলিকাতা	৭,১৮৮.৩১	—	৭,১৮৮.৩১	—
৫৬।	অরগানাইজার, দিল্লী	—	৫২২.৫০	৫২২.৫০	—
৫৭।	ফতেহ, দিল্লী	—	৩৫০.০০	৩৫০.০০	—
৫৮।	লিংক, দিল্লী	—	৩,৩৬৬.০০	৩,৩৬৬.০০	—
৫৯।	সেপাক্সম্যান, দিল্লী,	—	১,৯২৫.০০	১,৯২৫.০০	—
৬০।	শংকরস উইকলি, দিল্লী	—	৬,৫২০.৮০	৬,৫২০.৮০	—
৬১।	কমার্স, বোম্বাই	—	১,০০০.০০	১,০০০.০০	—
		২,৬০,৭৪৬.১০	৪৯,৩৯৪.৯৮	২,২০,১৪১.০৮	৫,৩১৫.৩০

UNSTARRED QUESTION NO. 606.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

(১) ১৯৬৮ সালের জুলাই হইতে December পর্য্যন্ত কোন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী কত টাকা T. A., Perquisites ইত্যাদি বাবদ গ্রহণ করিয়াছেন ;

(২) Medical Re-imbursement বাবদ কোন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে কত টাকা draw করিয়াছেন ;

(৩) কলিকাতা, দিল্লী এবং ত্রিপুরার বাহিরে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য কোন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী কত টাকা T. A. ও অন্যান্য allowance draw করিয়াছেন ?

ANSWER

(১) ১৯৬৮ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী নিম্নলিখিত হারে T. A. Bills বাবত perquisites ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন :—

(ক)	মুখ্যমন্ত্রী—	৪,৫৭০.৯৫ প.
(খ)	ট্রাইবেল মন্ত্রী—	২,১৯৫.০০ ,,
(গ)	স্বাস্থ্য ও শ্রমমন্ত্রী—	৬,২৭৮.৪০ ,,
(ঘ)	অর্থ ও শিক্ষামন্ত্রী—	৫,৬৭১.৬৫ ,,
(ঙ)	কারামন্ত্রী—	৪,৬৯৯.৫৫ ,,
(চ)	উপমন্ত্রী—	৩,৩১৭.০০ ,,

(২) Medical re-imbursement বাবত মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ (October, 68) পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন :—

	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯ (October, 68 পর্য্যন্ত)
(ক) স্বাস্থ্য ও শ্রমমন্ত্রী—	×	১১৩'২০ প:
(খ) কারামন্ত্রী—	×	৫০১'৫৫ ,,
(গ) শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রী—	১৪৮'৫০	৯৪৪'১০ ,,
(ঘ) উপমন্ত্রী—	×	২৪১'০ ,,

(৩) কলিকাতা, দিল্লী এবং ত্রিপুরার বাহিরে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী নিম্নলিখিত হারে T. A. Bills এবং অন্যান্য allowance draw করিয়াছেন :—

(ক) মুখ্যমন্ত্রী—	৪,৩৫০'০০
(খ) ট্রাইবেল মন্ত্রী—	৩০০'০০
(গ) স্বাস্থ্য ও শ্রমমন্ত্রী—	৫,৩২৭'১০
(ঘ) অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রী—	৪,১৪৮'০০
(ঙ) কারামন্ত্রী—	৩,৭০০'০০
(চ) উপমন্ত্রী—	১,৭৯০'০০

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

January 30, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday thc 30th January, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Dy. Minister and twenty three members.

Mr. Speaker—Hon'ble Members let us observe two minutes silence.

(All the Members stood and observed two minutes silenee)

Mr. Speaker—Thank you.

Mr. Speaker—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 216.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, question No, 216.

QUESTION

a) Is there any contemplation to construct the bridges on the road Bilthai-Chandrapur under Dharmanagar Sub-Division,

b) For how long is the bridge near the Higher Secondary School for Bilthai lying broken ;

c) When will the work of repairing of the said bridge be taken up ?

ANSWER

a) No such contemplation at present.

b) For about two months from middle of June, 1968.

c) Already taken up and completed.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি বিল থই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন কোন এস, পি, টি, ব্রিজ ছিল কিনা ?

Shri S. L. Singh—There is a bamboo sanke at present. There is no contemplation for construction of any wooden bridge there. The bamboo sanke which was constructed in February, 1967 was damaged by flood some time in the middle of June. The movement of pedastrains was not suspended. Repair of the sanke was taken up in the first week of July, 1968. Since the same came to the notice repair was completed in about 20 days.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার কোশ্চানটা ছিল যে বিলথই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কাছে কোন এস, পি, টি, ব্রিজ ছিল কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ১৯৬০ ইংরাজীতে সেই এস, পি, টি, ব্রীজ করা হয়েছিল টি, টি, সি, এর আমলে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার কোশ্চানটা যে এস, পি, টি, ব্রীজ ছিল কিনা ? যে জায়গাতে একটা এস, পি, টি, ব্রিজ ছিল ১৯৬০ ইংরেজীতে সে জায়গাতে ব্রিজের কোন কনটেম্‌প্লেশন আছে কিনা, আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছি। সুতরাং নোটিশের কোন প্রশ্ন আসে না স্যার।

Mr. Speaker : Hon'ble Member wants to know whether the Govt. have get any contemplation to construct the bridge.

Shri S. L. Singh :— Bridges are of many kinds e. g. temporary S. P. T. bridge and the sankees definitely I cannot say what does the member mean by bridge, So I demand notice.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করছি যে বিলথই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কাছে যে ব্রীজটা ছিল সেটা এস, পি, টি, ব্রীজ ছিল কিনা ? এটা ডিফিনিট কোয়েশ্চান আছে।

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, sir, there is the question "Is there any contemplation to contruct the bridges on the road Bilthai-Chandrapur under Dharmanagar Sub-Division," not the bridge.

Mr. Speaker—Yes, you have mentioned bridges.

Shri Monoranjan Nath—সেকেণ্ড কোশ্চানে আছে, "For how long is the bridge near the Higher Secondary School for Bilthai lying broken ?

Mr. Speaker —That is another part of the question.

Shri S. L. Singh—So for that, I want notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কি জন্য এটা কোয়েশ্চানে আছে তাহলে ? প্রত্যেকটা কোয়েশ্চানে ডিমাণ্ড নোটিশ বলে কেন বানচাল করা হয় এটা বুঝতে পারছি না।

Mr. Speaker— Hon'ble Member, the Hon'ble Minister has already demanded notice.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে একটা এস, পি টি, ব্রিজ ছিল সেখানে ব্যামবুসাঁকো করার কি অর্থ থাকতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—Off hand বলা সম্ভব নহে। নোটিশ চেয়েছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি এস, পি, টি, ব্রিজের কথা বলেছি।

Shri S. L. Singh—No. there is a bridge and it is temporary bridge.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এস, পি, টি, ব্রীজ কি ব্রিজের মধ্যে পড়ে না ?

Shri S. L. Singh—আমি তো বললাম, আমি জানি সেখানে temporary bridge আছে।

Mr. Speaker—There should be definition of the bridge whether it is a temporary bridge or S. P. T. Bridge.

Mr. Speaker—Shri Eshad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Starred Question No.241.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 241.

প্রশ্ন

ক) ১৯২৭ইং সনের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় উদয়পুর ফোজদারী আদালতে ১৯৬৭-৬৮ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কত নম্বর মোকদ্দমা দায়ের আছে ?

খ) কতজন বিবাদীর শাস্তি হইয়াছে ?

গ) কতজন খালাস পাইয়াছে ?

ঘ) কত টাকা জরিমানা করা হইয়াছে ?

ঙ) জরিমানার কতটাকা আদায় হইয়াছে ?

চ) এই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য টি, এ, এবং ডি, এ, বাবদ ফরেষ্ট বিভাগের ১৯৬৭-৬৮ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কতটাকা খরচ পড়িয়াছে ?

উত্তর

ক) ৮১১টি।

খ) ৯৯৩ জন।

গ) ১৪৩ জন।

ঘ) ১৬,১০৭ টাকা।

ঙ) ৩,৬৫৬,৫০ টাকা। (১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত)।

চ) টাকা ৪, ৭৯২.৮৯ আপিল ১৪১টি

মোশন ৭টি

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—যে ৮১১টি কেস দায়ের করা হয়েছে তার মধ্যে ট্রাইবেলদের কতটা আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—স্পীকার স্যার, আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—ত্রিপুরায় আগে যে বন আইন ছিল, সেটা এখনও প্রযোজ্য আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—১৯২৭ ইং সনের যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট আছে, তার সাথে আমাদের ত্রিপুরায় বন আইনের কোন সামঞ্জস্য ছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেবরাংখল ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৯।

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া বাজারের বৈদ্যুতিকরণের কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?

২) বিদ্যুতের অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে, সরকার মনে করেন কিনা ?

উত্তর

১) কাজ ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে।

২) বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, সুতরাং এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 432.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 432.

QUESTION

a) What is the total amount of cements and rods requisitioned for supply to P. W. D., from the year 1966 upto June, 1968 ;

b) what was the total quantity booked in Railway and the quantity received as per R/R for supply during that period ;

c) what is extent of shortage due to loss in transit during the said period ;

d) what steps have been taken for the recovery of the shortage from the Railway Department ?

ANSWER

Hon'ble Speaker, Sir, materials for the reply of this question are under collection.

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—StarredQuestion No- 472.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 472.

QUESTIONS

1) What is the difference between Block Advisory Committee and Block Development Committee and what are the functions of these committees ?

2) are the monthly and yearly Progress Reports of Udaipur Block furnished ?

3) if so, how many Reports have been furnished during the year 1967-68 ?

ANSWER

1) Block Advisory Committee meets twice in a year and discusses about the problems towards implementation of programmes of Block and may also review the Activities. Block Development Committee is to meet once in a month and discusses the Block Programmes. Block Programmes are prepared according to the recommendation of these Committees.

2) Monthly Report relating to Block is not furnished. Quarterly and yearly reports are furnished.

3) During 1967-68, 4 nos. of quarterly reports and 2 nos. of yearly reports (Part I and Part II) have been furnished in respect of Udaipur Block.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে প্রতি ব্লকে এ্যাডভাইসরী কমিটি এবং ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে উদয়পুর ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি ১৯৬৮ সালে কতবার বসেছিল, মাস্থলী কি একবার করে বসেছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—অনারেবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৪।

প্রশ্ন

১) ডম্বুরনগর ও অম্পিনগর তহশীলাধীনে জলসেচ কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য পাওয়ার পাম্প পাওয়ার জন্য কোন দরখাস্ত এ পর্য্যন্ত সরকার পাইয়াছেন কি ?

২) যদি পাইয়া থাকেন, তবে তা সাপ্লাই করা হইবে কিনা ?

মাননীয় স্পীকার স্যার, (১) ও (২) প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৩।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৩, স্যার।

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরা সরকারের আভাংগা কৃষি ফার্ম্মে কৃষিকর্ম্ম করে এমন লোকের সংখ্যা কত ?

(খ) যদি লোক না থাকে, তবে কৃষিকার্য কি ভাবে চলে ?

উত্তর

১। (ক) সরকারী কর্ম্মচারী ৩ জন। এ ছাড়া দৈনিক মজুরীতে মজুর ও যখন যাহা প্রয়োজন তাহা নিয়োগ করা হয়।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, যে আভাংগা কৃষি ফার্ম্মে কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—খারিফ, রবি, আউশ পেডি, আমন পেডি, জুট সীডস, মাষ্টার্ড, তিল, ধনিচা, সাজাবাম, অরহর, গ্রাউণ্ড নাট ইত্যাদি।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, যে আভাঙ্গা কৃষি ফার্ম্ম কোন সনে স্থাপিত হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—আই ওয়াণ্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, যে এই পর্য্যন্ত আভাঙ্গা কৃষি ফার্ম্মে কৃষিজাত শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ধান কত উৎপাদন হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—আউশ পেডি ১৯৬৬-৬৭ সালে পার হেক্টর অব প্রডাকশান ইন, কে, জি. ১,৪৫১.০৬ কে, জি।

in 1967-68 ১,১১৬.৭ কে, জি।

in 1968-69 ১,১৩৪.৫ কে, জি।

আমন পেডি— ১,২১৫.১ কে, জি in 1966-67
৯১৬.৭ কে, জি in 1967-68
৯০৪.৯ কে, জি in 1968-69

জুম— ২৬,১৬৩.১ in 1966-67
২১৭.৩ in 1967-68
১৮৫.৯ in 1968-69

মাষ্টার্ড— ৪৩৮.১৯ কে, জি, ১৭৫ গ্রাম।

ধনিচা— ৭৫ কে, জি।

ধনিচা সীড্স— ৪০ কে, জি।

পি (মটর) ৭৫ কে, জি।

অরহর— ৩০ কে, জি।

ব্ল্যাক গ্রাম— ৫০ কে, জি।

গ্রাউণ্ড নাট—১৯৬৭-৬৮ সালে—১৩৮ কে, জি।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এর উৎপন্ন মূল্য খরচের তুলনায় পর্য্যাপ্ত কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট, স্যার।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে এই কৃষি ফার্ম্মে স্থায়ী কর্ম্মচারী বাদে বছরে কতজন লেবার নিয়োগ করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পার কুইন্টাল ধান উৎপন্ন করতে কত টাকা খরচ করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নটা রিলেভেণ্ট কিনা ? যদি রিলেভেণ্ট হয়, তাহলে তিনি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নিতে পারেন, কিন্তু আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলে প্রশ্নটাকে avoid করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলে তিনি সময় চাইছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সময়ের একটা টারগেট থাকা দরকার। সব সময়েই শুধু ডিমাণ্ড নোটিশ বলছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সরকারী কৃষি ফার্ম্মের কোন আয় ব্যায়ের হিসাব আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—নিশ্চয় আয় ব্যায়ের হিসাব আছে।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—যদি থাকে, তাহলে কোন বছরে কত টাকা আয় বা ব্যয় হয়েছে তা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ, স্যার।

Mr. Speaker :—That should be a separate question. Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 329.

Shri S. L. Singh :—Question No. 329 Sir.

প্রশ্ন

১। পূর্ব্ব বগাফার জমিতে জলসেচ করার উদ্দেশ্যে যে পাম্প মেসিন স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা শেষ করার নির্দিষ্ট তারিখ কত ?

২। বর্ত্তমানে উক্ত মেসিন স্থাপনের কাজ বন্ধ কেন ?

৩। কবে পর্য্যন্ত মাঠে জল সেচ করা যাইবে বলিয়া মনে করেন ?

উত্তর

২। বর্ত্তমানে কাজ বন্ধ নহে।

৩। আগামী ৩।৪ মাসের মধ্যে জল সেচ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Shri Naresh Rai :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই পাম্প মেশিনের সাহায্যে কতটুকু জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে।

Shri S. L. Singh :— The work of the Lift Irrigation Scheme for East Bagafa was not stopped but temporarily suspended for want of electric motor and other accessaries which have to be imported from Calcutta. These could not be transported in time due to communication difficulties in

West Bangal during the last flood. The seheme is expected to be in operation within three or four months, as soon as the electrical energy is available. About two hundred acres of land is expected to be irrigated by this scheme.

শ্রীনরেশ রায়:— এই জলসেচের ফলে আমরা এই জমিগুলিতে অতিরিক্ত কত পরিমাণ ফসল পাইতে পারি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, উক্ত কাজের অগ্রগতি কতটুকু এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ওয়ন্ট নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই মেশিন স্থাপনের কাজ কখন আরম্ভ হয়েছিল ?

Shri S. L. Singh :— The work was started on 28.12.67.

Mr. Speaker :—Shri Nishikanta Sarker.

Shri Nishikanta Sarker :— Question No. 426.

Shri S. L. Shingh :— Question No. 426 Sir.

প্রশ্ন

১। আগরতলা সাব্রুম ও আগরতলা সোনামুড়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফরেষ্ট কর্ত্তৃক যে সমস্ত বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল রাস্তার প্রয়োজনে এই রোপিত বৃক্ষ কি পরিমাণ কাটা পড়িতেছে ?

২। প্রতি গাছে কত খরচ হইয়াছিল ?

উত্তর

১। ২৩টি

২। গড়ে টাকা—৩·৫০

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এই রাস্তার পাশে যেসব গাছ লাগান হয়েছিল, পূত বিভাগথেকে কত ফুট বাই কত ফুট এ্যাকয়ার করা হয়েছিল এবং সেই গাছগুলি এ' এ্যাকুয়ার্ড ল্যাণ্ডের মধ্যে লাগান হয়েছিল কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে যে তেইশ গাছ কাটা পড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, সেই গাছগুলি কোন রোডের উপর বলবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ১নং প্রশ্নে আছে আগরতলা সাব্রুম ও আগরতলা সোনামুড়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফরেষ্ট কর্ত্তৃক যে সমস্ত বৃক্ষ রোপন করা হইয়াছিল রাস্তার প্রয়োজনে এই রোপিত বৃক্ষ কি পরিমাণ কাটা পড়িতেছে ? তার উত্তরেই বলা হয়েছে ২৩টি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এখানে যে কথা দিয়েছেন, ইহা কোন খাতায় উনি দিলেন জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে তথ্য আমার হস্তগত হয়েছে সেই তথ্য আমি হাউসে পরিবেশন করেছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— এই যে গাছ প্রতি ৩৫০ টাকা খরচ হয়েছে, সেটা কি কি বাবদ খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— লেবার আছে, বেঁড়া আছে, চারা আছে, সীডস্, ল্যাণ্ড এই সমস্ত মিলিয়েই ধরা হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ভবিষ্যতে আরও এইরকম কত বৃক্ষ কর্ত্তন করা হবে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— রাস্তার যদি আরও উন্নতি করা হয়, নেশানাল হাই ওয়ে আমরা করতে পারি, তাহলে রাস্তার উভয় পার্শ্বের সমস্ত বৃক্ষ কর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীনরেশ রায় :— এই বৃক্ষ কর্ত্তনের ফলে যে ক্ষতি হল, এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ইহা ক্ষতি নহে। যখন কোন রাস্তা করা হয়, তখন বৃক্ষাদি কাটা পড়ে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, খরচার যে হিসাব তিনি দিলেন। সেখানে এষ্টাবিষ্টমেন্ট কষ্ট ধরা হয়েছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি আগেই বললাম, যে এর মধ্যে অর্গেনাইজেশানও আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এই বৃক্ষগুলি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কত লোক নিযুক্ত আছে এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— এই বৃক্ষ রোপনের কত বছর পর এই গাছ কর্ত্তন হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— কোয়েশচান নাম্বার ৫৩৩ স্যার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : — কোয়েশচান নাম্বার ৫৩৩ স্যার।

QUESTION

a) Whether a road from Simnacharra Colony to Khengra Bari under P. W. D. Division No. IV will be constructed in the current financial year.

ANSWER.

a) No. Survey operation for construction of road from Simnacharra T. E. to Khengra Bari via Shatchari has already been started out of which survey operation for first two miles has been completed and the survey work for the remaining portion is being progressed. If fund permits, the road is proposed to be taken up during the 4th Five Year Plan Period.

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 540.

Shri S. L. Singh :— Question No. 540 Sir.

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক পরিকল্পনায় বাঁধের ফলে শর্ম্মা এবং বাইমা ইত্যাদি এলাকার মোট কত পরিমাণ জমি জলমগ্ন হবে এবং মোট কত পরিবার উচ্ছেদ কিংবা affected হবে ?

২। যে পরিমাণ পরিবার উচ্ছেদ হবে তাদের বিকল্প জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার রাজ্য সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং কবে পর্য্যন্ত পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১। মোট কত ভূমি জলমগ্ন হবে বা কত পরিবার উচ্ছেদ বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাহা জরীপ কার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। জরীপ কার্য্য এখনও চলছে।

২। এইরূপ একটি পরিকল্পনা রচনা করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

৩। ২নং উত্তরে উল্লিখিত পরিকল্পনা রহিত হওয়ার পর ইহা স্থিরিকৃত হইবে।

The exact area can not be stated until survey work of the Project area is completed. Similarly the exact number of persons or family likely to be displaced can not be stated unless survey work is completed. The information so far gathered indicated that about 2,854 families will be affected. There is a provision of Rs. 30 00,000/- in the Project estimate for payment of compensation to them. There is no provision in the estimate for rehabilitation of the persons who are likely to be displaced from the project area.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সার্ভের কাজ কবে আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রী এস, এল. সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

Mr. Speaker :— Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra kr. Majumder :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 543.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker Sir, Question No. 543.

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরার সীমান্তে বা সীমান্ত সংলগ্ন এমন কতগুলি ফসলোপযোগী জমি আছে কি না, ভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক চুরি হইবার বা ছিনাইয়া লইয়া যাইবার আশংকায় ঐ সমস্ত জমিতে ফসল করা যায় না ?

(খ) যদি এইরূপ জমি থাকে তাহা হইলে ঐ সমস্ত জমির পরিমাণ ?

উত্তর

(ক) ও (খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker :— Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Ch. Datta :— Mr. Speaker. Sir, Question No. 562.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, Question No. 562.

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরায় বাস ষ্ট্যাণ্ড (বাস সাধারণতঃ যেসব স্থানে প্রত্যহ কিছুকালের জন্য থামে) গুলিতে কোন প্রস্রাবাগার বা পায়খানা আছে কিনা ?

(খ) না থাকিলে, এই বাস স্ট্যাণ্ডগুলিতে সত্বর এই ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ?

উত্তর

(ক) ত্রিপুরায় অল্প সময়ের জন্য প্রায়ই বাস থামে। অতএব সমস্ত জায়গাতে প্রস্রাবাগার তৈরী করার পরিকল্পনা অসম্ভব।

(খ) সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেছেন।

শ্রীসুনীল দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি প্রস্রাবাগার বা পায়খানা না থাকার জন্য প্রতিদিন ত্রিপুরার হাজার হাজার যাত্রী অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে বলা হয়েছে যে বাস যেসব স্থানে প্রত্যহ কিছুকালের জন্য থামে। কিছুকালের জন্য যেসব জায়গাতে থামে সে সমস্ত জায়গাতে প্রস্রাবাগার তৈরী করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব যে সমস্ত জায়গাতে বাস ষ্ট্যাণ্ড থাকে সেই সমস্ত জায়গাতে এইসব তৈরী করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি !

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত– লেট মি ক্ল্যারিফাই। আমি পরিষ্কার বলেছি, ব্রেকেটের ভিতর দিয়েছি বাস সাধারণতঃ যে সব স্থানে প্রত্যহ কিছুকালের জন্য থামে। এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট কোন বাস ষ্ট্যাণ্ড সরকারের তরফ থেকে নাই। কতগুলি জায়গাতে প্রত্যহ রেগুলারলী, যেমন মনু, কুলাই, ডলুবাড়ী এসব স্থানে যে বাস স্ট্যাণ্ড আছে সেইসব স্থান মিন করেছি। আমার প্রশ্ন পরিস্কার।

শ্রী এস, এল, সিংহ—'কিছুকাল' যে কি স্যার এটার ডেফিনিশানটা পেলে আমার পক্ষে অত্যন্ত হেলপফুল হবে টু গিভ দি রিপ্লাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—সে উত্তরটাই আমি চেয়েছি অনারেবল স্পীকার স্যার, যে যেখানে কিছু সময়ের জন্য বাস থামে সেই সকল বাস স্ট্যাণ্ডে সরকার প্রস্রাবাগার করবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমিও আমার বক্তব্য রেখেছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ত্রিপুরায় কতগুলি বাস স্ট্যাণ্ড আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কিছুকালের জন্য থামে এইরকম বাস স্ট্যাণ্ড কতগুলি আছে বলা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—বেশীকালের জন্য থামে এই রকম কতগুলি বাস স্ট্যাণ্ড আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—অনুমান তিনশত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—সেইসব বাস স্ট্যাণ্ডে প্রস্রাবাগার কয়টি আছে ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ— এখনও আমরা করে উঠতে পারি নাই। তবে Govt. is considering the implementation of a Road Transport Corporation during the Fourth Five Year Plan. All possible ammenities for travelling passengers will be taken into consideration at the time of implementation of Road Transport Corporation.

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান— আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এবং আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ জায়গার মধ্যে প্রস্রাবাগার বা পায়খানা আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আমি আগেই বলেছি যে গভর্ণমেণ্ট একটা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন করার কথা চিন্তা করছেন ফোর্থ প্ল্যানে। কাজেই এখন কিছুই করা হয়নি। এই কর্পোরেশন গঠন করার সময়েই এইসব বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের প্রথমটা অত্যন্ত লম্বা টাইম। আমি জানতে চাই আগামী বছরই এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করা যাবে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফোর্থ প্ল্যানের কথা বলাই হল। যদি ফোর্থ প্ল্যানে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ না হয় তা হলে পরে এই প্ল্যানেও হবে কি না সন্দেহ। এই জন্য বললাম যে আমাদের রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন করার একটা পরিকল্পনা আছে এবং সেটা হয়ে গেলে আমরা এই সমস্ত কাজগুলি করতে পারব বলে আশা করি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মোটরগুলি থেকে সরকার যে কর আদায় করেন সেই করের টাকা থেকে কিছু টাকা যাত্রীসাধারণের জন্য ব্যয় করা সম্ভব কিনা এই বাবতে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—এটা রাজস্বের আয়। রাজস্বে গেলে পরে সেই আয়ের মধ্যে থেকে কোন কিছুই করার সম্ভাবনা নেই। সেজন্যই আমি চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কথা হাউসের সামনে বলেছি।

শ্রী বি, দাস—বাস ষ্ট্যাণ্ডগুলিতে কিছুকালের জন্য বাস থামে। যাত্রীরা সেখানে সেই কিছুকালেই থাকে না। অনেকক্ষণ আগে থেকেই অপেক্ষা করেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— সেটা আমার বলা সম্ভব নয়। কোন্ কোন্ জায়গায় কতক্ষণ যাত্রীরা থাকে সেটা আমি বলতে পারি না।

শ্রী বি, দাস—বাস স্ট্যাণ্ডে যাত্রীরা বেশ খানিকক্ষণ আগে থেকেই অপেক্ষা করেন, না হলে সময় মত বাস নাও ধরতে পারে। কাজেই সেখানে প্রস্রাবাগার বা পায়খানা না থাকাতে যত্রতত্র তারা পায়খানা করছে, প্রস্রাব করছে। এইকথা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আমরা জানি মানুষের লজ্জা সরম বলে একটা জিনিস আছে। অতএব এইরকম সিচুয়েশনে যত্রতত্র পায়খানা করার নজীর মনুষ্য সমাজে আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে এবং বটতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে পায়খানা এবং প্রস্রাবাগার আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে আছে, বটতলায় নেই।

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Starred Question No. 566,

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 566.

প্রশ্ন

১। হাওড়া নদীর উপরেব ক্যারমাইক্যাল ব্রীজটি অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে কি ?

২। অনতিবিলম্বে ইহাকে (উক্ত ব্রীজটি) নিকটস্থ কোন এলাকায় হাওড়া নদীর উপর পুনঃ সংস্থাপন করিয়া জনসাধারণের যাতায়াতের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কি ?

৩। উক্ত ব্রীজটিকে জিরানীয়া ব্লক এলাকায় হাওড়া নদীর উপর রাণীরগাঁও জারুলবাছাই রাস্তায় পুনঃসংস্থাপন করিবার জন্য কাহারোও কাছ হইতে আবেদন পাওয়া গিয়াছিল কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। এই বিভাগ অবগত নহেন, তবে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে একটি প্রাইভেট মেম্বারস রিজোলিউশান আছে।

"A Survey report of the old Carmaical Bridge over river Howrah is pending with the Government of India for according of sanction. The bridge will be disposed of by calling of tenders or dismentalled departmentally as the case is found economic. In case the bridge is dismentalled departmentally the possibility of use of the upper structure of the bridge in any other place will be examined".

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়াছেন ২নং প্রশ্নের 'না' এবং বলেছেন যে একটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই—সাপ্লিমেন্টারীতে উনার কাছে জানতে চাই যে কোন লোক বা সংস্থা এই ব্রীজকে হাওড়া নদীর উপরে অন্য কোন জায়গায় কাজে লাগাবার জন্য কোন অবেদন করেছিলেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আমি বলেছিলাম যে পি, ডব্লিও, ডি, এটা অবগত নহেন, তবে এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে একটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬১৪

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৪।

প্রশ্ন

১) বনজ সম্পদের উপর (বাঁশ, ছন, কাঠ প্রভৃতির) মাশুলের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা ?

২) করা হইয়া থাকিলে, কোন্ ভিত্তিতে করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) কাঠ ও অন্যান্য বনজ বস্তুর বর্দ্ধিত মুল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া।

The rate of royalty on forest products was never enhanced since 1951. The same royalty which was enforced during the Maharaja's Regime was continued upto the introduction of the new royalty in the November, 1968. The prices of the commodities, timber and other forest products has increased by the extent. It is therefore, considered necessary to enahance the rates of forest products keeping inview the market value and also take into consideration of prevailing rates in Assam.

Mr. Speaker :—Shri Monomohan Ded Barma.

Shri Monomohan Deb Barma:—Starred Question No. 623

Shri S. L. Singh (Chief Minister) ;—Starred Question No. 623

QUESTION

1. Whether any attempt has been made for Boro-Paddy cultivation during this Boro-cultivation season (69) ;
2. Whether any irrigation bund has been constructed for the purpose ;
3. if so, no. of bunds and financial implication therefor ?

REPLY

Hon'ble Speaker, Sir, information is under collection.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 429

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Starred Question No. 429

QUESTION

a) Is the work of constructing the road from Pecharthal to Machmara completed ?

b) what is the number of S.P. T. bridges constructed in this road ;

REPLY

a) No.

b) One.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয়, জানাবেন কি যে এই রাস্তার কাজ কখন আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :-There is a katcha road. This road was opened for traffic and jeeps during the year 1967-68 by providing temporary bridges. In the last monsoon the temporary bridges were washed away and this road was repaired again and opened for the traffic and jeeps.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. এই রাস্তা হয়ে গেলে গভর্ণমেন্ট অফিসার বা মিলিটারীর পক্ষে ২০ মাইলের রাস্তা ৫ মাইল কিভাবে করা সম্ভব হবে এবং এতে গভর্ণমেন্টের খরচ কমবে ছাড়া বাড়বে না, সুতরাং এই রাস্তা না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—না হওয়ার ত কোন পরিকল্পনা নাই। An estimate for the construction of S. P. T. bridges amounted to Rs. 60,000/- was sanctioned in September, 1957. 6 S. P. T. bridges were provided along with this road. Tender for the S. P. T. bridges was called for repeatedly from the February, 1968 but there is no favourable response from the contractors. One out of the six S, P. T.bridges was taken up departmentally and completed recently. Tender for the remaining 5 nos. of bridges has again been called for at the cost of Rs. 16,200/- departmentally. The allignment has been completed and an estimate of the said road as prepared and proposed to be taken up if the sanctioned fund is available during the 4th 5 year plan has been made.

Mr. Speaker :—Shri Khitish Ch. Das.

Shri Khitish Chandra Das :—Starred Question No. 325

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Starred Question No. 325

প্রশ্ন

২) মাণিকভাণ্ডার হালাহালি, সালেমা কুলাই প্রভৃতি বাজারে ১৯৬৭-৬৮ইংতে ইলেকট্রিফিকেশন হইবে কিনা ?

২) যদি না হয়, তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১ ও ২। ১৯৬৭-৬৮ইং আর্থিক বৎসরের বহু পূর্ব্বে কাজ শেষ হইয়াছে। আমবাসা এবং কমলপুরের মধ্যে ১১ কে, ভি, পাওয়ার লাইন চালু করার জন্য বিভাগীয় অনুমোদন চাওয়া হইয়াছে। অনুমোদন পাইলে সেলেমা এবং কুলাই বিদ্যুতান্বিত হইবে। মাণিকভাণ্ডার ব্লক সাপ্লাই স্কীমের ২য় পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ৪র্থ পরিকল্পনা কালে তাহা রূপায়িত হইতে পারে, ব্যয়ের তুলনায় আয়ের স্বল্পতা হেতু হালাহালিতে বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৯।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিস্টার) : —স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৯

প্রশ্ন

১) উদয়পুর—শালগড়া তহশীলাধীন হদ্রা—শীলাঘাটি বাঁধ (গাঙ্গাইল) কোন সনে আরম্ভ হয় ?

২) কত টাকার এষ্টিমেট ছিল এবং কার্য্য শেষে মুলত কত টাকা ছিল ?

উত্তর

১) ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর মাসে।

২) ৪,৪৫,৫০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুর হইয়াছে। কাজ এখনও চলিতেছে, সুতরাং কাজের মুলতঃ খরচ কত সে প্রশ্ন এখন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার : —মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয়, বলবেন কি এই কাজটা শেষ করবার টার্গেট টাইম কতদিন ছিল ?

Shri S. L. Singh :—The scheme comprises of acquisition of land, earthwork, construction of two sluice pipes and construction of one out flow sluice gate. 90 percent of the earth work has been completed and the balance is expected to be completed by June, 1969. One, out of two sluice pipes has been completed. Remaining one did not require to be executed. Detail estimate and design for the out flow sluice gate on Silaighatichhera has been prepared and it is under scrutiny. This work will be taken up after the estimate is technically sanctioned. As the nature of the work is complicated, this will take time. The expenditure incurred upto December, 1968 is Rs. 1,38,00/- against total sanctioned amount of Rs. 4,45,500/-.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চেয়েছিলাম টেণ্ডার যে call করা হয়, তার একটা টাইম থাকে, সেটা কত দিনের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সমস্ত স্কীমটা সম্পর্কে এখানে বললাম এবং একথাও বলেছি যে—as the nature of the work is complicated, this will take time.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এখানে ল্যাণ্ড একুইজিশান এর কথা বললেন, এই ব্যাপারে কতজন কৃষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ল্যাণ্ড একুইজিশানের ব্যাপারে এই পর্যন্ত কোন টাকা ব্যয় করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে কাজটা ডিসটিবিউট করা হল. সেটা কত পার্সেণ্ট এবারএ দেওয়া হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল লিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪ স্যার।

QUESTION

1) Wheather the black topping of Agartala-Simna Road from 23 miles 4 furlongs to 29 miles will be started in the current financial year ?

ANSWER

No. This work proposed to be taken up at the later stage of the Fourth Five Year Plan if the fund permits.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 550.

প্রশ্ন

১। অমরপুর থেকে নূতন বাজার যাওয়ার পথে কাউমারা গোমতী ঘাটে এবং নূতন বাজার থেকে বর্ত্তমান প্রজেক্ট অফিসে যাওয়ার রাস্তায় গোমতী নদীর উপর পাক্কা পুল না থাকার দরুন ডুম্বুর পরিকল্পনার কাজ রীতিমত ব্যাহত হচ্চে ইহা রাজ্য সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কিনা ?

২। যদি অবগত থাকেন এই পুল দুইটি করাতে রাজ্য সরকার গরিমসি করছেন কিনা ?

উত্তর

১) পুল দুইটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন ; তবে পুলের অভাবে উমানে ডুম্বুর পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হইতেছে না।

খ) গড়িমসি করা হইতেছে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর রাখেন কি, বর্ষাকালে ঐ পুল দি কোন ট্রাক মাল বোঝাই করে পার হতে পারে না, তার ফলে অনেক কাজকর্ম সেখানে আট পড়ে আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—বর্ত্তমানে এই অবস্থা নেই, আগে ছিল। এখন বর্ষাকালেও পা করতে পারে। ফ্লাড হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননায় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ষাকালে লোডে ট্রাকগুলি কিভাবে পার করা হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আনলোডেড করে ফেরী দিয়ে পার করা হয় আবার লোডে অবস্থায়ও ফেরী দিয়ে পার করা হয়। ইট ডিপেণ্ডস আপন দি লোডিং কেপাসিটি অব ফি ফেরী।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, গত বর্ষাকালে গোমত হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টর বহু ভারী ভারী মেশিন ও জিনিসপত্র কাউমারা ঘাটে পার হতে পারায় বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—বৃষ্টিতে ভিজে অনেক মেশিন নষ্ট হয়েছিল, এই বিষয়ে আমি অবগত নহি।

Mr Speaker : —Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri Sunil Chandra Datta :—Question No. 563.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার বাস সার্ভিসগুলির কোন সময় নির্ঘণ্ট আছে কি ?

খ) থাকিলে এই সময় নির্ঘণ্ট বাস সার্ভিসগুলি মানিয়া চলে কিনা।

গ) সময় নির্ঘণ্ট মানিয়া চলার জন্য কোনও বেসরকারী বা সরকারী তদারকী ব্যবস্থ আছে কিনা ?

উত্তর

ক) আছে।

খ) যতদূর সম্ভব মানিয়া চলা হয়।

গ) আছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, এই যে সময় নির্ঘণ্ট ইহা নাইনটি পার্সেণ্ট বাসের মালিক, ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার মেনে চলেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে যতদূর সম্ভব মেনে চলা হয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ইহা কি সত্য, পাঁচ ঘণ্টায় যে পথ অতিক্রম করা যায়, ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টারের গাফিলতিতে সেই পথ অতিক্রম করতে ১০।১২ ঘণ্টা লেগে যায় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অনেক সময় তা হয়, আবার অনেক সময় তা হয় না। ইট ডিপেণ্ডস আপন দি মেশিন। মেশিন মে বিকাম ডিস অর্ডারড এ্যাট এনি টাইম।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—সরকারী কি কি তদারকী ব্যবস্থা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস- এল, সিংহ :—পুলিশি ব্যবস্থা আছে, ট্রানসপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীরা আছেন এবং তারা সেইসব বিষয়ে তদারকী করে থাকেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অনারাবেল মিনিষ্টার, টাইম সিড্যুল মেনে চলা হয় কিনা সেটা দেখা পুলিশের ডিউটি নয়, সে কথা কি সত্য ?

Shri S, L. Singh—According to Motor Vehicle rules, Traffc Inspectors are deputed there to check all these things regularly.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—চলতি বৎসরে আজ পর্য্যন্ত এইরকম ক্ষেত্রে কোন ড্রাইভারের প্রতি বা মালীক'এর প্রতি কোন শাস্তি বিধান হয়েছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 615.

Shri S. L. Singh—Question No. 615, Sir.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মোট Forest Reserve এর পরিমাণ কত বর্গমাইল ?

২) ইহা ত্রিপুরার বর্ত্তমান আয়তনের শতকরা কত ভাগ ?

উত্তর

১। নির্দ্ধারিত ১৫০০ বর্গ মাইলের মধ্যে এপর্যান্ত ৯৫৩.১০ বর্গ মাইল রিজার্ভ করা হইয়াছে।

২। ৩৬'৪ ·/. এর মধ্যে ২৩.১৬ ·/. রিজার্ভ করা হইয়াছে।

Mr. Speker :—The question hour is over. There are 17 Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Uustarred Questions and the Starred Questions which are not answered.

Shri Aghore Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, a point of order. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু সময় আগে বললেন যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ এর অর্থ সময় চাওয়া। অর্থাৎ মিনিষ্টার সময় চান। আমার বক্তব্য হল অ্যাসেম্বলী সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত ডিমাণ্ড নোটিশ চেয়ে পরবর্ত্তী সময়ে অ্যাসেম্বলীতে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা ? কিন্তু আমি জানি এই ডিমাণ্ড নোটিশ যতগুলি চাওয়া হয়েছে তার একটারও উত্তর দেওয়া হয়নি।

Mr. Speaker :—I shall give you information later on.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতগুলি প্রিভিলেজ মোশন দিয়ে ছিলাম, এটা সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোন জবাব পাইনি।

মিঃ স্পীকার :—আমি আগেই বলেছি পরে দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আর একটা বিষয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সেসনে আগে আমি অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনের একটা নোটিশ দিয়েছিলাম। সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহো অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে।

Mr. Speaker :—When I have refused my consent on the motion I thin Hon'ble Member knows it well that there is no scope of discussio on this subject.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে বাধ্য যে আমর বিরোধী পক্ষে মাত্র তিনজন আছি। অ্যাসেম্বলীর মধ্যে যদি আলোচনার জন্য কোন কি তুলতে হয় তা হলে কম পক্ষে তিনজনের দরকার। কাজেই অ্যাজোর্ণমেন্ট মোশন আ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। যদি আর্জেন্ট মোশন আলোচনা করতে হয় ত হলেও আমাদের তিনজন দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্ত কিছু জানার পরে আজকে এই সমস্ত আলোচনার জন্য দেওয়া হয় নি।

Mr. Speaker .—I have refused my consent on this motion.

Shri Aghore Deb Barma :—

(Interruption)

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to take his seat. have already refused my consent on this motion. (Interruption) Thi portion will be expunged from the proceedings.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট অ অর্ডার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ডিসিশন ক্যান নট বি চ্যালেন্‌জড। এরপ মাননীয় সদস্য যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছেন আমি আশা করি সেটা প্রসিডিংস থেকে একস্‌পা করা হবে।

Mr, Speaker :—I have already ordered.

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEES ;

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the Presentation of the Reports of the Committees ;—

(i) COMMITEE ON PUBLIC ACCOUNTS :—

Mr. Speaker :—I would call on Shri Upendra Kr. Roy, Chairman Committee on public Accounts to proceed to present before the House th FOURTH REPORT of the Committee on Public Accounts.

Shri U. K. Roy—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Fourth Report of the Committee on Public Accounts.

(ii) COMMITTEE ON ESTIMATES

Mr. Speaker—I would call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman, Committee of Estimates to proceed to present before the House the Fourth Report of the Committee on Estimates

Shri Sunil Chandra Datta—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to present before the House the Fourth Report on the Committee on Estimates.

(iii) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE :

Mr. Speaker—I would call on Shri Benode Behari Das, Chairman; Committee on Absence of Members from the Sittings of the House to proceed to present before the House the Ninth Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House

Shri Benode Behari Das—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Ninth Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

Mr. Speaker—The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in its Ninth Report has recommended that leave of absence be granted in respect of Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A, for a period of 9 days' with effect from 19th August to 27th August, 1968. The Member is being informed accordingly.

Members are requested to collect their copies of the Reports from the Notice Office of this Secretariat.

GOVERNMENT BUSINESS
(LEGISLATION)

Mr. Speaker—Next item in the List of Business, the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh—(Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Plant Diseases and pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969).

Mr. Speaker—Now, the question before the House is that rhe Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge for leave to introduce the Tripura Plant Diseases and Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No Voice)

I think, AYES have it. AYES have it, AYES have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

Secretary—A BILL to provide for the prevention of the introduction into or spread or re-appearance in; the Union Territory of Tripura of Plant Diseases, Plant Pests, plant parasites and noxious weeds and for matters connected therewith.

Mr. Speaker - I would call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion to introduce the Tripura Plant Diseases and Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Tripura Plant Diseases and Pests Bill, 1969 (Bill No.1 of 1969).

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Tripura Plant Diseases and Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) be introduced.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

I think 'Ayes' have it.

'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) is introduced.

Members are requested to collect their copies of the Bill from the NOTICE OFFICE of this Secretariat.

Next item in the List of Business is Private Members' Motion. Now, I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that—

"That the mismanagement in supplying Electricity in Agartala Town as is revealed from incidents of recent occurences be taken into consideration."

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিসমেনেজমেণ্ট ইন ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইন আগরতলা টাউন সম্পর্কে আমার যে মোশান আছে, সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে যে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইর যে ক্রাইসিস বা সংকট তা আজকে হঠাৎ করে সৃষ্টি হল এমন মনে করার কোন কারণ ছিল না। কারণ আমরা টি, টি, সির আমল থেকে শুনে আসছি যে অ ময়াম থেকে পাওয়ার ত্রিপুরাতে আনা হবে এবং ডুম্বুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট ইত্যাদি করার ব্যবস্থাও হচ্ছে। কিন্তু অন্য দিকে আগরতলা পাওয়ার হাউসে যে পুরাণ ইঞ্জিনগুলি আছে, ত্রিপুরার অন্যান্য পাওয়ার হাউসে যে সমস্ত পুরাণ ইঞ্জিনগুলি আছে, ডিপার্টমেণ্টাল হেড যারা তারা ভাল করে জানেন যে এই পুরান ইঞ্জিনগুলি এইভাবে চলতে থাকলে খুব বেশী দিন চলবে না। কিন্তু আসাম থেকে পাওয়ার আসা সাপেক্ষ এই ইঞ্জিনগুলি চালু করে রাখার মত অবস্থা বর্তমানে আগরতলা পাওয়ার হাউসের মেসিনগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা জানি যে এই পাওয়ার হাউসের কর্মচারীরা সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে তাদের এসব অসুবিধার সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেই সচেতন করে দিয়েছেন। এই সমস্ত ঘটনা একের পর এক হয়ে আসছে। এই সব জানা সত্ত্বেও ১৯৬৬ সাল থেকে সংকট আরও ঘণীভূত হয়ে আসছে। বর্তমানে যে সমস্ত ইঞ্জিনগুলি পাওয়ার হাউসে আছে, সেগুলি বহুদিন ধরে এভাবে চলে আসার পর যদি এগুলির কোন পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আগরতলায়

ঐ সমস্ত পার্টস পাওয়া দুষ্কর হবে। এই মিসিনগুলির পার্টস আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখা হয়নি বা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলি অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসা যাবে এরকম কোনও সম্ভাবনা নেই। অথচ সমস্ত আগরতলার মানুষ এই পুরানো ইঞ্জিনগুলি বা মেসিনগুলির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছে। যদি বা এই মেসিনগুলি হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অন্য কোন ভাবে বা কোন উপায়ে আগরতলার অধিবাসীরা তাদের সেই সুযোগ সুবিধা পেতে পারে এমন ব্যবস্থাও নেই। এই পুরান ইঞ্জিনগুলির উপর নির্ভর করেই তাদের থাকতে হচ্ছে। এটা হ'ল একটা দিক। সরকার এই সমস্ত ঘটনা বা অবস্থা জানা সত্বেও চুপচাপ, তারা কিছু করেন নি। যদি আগরতলা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই রাখতেই হয়, তাহলে নূতন ইঞ্জিন সেখানে আনা দরকার। এটা নূতন কথা নয়, এটা ৪/৫ বছর আগেই আনার প্রয়োজন ছিল, ওনারা এই প্রয়োজনটা আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু একদিকে তাদের এই অবহেলা আর অন্য দিকে মানুষ পাওয়ার সাপ্লাই চায়, কিন্তু পায় না অথচ কন্‌জাম্‌পশান ক্রমেই বাড়ানো হচ্ছে— যেমন ইদানিং ত্রিপুরার মধ্যে, কারেন্ট ইয়ারের মধ্যেই ৩টী পাওয়ার মিল অর্থাৎ গম ভাঙ্গানোর মিলের জন্য পারমিশান দেওয়া হয়েছে এবং জায়গা বিশেষ নূতন নূতন কানেকশান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগুলিকে পাওয়ারফুল করার যে দরকার, সেদিকে কর্তৃপক্ষ কোন নজরই দেন নি। ফলে পুরানো যে মেসিনগুলি আছে, তার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত তাদের বহন করতে হচ্ছে। এই পুরানো ইঞ্জিনগুলির উপর এইভাবে প্রেসার দিতে থাকলে, একদিন না একদিন এই ইঞ্জিনগুলি কেটে যেতে পারে, আগরতলা টাউনে একটা ডেডলক সৃষ্টি হতে পারে। আমি বুঝে উঠতে পারি না, এরকম অবস্থা যদি হয় তখনও কি এই ইঞ্জিন বা মেসিনগুলিকে গোঁজামিল দিয়ে চালু রাখা হবে, না, অন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে? ইদানিং কালে মেসিন ফাটার আশংকায় বাহির থেকে নুতন মেসিন আমদানি করার জন্য গভর্ণমেণ্ট এর মারফতে চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মেসিন এসে পৌছায়নি এবং কখন যে আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ইন দি মিনটাইম পুরান মেসিন ক্ষমতার অতিরিক্ত বহন করে চলছে। আজকে অনেকের নূতন কানেকশান এর দরকার, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির সুযোগ সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রে কানেকশান দেওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়না। কিন্তু আমি জানি আজকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে কেউ চায় নূতন লাইন বা কানেকশান অনেককে দেওয়া হয়না। যেমন আমি নিজেও বছর খানেক আগে এপ্লাই করেছিলাম, আমারটা অবশ্য হয়নি। কেহ কেহ অবশ্য পেয়ে থাকে যারা হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চেলাচামুণ্ডা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যদি ফোন করে বলে দেন তাহলে কানেকশান পেতে দেরী হয় না। কোন কোন অফিসার আপত্তি করেন কিন্তু তাদের তো চাকুরীর মায়া আছে, কাজেই সেখানে তাদের দিতে বাধ্য হতে হয়। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা থেকে সাধারণ মানুষ যদি মনে করে যে নিশ্চয় কিছু না কিছু ইল্লিগ্যাল ট্রেনজেকশান হয়,তবে তাদের দোষারোপ করার কিছু নেই। কিন্তু উপর তলার চাপে হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট এই ইঞ্জিনগুলির মধ্যে অসুবিধা অবহিত সত্বেও তাদের বেশ কিছু নূতন কানেকশান দিতে হয়। দেওয়াটা খুব ভাল কিন্তু অসুবিধার কথা মনে রেখে দেওয়া হচ্ছে না, অর্থাৎ এই পুরানো মেসিনগুলির উপর চাপ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে এইগুলির কখন যে কি হবে তা বলা শক্ত। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সব জেনেও

কেন যে কোন কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করেন না তার কারণ আমি জানি না। আমি দেখেছি যে রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত বাতি সেগুলি টিম টিম করে জ্বলছে, শুধু তাই নয় আজকে আমরা দেখছি যে হাসপাতালগুলিতে যে সমস্ত ইম্পরটেন্ট কাজ কর্ম্ম হয় বা সেখানে যে ব্লাড ব্যাংক আছে, ডিউ টু লেস সাপ্লাই অফ পাওয়ার সেখানে ব্লাড নষ্ট হয়ে যায়। পাওয়ার এর অভাবে ব্লাড ব্যাংকে যে ব্লাড প্রিজার্ভ করা হয় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। একথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু তা হচ্ছে। হাসপাতালে সমস্ত মেজর অপারেশন বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ইলেকট্রিক সাপ্লাই রীতিমত না থাকার দরুন। এইভাবে সমস্ত কিছুতেই একটা ডেড্‌লক এর সৃষ্টি হয় উপযুক্ত পাওয়ার সাপ্লায়ের অভাবে। মাঝে মাঝে রেডিও সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, এবং বর্ত্তমানে এটা একটা নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বাজার হাট, ব্যাবসা বানিজ্য দোকান পাট সবই এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাতে কবে একটা ডেডলক সব সময় লেগে আছে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যারা উর্দ্ধতন অফিসার বা হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বা মিনিষ্টার তাদেরকে যদি একথা জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমাদের গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিক হওয়ার কথা এটা আমরা ত্রিপুরাতে কোন সন থেকে পাচ্ছি, তারা বলবেন ১৯৭০ এ সব হয়ে যাবে। কিন্তু যারা প্রেকটিক্যাল ফিল্‌ডে কাজ করছেন তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে ১৯৭০ সালেতো দূরের কথা, ১৯৮০ সালে হবে কিনা সন্দেহ। এই হচ্ছে আমাদের বড় বড় কর্ত্তাদের বড় বড় বুলি। কিছুক্ষণ আগেও আমিও একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম কাউমারাঘাটের উপর দুইটি পুল করার সম্পর্কে যেটা নাকি গোমতী হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটা না হওয়ার ফলে সেখানে ভাড়ি ভাড়ি ট্রাক যেতে পারছে না, ফলে করিমগঞ্জ থেকে বিরাট পাথর আনে যে সমস্ত বিরাট বিরাট ট্রাক সেগুলি পার হতে পারছে না, তারজন্য কাজকর্ম্ম ব্যাহত হয়। আমাদের ত্রিপুরার আশে পাশে কোন পাথরই নেই। আজকে যদি সেখানে কাজ আরম্ভ করতে হয় তাহলে কি বর্ষা, কি শীত সবসময়েই কাজ করতে হবে। বর্ষার সময় হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে বিরাট একটা এসটাবলিসমেন্ট মেইনটেইন করা হবে, আবার বর্ষাকাল শেষ হলে কাজ আরম্ভ করা হবে, এইভাবে বহু টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে। কাজ যদি করতে হয়, কনষ্টেন্টলি সেখানে কাজ করতে হবে, কাজেই পুল সেখানে ইমিডিয়েটলি দরকার। পুলের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে ভারী ট্রাকগুলি কি করে পার করা হয়, তিনি উত্তর দিয়েছেন পুল না থাকায় সেখানে কাজের ক্ষতি হয় না। ঐ পুলের জন্য কাজ ব্যাহত হয় না। কিন্তু আজকে প্রাকটিক্যাল ফিল্ডে যারা কাজ করছেন, তারা বলেন যে পুলগুলি সেখানে এসেনশ্যাল, এই মুহূর্ত্তে পুল না হলে সেখানকার কাজ হচ্ছে না, কারণ ভারী ভারী ট্রাক সেখানে পার হতে পারছে না। যে টেমপোরারী ব্রীজ সেখানে দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে মিনিষ্টারদের গাড়ী অর্থাৎ জীপ গাড়ী পার হতে পারে, জীপ দিয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ভারী ভারী ট্রাকগুলি যাওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই পুলটা খুব বেশী দরকার। প্রশ্নোত্তরে তিনি আরও বললেন যে এই দুইটি পুল এভয়েড করার জন্য চেলাগাং টু একছড়ি ঘাট ৩৪ মাইল ঘুরে একটা রাস্তা

নাকি করা হচ্ছে। কিন্তু এই নতুন রাস্তার মাটি বসতে হয়, সেখানে অনেক ছেড়া, নদী, নালা আছে, খাল আছে সেখানে পাকা কালভার্ট করা দরকার যদি রাস্তার মত রাস্তা করতে হয়। তার জন্য সময় দরকার। এই অবস্থার মধ্যে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আগামী ১৯৭১ সনে এই প্রজেক্ট হওয়াতো দূরের কথা, আগামী দশ বছরের মধ্যে এটা হবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই, কথায় আছে বন্ধু ভাত খেয়ে যাও, ধান রয়েছে মাঠে, মাছ রয়েছে বিলে। এই গোমতী হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের বেলায়ও তাই হচ্ছে। হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট হলে ত্রিপুরায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার পাওয়া যাবে ইত্যাদি বলা হয়েছে, কিন্তু এটা এখন পর্যন্ত হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। এদিকে পুরানো যে মেশিনগুলি আছে সেগুলির উপর প্রেশার বাড়ছে, মেশিনগুলি খুবই পুরানো, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে এবং আগরতলা শহরে একটা ডেডলকের সৃষ্টি হতে পারে। উমিয়াম প্রজেক্ট যেটা আসাম থেকে আনার কথা; সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই, এখনও হয়, হচ্ছে, হবে এই শুনছি। কিন্তু বর্ত্তমানে আগরতলা শহরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের যে কেপাসিটি, তার থেকে একটা নূতন লাইনও দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তবু দিতে হচ্ছে, এর ফলে আরও ডেডলকের সৃষ্টি হতে পারে। সরকার এই সম্পর্কে ভাল করেই জানেন, তাঁরা খোঁজ খবর রাখেন না তা নয়, কিন্তু জেনেশুনেও তারা কিছু করছেন না। আজকে গোমতী প্রজেক্ট এবং আসাম থেকে উমিয়াম প্রজেক্টের পাওয়ার পাওয়া সাপেক্ষে আগরতলার ইলেকট্রিক সাপ্লাই যদি অব্যাহত রাখতে হয়, তাহলে একটা নূতন ইঞ্জিনের দরকার। একথা এখন চিন্তা করা হয়নি, অনেক আগে থেকেই সেটা করা হচ্ছে। তখন যদি এটার সুরু করা হত, তাহলে আজকে ইলেকট্রিসিটির যে ক্রাইসিস সেটা থাকত না, কাজেই এটা সরকারের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। সরকার ইচ্ছা করলে সেটা এভয়েড করতে পারতেন। কিন্তু তারা জেনেশুনে সেটা করছেন না। সেই জন্যই আমি এখানে এই আলোচনা রাখছি। ত্রিপুরা সরকার যে কতবড় অপদার্থ এটা তারই প্রমাণ। যে সমস্ত সঙ্কট দেখা দেয়, সেগুলি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। একসিডেন্টালি হয়েছে সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। এটা একের পর একটা তাদের নিজস্ব সৃষ্টি। সমস্ত ঘটনা তারা জানেন, জেনেও সেটা করে যাচ্ছেন। কাজেই আজকে ইলেকট্রিসিটির যে সংকট, তার জন্য তারা নিজেরা দায়ী। কারণ তারা জেনেও সেটা করছেন না যার জন্য শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দেখি এই ইলেকট্রিক সাপ্লাইর অভাবের দরুণ মেজর অপারেশন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিতে হয়। ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড (যেটা প্রিসার্ভ করে রাখা হয়) পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবসা বাণিজ্য - ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেইগুলির প্রতিকার করা দরকার। এই বলেই আমি আমার মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য, আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা মহাশয়, ত্রিপুরা ইলিট্রিসিটির সর্টেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমস্ত অপরাধ সরকারের ঘাড়ে ঢালার চেষ্টা করলেন। সেই সংঙ্গে বললেন সবকিছু নাকি সরকার জানতেন, জেনেশুনে তা করেন। কিন্তু আজকে যদি সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি দেখা যায় তাহলে

দেখা যাবে যে ত্রিপুরায় এই সর্টেজের একটা প্রধানতম কারণ হচ্ছে চাইনীজ এগ্রেশান। নিশ্চয়ই সরকার জানতেন না ভারতবর্ষ চীন দ্বারা আক্রান্ত হবে। চীনের সংগে ভারতের সদ্ভাব ছিল, ভারত আশা করেছিল সেটাই কনটিনিউ করবে। কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ অতর্কিতে ভারতবর্ষ চীনের দ্বারা আক্রান্ত হল। তার আগে আমরা ৫০০ শ কিলো ওয়াট পাওয়ারের একটা নূতন মেশিন আনার জন্য ফরেন্ কান্ট্রিতে অর্ডার দিয়েছিলাম। কিন্তু চাইনীজ এগ্রেশানের সময় সরকারকে নানাদিকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সচেষ্ট থাকতে হবে, সেই কারণে মেশিনের জন্য যে ফরেন একচেঞ্জ রিলীজ করা হয়েছিল সেটা ১৯৬৩ সনে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য আজকে আমাদের এখানে মেশিন পেতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য ত্রিপুরা সরকার অপেক্ষা করে থাকেননি। ত্রিপুরার যে দরকার সেটা বারবারই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে আসছেন এবং চেষ্টা করেছেন অন্য জায়গা থেকে সেটা পাওয়া যায় কি না এবং ফরেন একচেঞ্জ রিলীজ করার জন্য আবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৯৬৭ সনে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তখন ফরেন একচেঞ্জ রিলীজ করা হয় এবং যেহেতু আমাদের হার্ড কারেন্সী, অন্য দেশের সংগে লেনদেন কঠিনতম ব্যাপার এবং যেহেতু আমাদের সংগে রাশিয়ার সংগে টাকায় লেনদেন চলে, তারই জন্য রাশিয়ার নিকট দুইটি মেশিনের জন্য অর্ডার প্লেস করা হয় এবং সেই জিনিষগুলি ডিসেম্বর মাসে আসার কথা ছিল, কিন্তু এখনও সেই মাল বুক করা হয়নি। তারাও সেটা পাঠাতে পারেননি। কাজেই এই যে একটা অবস্থা এটাতো আমরা করিনি। আজকে ত্রিপুরায় যে ইলিট্রিসিটির অভাব হচ্ছে এই বিষয়ে সরকার সদা জাগ্রত। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনারা জানেন যে প্রথম পর্যায় থেকেই এটা করা হচ্ছে এবং ত্রিপুরায় এক আগরতলা ছাড়া আর কোন জায়গায় এই ইলিকট্রিসিটির বন্দোবস্ত ছিল না! কিন্তু সরকার পরিকল্পনা করে জনসাধারণকে সাহায্য করতে চায়। তারা চায় যে গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটি আসুক এবং সেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেই শুধু আগরতলার জন্য তারা চেষ্টা করেন নি। আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, বিলোনীয়া, উদয়পুর প্রভৃতি জায়গাগুলিতে ধাপে ধাপে সেই যন্ত্র খরিদ করার চেষ্টা নিয়েছেন। কিন্তু তখন দেখা গেছে প্রথম পর্যায়ে ইলেকট্রিসিটির জন্য আজ যত ডিমাণ্ড তত ডিমাণ্ড জনসাধারণের কাছে আগে ছিলনা। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল মানুষের ডিমাণ্ড যতখানি, পরিকল্পনায় যতখানি চিন্তা করা হয়েছিল তার চাইতে জনসাধারণের ডিমাণ্ড বেড়ে গেছে এবং সেটাও এই প্রমাণ করে যে, যে পরিকল্পনাই করা হোক তার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার যে অগ্রগতি যেটা সরকায় চিন্তা করেছিলেন তার চাইতে বেশী ইলেকট্রিসিটি ত্রিপুরার লোক কনজিউম করার জন্য উদগ্রীব। কাজেই এই জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই, আমরা বরং গর্বিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিকল্পনা এমনভাবে হয়েছে যার ফলে লোকের পারচেজিং পাওয়ার বেড়েছে এবং তারা মনে করে যে ইলেকট্রিসিটি আরও বেশী হওয়া দরকার। কিন্তু এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ইলেকট্রিসিটি প্রস্তুত করার যে মেসিন সেই মেশিন এখনও ভারতবর্ষে হয় নি। সেই মেশিন আমাদের বাইরে থেকে আমদানী করে আনতে হয় এবং যখনি অভাব অনুভূত হয়েছে আমরা আমদানী করার জন্য চেষ্টা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং

তার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ তারা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু যেহেতু সেই সময়ে হঠাৎ চাইনীজ আক্রমণের ফলে আমাদের অনেক জায়গায় বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে যার উপর ভারত সরকারের কোন হাত ছিল না কিন্তু যারা হিংসা পরায়ণ এবং ভারতবর্ষের অগ্রগতি পছন্দ করে না তাদের জন্যই আমরা অন্ততঃ ৫০০ কিলোওয়াট পেছনে পরে আছি। সেটা হত না যদি না এই আক্রমণ হত। আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণকে অসুবিধায় ফেলেছে বলে যারা বলেছেন তাদের যুক্তির মধ্যে কোন সারবত্তা নেই বা কোন সত্যতা এর মধ্যে নিহিত নেই। শুধু সরকারকে সমালোচনা করতে হবে সেজন্য এই কথাগুলি তিনি বলেছেন এবং কথাগুলি যে সত্য নয় সেটা তার বলার মাঝে তিনি যে বিব্রত বোধ করেছিলেন এবং সেজ্য একটু একটু কাশিও হয়েছে এবং নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেই বকে যাচ্ছেন তা প্রকাশ পেয়েছে যাই হোক বাস্তব ঘটনা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব তার মধ্যে সারবত্তা নেই এবং সরকার যে এই সম্বন্ধে সর্ব্বদাই উদগ্রীব সেটাই দেখা যাবে। আমরা গোমতীর উৎস মুখে একটা পরিকল্পনা করেছি। কিন্তু শুধু ইলেকট্রিসিটি দিলেই চলবে না তাতে যাতে সহজভাবে পাওয়া যায় তার জন্য সরকার যে উদ্‌গ্রীব সেটা দেখা যায় এবং এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে সব কাজই করতে গিয়ে কিছুটা টেকনিকেল ডিফিকালটি হয়। আমাদের ত্রিপুরায় আমাদের ইচ্ছা আছে, আশা আছে যে সব কিছুই আমরা করি। কিন্তু ত্রিপুরার ব্যাপারে বলতে হবে যে আমাদের কিছু প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্য আছে। দুঃখের বিষয় আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে এত পাহাড় আছে কিন্তু ম্যাচুরড পাথর আমাদের ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিমানে নেই এবং সেই পাথর সংগ্রহ করতে, যদি দিল্লীর মত জায়গায় ১০০ সি, এফ, টি, পাথর সংগ্রহ করতে হয় তা হলে পাথরের কোয়ালিটি অনুযায়ী ৬০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে পড়বে। আমরা যে পাথর দিচ্ছি এটাকে কোয়াই বলা হয়। তারও যে দাম তা ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত প্রতি সি, এফ, টি. পড়ে যায়। কাজেই ত্রিপুরার প্রাকৃতিক ব্যাপারে আমরা পিছিয়ে আছি বলেই সেই জিনিষগুলি হচ্ছে। আজকে গোমতীতে যে ড্যাম হচ্ছে তার টেকনিক্যাল ডিফিকালটি হচ্ছে যে আমাদের যদি যথেষ্ট সংখ্যক পাথর থাকত তা হলে এই কাজ আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারতাম। তার ব্যয়ে অনেকখানি কম হত। হয়ত নিকটে কিছু কিছু পাথর আছে, কিন্তু সেই পাথরের জল চোয়ানো রোধ করার ক্ষমতা প্রয়োজনানুযায়ী নয়। কিন্তু তারা বলছেন, কবে থেকে শুনছি সরকার শুধু করছেন। কিন্তু ভাবতে হবে যে ডুম্বুরে ছয় কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এই ছয় কোটি টাকা ব্যয় করার পর যদি পরিকল্পনা ঠিক না হয় তাহলে সেটা দুঃখের কথা। কাজেই বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা সমস্তটা জিনিষ বিবেচনা করেন। কাজেই দেখতে হবে সেই জল যদি জমে যায়, যদি আস্তে আস্তে সেই জল লোয়ার লেভেলে চলে যায় তা হলে যে উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এবং তারি জন্য অনেক বেশী পাথর দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে যার জন্য কাজ দেরী হচ্ছে। যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটা জিনিষ করা হচ্ছে সেখানে ইলেকট্রিসিটির দিক দিয়েও আমরা আশা করেছিলাম যে এর মধ্যেই বেশ কিছুটা অগ্রগতি লাভ করতে পারব এবং অনেকে বলতে পারেন যে এটা দেরী হবে জেনেও সরকার কেন ৫০০ কিলো-ওয়াটের ব্যবস্থা আগেই করলেন না। তার কারণ হল আমরা তৃতীয় পরিকল্পনায় আশা

করেছিলাম যে আসামের উমিয়াম থেকে জল বিদ্যুতের যে লাইন সেটা ত্রিপুরাতে এসে যাবে এবং তার জন্য ত্রিপুরার বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু আসাম পার্শ্ববর্তী রাজ্য হলেও নানা কারণে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিলং থেকে শিলচর পর্যন্ত লাইন টানতে হয়েছে এবং ত্রিপুরার সীমান্ত ধর্মনগর পর্যন্ত পৌছতে সময় লেগে গেছে। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সরকারের পক্ষে যেটা সম্ভব হয় সেটা সরকার বরাবরই দেখেছেন। তা ছাড়া আপনারা জানেন যে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এই ফিনানসিয়াল ইয়ারে পৌছাবার কথা আছে। কাজেই যদি ধর্মনগর পর্যন্ত এসে যায় এবং এর মধ্যে আমি বলেছি যে রাশিয়ার কাছে দুইটি মেশিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেটা তাদের ডিসেম্বর মাসে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু তারাও পাঠতে পারেন নি। সরকার জানতেন যে রাশিয়া সরকারের সংগে বা চেকশ্লোভাকিয়া সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তারা ভাল করে এই জিনিষটা তৈরী করছে। তাদের ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে কোন রকম শত্রুতা নেই তাদের নানা কারণ আছে, যারা ব্যবসা করে তারা নিশ্চয় চায় যে তাড়াতাড়ি তাদের জিনিষটা দিয়ে দেওয়া হউক। কিন্তু তাদের দেশের নানা কারণ আছে। ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের সংগে যে চুক্তি ছিল, যে কথা ছিল, আজ পর্য্যন্তও তারা সেটা জাহাজে তুলতে পারছেন না। ত্রিপুরা সরকারের নিকট কয়েকদিন আগেও যে খবর এসেছে তাতে দেখা যায় যে মালটা এখনও বুকড করা হয়নি। এতে বুঝা গেল যখন আমাদের সংগে একটা চুক্তি করেছে তাদের সেটা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, আমি তাদের উপর দোষ দিচ্ছি না কিন্তু মাননীয় সদস্য যা বললেন যে সরকার সব জেনে শুনেও এই সব কিছু করছেন--আমি বলব যে এটা সত্য নয়। সেটাই আমি আজকে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যুক্তিপূর্ণভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি। তারাও নিশ্চয় চায় যে ব্যবসা করে টাকা পয়সা পেলে তারা লাভবান হবে, কিন্তু তাদের হয়তো এই রকম একটা ডিফিকালটি আছে যে চুক্তি করার পরও সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই জিনিষটা জাহাজে তুলতে পারছেন না। এই যে অবস্থা এর জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করেছি যে কত দ্রুতভাবে ত্রিপুরাতে সেই জিনিষগুলি পাওয়া যায়। কাজেই যে কথা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে পাওয়ার সটেজ হচ্ছে কিন্তু তাকে পরিপূরণ করার জন্য সেখান থেকে যতটা চেষ্টা করা উচিত তার মধ্যে কোনও রকম বিচ্যুতি নেই। আর যখনই সেটা হচ্ছে, তার জন্য ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের কোথাও এই ধরণের কোন মেসিন তৈরী হয় না। তথাপি কোন ভাবেও সেকেণ্ড হেণ্ড মেসিন পাওয়া যায় কিনা বা ভারতবর্ষে যে সব মেসিন এসেছে অন্য কোন কাজেব জন্য, সেটা থেকেও পাওয়া যায় কি না বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। আর সেগুলি দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে সেই সেকেণ্ড হেণ্ড মেসিন যেগুলি আছে তার দাম তারা বেশী চাইছেন কিন্তু তার দ্বারা আমরা লাভবান হব না। সেই সমস্ত ব্যাপারেও খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু মেসিনের যে অবস্থা তাতে এত টাকা খরচ করে আমরা লাভবান হব না। কিন্তু আমাদেরও এটা দেখতে হবে যে আমরা জনসাধারণের টাকা ব্যয় করছি, পুরানো মেসিন কিনে যদি জনসাধারণের উপকারে না আসে তখন আবার অভিযোগ উঠবে যে লাভের জন্য সরকার একটা করছেন। কাজেই এইগুলি বিবেচনা করতে

হয়। কাজেই এই দিক দিয়ে ত্রিপুরা সরকার বরাবরই চেষ্টা করছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও চেষ্টা করছেন। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা সরকার কি ভাবে এই জিনিষটা কন্‌ভিন্‌স করার জন্য চেষ্টা করছেন। এসব কাজ যাতে তরান্বিত হয় সেজন্য পূর্বাঞ্চলে মিনিষ্ট্রীয়াল লেবেলে যে কন্‌ফারেন্স হয়, সেই কন্‌ফারেন্স ত্রিপুরাতে ইনভাইট করে আগরতলাতে হয়, এজন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ইনভাইট করে এটা করেছিলেন, তাদের কাছে আমাদের অনেক সহযোগিতার দরকার আছে। ওমিয়াম থেকে পাওয়ার আনার জন্য তারা নিশ্চয় সুযোগ সুবিধা দিবেন বলে আশা দিয়েছেন এবং তাদের কাছে, আমাদের আরও নানা অসুবিধার কথা জানানো হয়েছে, তারাও এগুলি দেখেছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেরাই কন্‌ফারেন্সের পর সেখানে গিয়ে দেখেছেন। এটা দেখলে বুঝা যায় যে ত্রিপুরা সরকার কত আগ্রহশীল। যখন যেভাবে পারা যায়, তাদের বাড়ীর সামনে এনে বুঝিয়ে দিয়ে ঐ কাজগুলি আদায় করানো যায়, তারা ত্রিপুরার জনসাধারণের সুবিধার জন্য এই কাজগুলি করছেন। কাজেই তিনি যে অভিযোগ তোলেছেন যে কাউমারা ঘাট, ধুপছড়ি ঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলিতে ব্রীজ কেন হচ্ছে না? কথাটা সত্য কথা, আবার এটাও আমাদের দেখতে হবে যে এখানে ব্রীজ ঐখানে ব্রীজ করা দরকার—এই কথাটা বলা সহজ ব্যাপার। যে তার জন্য অর্থ বরাদ্ধ আছে, কিন্তু বড় বড় ব্রাজ করা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ও জানেন, এক একটা ব্রীজ যেখানে ১৬/১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাতে যদি পরে ডিফেক্ট থাকে, তাহলে সেটা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে। তখন আবার অভিযোগ উঠবে সরকার টাকা নিয়ে এই ভাবে ছিনিমিনি খেলছেন। কাজেই আজকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই ধরণের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পূর্বে যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের অভিমত নিতে হবে। কাজেই আজকে দেখতে হবে গোমতী পরিকল্পনা ফাইন্যাল হয়েছে, অনুমান ২ বছর আগে যদি ব্রীজ করতে হয় বলার সংগে সংগে সেই ব্রীজ হয় না। সেই ব্রীজ করার আগে ঠিক করতে হবে যে সে জায়গায় জলের কি ষ্ট্রেগথ আছে, সে জায়গার মাটির গুনাগুণ দেখতে হবে, এই রকম মেজার একটার পর একটা করতে হবে। যেখানে ১৮/১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে সেখানে এই ধরনের মেজার সব সময় করতে হয়। সেজন্য এক একটা বর্ষাকাল ছেড়ে দিতে হয়। তার জন্য সেখানে বর্ষাকালে কত জল পাস করছে, সেই জলের গতি কতটা, শক্তি কতটা তার পরিমাপ করতে হয়।

(নয়েজ)

কাজেই যেখানে আমরা এত টাকা ব্যয় করব, তার থেকে যদি সেই পরিমান আর্নড না হয় তাহলে এই টাকা ইনভেস্ট করার কোন মানে হয় না। কাজেই আজকে এইভাবে টাকা ব্যয় করার আগে সেটা দেখা উচিত। যদি গোমতিতে কোন রকম হাইড্রো ইলেকটিক স্কীম না হত, তাহলে কাউমারার মত জায়গায় ব্রীজ করার আগে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, বিলোনীয়াতে ব্রীজ করার কথা, সাব্রুমে এর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা বা কৈলাশহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করার কথা এবং খোয়াইর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির

কথা। সেভাবে অন্য জায়গাতে বড় বড় শহরের যেখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং যেখানে ব্রীজের আশু প্রয়োজন আছে সেখানে ব্রীজ করার কথা, আর তা না হলে, সেখানে ব্রীজ করা হলে তখন সকলেই চীৎকার করে বলতেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ খানে ব্রীজ করা হচ্ছে। তবে মনে রাখা দরকার যে এগুলি দিনে একটা করে গড়া যায় না, সেখানে যে ড্যাম হবে তার মধ্যেও পরিকল্পনা আছে, ড্যাম করার জন্যও সেখানে পাওয়ারের দরকার আছে, না হলে ১৬।১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কোন লাভ নেই। দুইটি ব্রীজ যেখানে আছে, সেখানে হয়তো আরও ব্রীজ করতে হবে, বেশ কয়েকটিই করতে হবে, । এতে জনসাধারণের টাকা ব্যয় হবে, তাই আমাদেরও দেখতে হবে যে যাতে পাবলিকের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা না হয়। কাজেই আজকে সরকারের প্রত্যেকটা কাজ যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে বা চিন্তার সঙ্গে তাদের করতে হচ্ছে। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, সেটা যাতে সৎভাবে ব্যয়িত হয় তা দেখা দরকার এবং এই টাকা যখন ব্যয়িত হবে তখন তা যেন জনসাধারণের কাজে লাগে। কাজ করার সময় প্রথমে ছোট করে করতে হবে। তারপর অবস্থানুযায়ী তা বর্ধিত করতে হবে। আপনি যে রাস্তার কথা বলেছেন, সেটা সহজতর ভাবে করা যায় কিনা তার জন্য সার্ভে করা হয়েছে যে ফ্রম নূতনবাজার টু ডুম্বুর রাস্তার কোন দিকে রাস্তা করলে সেটা সহজতর হয়। কোন উপায়ে খরচ কম পড়ে, ব্রীজের সংখ্যা কম হয়, তা আগে নির্ণয় করতে হবে। কাজেই নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা দেখতে হয়। হঠাৎ একটা রাস্তা করে দিলাম তারপর দেখলাম যে সেটা কাজে লাগানো গেল না। আজকে অভিজ্ঞতার দ্বারা যারা শিখেছেন, যারা বিশেষজ্ঞ, তাদের শিক্ষার মধ্যে এটা আছে যে কি করে সরকারী অর্থকে ভালভাবে ব্যয় করা যায়, এবং অল্প অর্থের দ্বারা বেশী কাজ করা যায়। এই সমস্ত কারণে কিছুটা সময় লাগবে তা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। দরকারের সঙ্গে সংগেই সব কিছু হয় না। প্রথমে তার এষ্টিমেট করতে হয় এবং সরকারের কাছে সেটা পাঠান হয়, সেই এষ্টিমেট স্যাংশন হয়ে আসা কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই বাস্তব দিকটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা যখন পরিকল্পনা করি সেই পরিকল্পনাকে রূপদান করা, সেটা কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এতে সরকার বা মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কোন গাফিলতি নেই। সরকার সব সময় সচেষ্ট আছেন কি করে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি করা যায়, অগ্রগতির কাজ যাতে অব্যাহত রাখা যায়। ইলেকটি সিটির সাময়িকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা দূরীভূত করার জন্য চেস্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ মাননীয় সদস্য করেছেন তার কোন সারবত্তা নেই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে ইলেকট্রিসিটি ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় যে মোশানটি এনেছেন, এটা বর্ত্তমান

ইলেকট্রিসিটি সংকটের সময় খুবই যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেদের সার্টিফিকেট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেটা বরাবরই উনারা করে আসছেন, আজকেও করেছেন। আমি মনে করি আজকে যে ইলেকট্রিসিটি সংকট, এই যে আগরতলা শহরে বিশেষ করে গত পূজার পর থেকে আরম্ভ হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত তার সমাধানের ব্যবস্থা নেই। সমাধানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রাশিয়া থেকে মেশিন কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটা আসে নাই যার জন্য এই সংকট সমাধান করতে পারেন নি। একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে যখন কোন সংকট আসে এবং এই সংকটের সমাধানের জন্য যখন চারদিক থেকে প্রতিবাদ আসে প্রতিবিধানের জন্য, তখনই সরকার সমস্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নানা যুক্তি উপস্থিত করে সেটাকে স্তব্ধ রাখার চেষ্টা করেন। তার আগেও দেখেছি কয়েক মাস পর্য্যন্ত একদিকে ইলেকট্রিসিটির অভাব অন্যদিকে কেরোসিন তেলের সংকট চলছিল। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখব যে সেখানে একটা দুর্নীতি চলছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কানাই লাল সাহাকে দিয়ে এই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়ে তাকে বেশী মুনাফা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই সঙ্কটে পরে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছুদিন আগে যখন একটা হৈ চৈ হয়ে গেল, কিছু সংখ্যক ছাত্র তার প্রতিকারের চেষ্টা করল, তারপর সেটা খোলা বাজারে বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হল। আজকে ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারেও তাই দেখছি। এটার যদি আশু সমাধানের ব্যবস্থা না করা হয়, সঙ্কট অবসানের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে জনসাধারণের আরও দুর্গতি বাড়বে। অতি সত্বর যাতে তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য হাউসের সামনে যে মোশান এসেছে জনসাধারনের সুবিধার জন্য, হাউসের সমস্ত সদস্যের এই মোশানকে সমর্থন করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমর বক্তব্য মোশানের সমর্থনে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any Other Member.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা মহাশয় যে মোশানটা এনেছেন, সেই সম্পর্কে অনেক কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, বিশেষ করে তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অভিযোগ করেছেন যেগুলি অসত্য। আমার মনে হয় তিনি সমস্ত ব্যাপারগুলি হাউসের সামনে রেখে তার অন্তর থেকে যেটা বারবার বুঝাতে চাইছেন সেটা মুখ্যতঃ হবে যে তিনি ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট বা ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ তার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তিনি বছর খানেক আগে নাকি এই ইলেকট্রিক কানেকশানের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন সেটা নাকি এখনও তিনি পাননি, সেইজন্যই তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তার ভাষার মাধ্যমে তিনি সেটা প্রকাশ করছেন। বাস্তবিক পক্ষে

অসুবিধাগুলি যে আছে, সেগুলি দূর করার জন্য সরকার এবং মন্ত্রীমণ্ডলী সচেষ্ট আছেন এবং জনসাধারণ যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছেন না সেটা অনস্বীকার্য্য নয়, তাই বলে রাতারাতি যান্ত্রিক গোলযোগ শেষ করে চাহিদা অনুসারে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর কথা চিন্তা করা সম্ভব বলে আমি মনে করতে পারি না। কারণ—যান্ত্রিক গোলযোগ রয়েছে, উপরন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী আসামের উমিয়ম প্রজেক্ট থেকে যেটা আনার চেষ্টা করছেন, সেই বিষয়ে মাননীয় সদস্য জানেন, তিনি এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার, কিন্তু কথা হচ্ছে মন্ত্রীমণ্ডলীকে কিছু গালাগাল দিতে হবে। মন্ত্রীরা বললে নাকি কিছু কিছু কানেকশান দেওয়া হয়, এখন কথা হচ্ছে যদি আটা, ময়দা ভাঙ্গানোর মিলগুলি ইলেকট্রিসিটি কানেকশান চায় তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তা কি মাননীয় সদস্য মনে করেন না? বাড়ীতে বৈদ্যুতিকরণের কথা চিন্তা করার আগে, দেশের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে আজকে গম ভাঙ্গানোর মিল যেগুলি আছে, সেগুলিকে পাওয়ার বা ইলেকট্রিসিটি কানেকশান দেওয়ার কথা চিন্তা করা দরকার। কাজেই গোজামিল দিয়ে কতকগুলি কথা বলে তিনি হাউসকে বুঝাতে চেয়েছেন কিন্তু এটা উনার মনে রাখা উচিত, যে কোন বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে সেটা রচনাত্মক হতে হবে এবং তার যৌক্তিকতা থাকতে হবে। শুধু সময় কাটানো এই হাউসের উদ্দেশ্য নয় এবং তাঁদের এবং আমাদের সকলের চিন্তা করতে হবে যখন বক্তৃতা আমরা রাখি, ভাইটেল পয়েন্ট তার মধ্যে থাকতে হবে যাতে বাস্তবিক দেশের জনসাধারণের উপকার'এ আসে, সেইরকম কথা থাকতে হবে। ইলেকট্রিসিটি সকলেই চায়, চাবেনা কেন? ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা ধাপে ধাপে আজকে উন্নতির পথে চলেছে, এই যে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চলেছে, কংগ্রেস পরিচালিত সরকার, তারা সচেষ্ট আছেন, সরকারী কর্মচারীরা সচেষ্ট আছেন, আমরা সকলে মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষ গড়তে চলেছি। কাজেই আমাদের রাস্তা চাই, হাসপাতাল চাই, স্কুল চাই, ইলেকট্রিসিটি চাই, জনসাধারণ চাবেন না কেন? চাওয়ার তাদের অধিকার আছে, চাওয়ার প্রয়োজনীতা আছে। কিন্তু তাই চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দেওয়া কি সম্ভব? আমাদের অর্থ নৈতিক দিকটা চিন্তা করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরার বাজেট সীমিত। ত্রিপুরার আয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা কি করে সমস্ত দিক চিন্তা করে ধাপে ধাপে ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাব তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, চিন্তা করতে হবে। তাঁর যুক্তির মধ্যে রচনাত্মক কিছু নেই। সমস্ত অভিযোগগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি গোজামিল দিয়ে জাহির করতে চেয়েছেন। এই মোশানের উপযুক্ততা এবং কার্যকারীতা সম্পর্কে তিনি যা বললেন এবং যে অভিযোগগুলি তিনি এখানে করেছেন, তার বিরোধিতা করছি। এই কথা মোটামুটি হাউসের সামনে রেখে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এনি আদার মেম্বার ইন্টারেষ্টেড টু পার্টিসিপেট ইন দি ডিসকাশান?

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় যে মোশানটা হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে আমি

একথাই অনুরোধ করছি যে আজকে তাঁর যে বয়েস, তার থেকে দশ বছর আগে চলে যাওয়ার জন্য বলছি। যদি চলে যান তাহলে বুঝতে পারবেন যে সরকার আগের তুলনায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ ভাল করেছেন না অনেক পিছিয়ে আছেন। আমি জানি দশ বছর আগে আগরতলার শহরে বা পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে বিদ্যুতের যা অবস্থা ছিল, তার চেয়ে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। এছাড়া, দশ বছর আগে ছাড়া, আরও কিছু আগে সেই মহারাজার আমলে যদি ফিরে যাই, হয়তো অঘোর বাবু তখন জন্মে ছিলেন। সেই সময়ে বৈদ্যুতিক'এর গন্ধও উনার আশে পাশে ছিল না, যেখানে এখন উনি বিদ্যুতের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন এবং আশাও করতে পারেন।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The Member speaking will have the floor.

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on the Hon'ble member Naresh Roy.

শ্রীনরেশ রায় :—অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর মোশানের বিরোধীতা করে বলছিলাম যে, "অঘোর বাবু, আপনি আপনার বাল্যকালের কথা স্মরণ করুন এবং দেখুন যে ত্রিপুরার ইলেকট্রিসিটির কোন উন্নতি হয়েছে কিনা।" অঘোর বাবুর বাল্যকালে ত্রিপুরায় ইলেকট্রিসিটিতে কত লোক উপকৃত হতো এবং কি পরিমাণ ছিল এবং বর্ত্তমানে সেই ইলেকট্রিসিটি কতদূর প্রসারিত হয়েছে তুলনামূলকভাবে তা দেখার জন্য আমি অঘোর বাবুকে অনুরোধ করছি। আমার মনে হয়, যে অন্ধকারে তার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে সেই তুলনায় বর্ত্তমানে সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে ইলেকট্রিসিটির উন্নতির সাথে সাথে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে ইলেকট্রিসিটি শতগুণে উন্নতি লাভ করেছে এই কয় বৎসরের মধ্যে। যেখানে পূর্বে অন্ধকার ছিল, আলোর চিহ্ন মাত্র ছিল না সেই সব জায়গা আজ বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ঝলমল করছে। যেখানে মানুষ কোন দিন বিদ্যুৎ পাবে বলে আশা বা কল্পনাও করতে পারেনি আজ সেখানে বিদ্যুতের আলোক পৌঁছেছে। সুতরাং অঘোর বাবু আজ যে মোশান এনেছেন এই বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রগতিশীল দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেটা একটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং সুযোগ সন্ধানী বান ছোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এক কথায় ওনারা সরকারের সকল প্রকার উন্নতিমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চান। যদি সরকার কোন উন্নতি-মূলক কাজ আরম্ভ করেন এবং কাজ একটু অগ্রসর হয় তখনই তারা সুযোগ সন্ধানীবানের মত এমন সব প্রচার আরম্ভ করেন যাতে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়। এবং এই ক্ষেত্রেও আমার বিশ্বাস, সেই প্রচেষ্টা তারা গ্রহণ করেছেন।

আর একটি কথা হল বিদ্যুৎ সরবরাহে mismanagement, সেটাও সঠিক নয়। কারণ বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিষ যেটা মানুষ অপচয় করতে পারে না। যেখানে ইলেকট্রিক লাইটের প্রয়োজন সেখানেই লাইট দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে দেওয়া হয় না। মানুষও, যেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন সেখানেই নেয়। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে নেয় না। যেখানে আমরা জানি যে সারা ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মত ক্ষমতা আমাদের মেশিনের

নেই, সেক্ষেত্রে যেখানে সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে mismanagement হবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আমিও এমন কোন স্থান দেখিনি যে বিনা প্রয়োজনে কোথাও দিবারাত্রি ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে।

ডিপার্টমেন্টে যেসব দরখাস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জনসাধারণ করেছেন, সেদিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই, যে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কেন এই চাহিদা? তার কারণ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে বিদ্যুতের প্রয়োজন। এই চাহিদা সৃষ্টি করেছেন এই সরকার। কাজেই এই সরকারকে আজ ধন্যবাদই দিতে হয় যে, মানুষ যা আগে বুঝতে পারেনি, সেটা আজ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের চাহিদাকে পূরণ করার জন্য সরকার আজ সচেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার যে সকল মেশিন আছে সেগুলো অনেক পুরাতন। সেই পুরোনো মেশিন বদলাবার জন্য এবং রিপেযার করার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা প্রচেষ্টা চালিযে যাচ্ছেন। তদুপরি বিদেশ থেকে নতুন নতুন উন্নত ধরণের বেশী ক্ষমতাশালী মেশিন আনার জন্যও সরকার প্রচেষ্টা চালিযে যাচ্ছেন। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাহির থেকেও যাতে ভালো মেশিন আনা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ভালো মেশিন ক্রয় করার জন্যও চেষ্টার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। সুতরাং সরকারের দিক থেকে ত্রুটি হয়েছে বলে তিনি যে অভিযোগ করেছেন তা সত্যি নয়। আমরা জানি যে, চাইনিজ এগ্রেশনের পূর্ব্ব থেকেই ত্রিপুরার এই প্রচেষ্টা চলেছে কি করে বিদ্যুতের সরবরাহ আরো বাড়ানো যায়। সেই চেষ্টা ভারতের বাইরে রাশিয়াতেও করা হয়েছে। কিন্তু চাইনিজ এগ্রেশনের সময় ভারতের একদল লোক জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপপ্রচার চালিয়ে সরকারের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যহত করেছে। তার ফলে যে বিদ্যুতের সরবরাহ এতদিনে উন্নত হতো তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই উনি একথা আজ বলতে পারেন না যে বিদ্যুতের একেবারেই কোন উন্নতি হয় নি বা সরকার এ ব্যাপারে চেষ্টা করেন নি। যার জন্যে আমি বলেছিলাম "আপনার বাল্য বয়সের সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে বিদ্যুতের উন্নতি হয়েছে কিনা, তার সাক্ষী আপনিই স্বয়ং তা বলতে পারেন।"

এছাড়া ডম্বুর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বিদ্যুতের চাহিদা মিটানো যায় কিনা, তার জন্যে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে চলেছেন। তার জন্য যতরকমের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় তা সবই করা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও অঘোর বাবু বলেছেন যে দুটো ব্রিজ না করলে ডম্বুরের কাজ ব্যহত হবে। কাজেই তিনি জানেন যে ডম্বুরের কাজ চলছে।

শুধু তাই নয় আসাম থেকেও বিদ্যুতের সরবরাহ আনবার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে এবং সেই কাজেরও অনেকদূর অগ্রগতি হয়েছে। সুতরাং এই সব দৃষ্টান্ত দেখার পরও কি করে একজন সদস্য বলতে পারেন যে, ত্রিপুরা সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নততর করার জন্য এবং ত্রিপুরার প্রতি গ্রামে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কোন প্রকারের চেষ্টা করেন নি, সেটা আমি বুঝতে পারি না। বরঞ্চ এই কথাই চলে যে, একটা সামান্য সুযোগের সন্ধান নিয়ে

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, মানুষকে তাদের উন্নতির পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাদের যে একটা আজীবন প্রচেষ্টা, তাদের চরিত্রগত প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এটার আর কিছুই লক্ষ্য নয়।

এছাড়া আর একজন সদস্য "ধান ভানতে শিবের গীতের" মত কেরোসিন তেলের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কেরোসিন তেলের সঙ্কটের কথাটা অপ্রাসঙ্গিক, আমার মনে হয়, বিরোধী দলের সদস্য চান যে, ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে আমরা আবার কেরোসিন তেলের কুপির যুগে ফিরে যাই। সুতরাং মানুষকে যারা উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চান তারা যে কি করে কেরোসীন তেলের কুপির যুগে ফিরে যেতে চান তা আমি বুঝতে পারি না। কারণ এখানে আমরা চাই মানুষের ইলেকট্রিসিটির অভাব দূর হউক মানুষ নানা সুযোগ সুবিধা উপভোগ করুক—আলোর দিকে মানুষ এগিয়ে যাক্। কিন্তু তারা মানুষের মধ্যে অপপ্রচার চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে চান। সুতরাং এই সমস্ত কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নাই।

তাই আমি বিরোধী সদস্যের উক্তির বিরোধীতা করে একথা বলতে চাই যে, সরকার ত্রিপুরার গ্রাম গ্রামান্তরে ইলেকট্রিসিটি পৌঁছে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে তাঁরাও যেন সহযোগিতা করেন। জনসাধারণ যাতে অগ্রগতির পথে ঠিক ঠিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারেন সেই প্রচেষ্টায় তাঁদের সাহায্য করতে আমি অনুরোধ করবো। কিন্তু এই অনুরোধ তো তাঁরা শুনবেন না। অপর পক্ষে মানুষের কানে কানে গিয়ে হয়ত বা বলবেন যে, ডম্বুর প্রজেক্ট সম্বন্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বলবেন যে, তোমাদের ইলেকট্রিক বাতি দিয়ে কি হবে ওদিকে বাঁধ দেওয়ার ফলে তোমাদের সমস্ত জমি জলে ডুবে যাবে। এটা কংগ্রেস সরকারের একটা চালাকি। এক দিকে এই এসেম্বলীতে এসে বলবেন গ্রামে গ্রামে জনসাধারণকে ইলেকট্রিসিটির সুযোগ দিতে হবে, অপর দিকে ডম্বুর এলাকার জনসাধারণকে বলবেন যে, এই ডম্বুর প্রজেক্টের ফলে তোমাদের সব জমিজমা জলে ডুবে যাবে এবং অসাধারণ ক্ষতি হবে। তোমরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর। সুতরাং এই সমস্ত দুরভিসন্ধি নিয়ে মানুষ যদি কোন কাজের মধ্যে অগ্রসর হয় তাহলে হয়ত বা সাময়িক তাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হতে পারে, সমাজের কাছে কোন শাস্তি না পেতে পারে কিন্তু ভগবানের কাছে সে রেহাই পাবে না। যাতে মানুষ অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে এবং সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেজন্য সকল শিক্ষিত মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে সৎপরামর্শ দিয়ে তাদের সুপথে চালিত করা। শুধু ডুম্বুর নয় আমি জানি আসাম থেকে ইলেকট্রিসিটি আনার জন্য যে সব পিলার টিলা জমিতে বসানো হয়েছে সে সম্বন্ধে অপপ্রচার করে বলেছেন যে এই পিলার জমিতে বসালে তোমাদের ক্ষতি হবে, এগুলো তোলে দাও। শুধু পিলারের বেলাতেই নয়। রাস্তা, ঘাট, পুল ইত্যাদি করার ব্যাপারেও একদল লোক অপপ্রচার চালিয়ে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এমন ঘটনাও বিরল নয়, যে হয়ত বা একটা পুল করে দেওয়া হল এবং তারপর সেই পুলের পিলার গুলোর নীচে এমনভাবে গর্ত্ত করে দেওয়া হল যাতে পুলটা ভেঙ্গে যায়।

সুতরাং একদিকে সরকারের সমস্ত উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করবেন, অপর দিকে সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার করে জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করবেন। এইরকম দুরভিসন্ধিমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে কেউ কখনও জয়ী হতে পারে না তাকে পরাজিত হতেই হবে।

আমার কথা হ'ল এই যে, ইলেকট্রিসিটির প্রসারের প্রচেষ্টায় সরকারের সাথে যে সমস্ত মানুষ সহযোগিতা করেন এবং দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান, সরকারের যদি কোন দোষ ত্রুটি থাকে সেগুলো গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে সমালোচনা করে যাতে সরকার দেশকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেজন্য দলমত নির্বিশেষে সকলেই যেন সাহায্য করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy Speaker :—Now I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that "The Overdue election of the Agartala Municipality be taken into consideration."

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মোশনটার বক্তব্য হ'ল এই যে রুলিং পার্টি অনেক সময় বলে থাকেন যে, তারা বৃহত্তম গণতন্ত্রের পূজারী, সমাজবাদী ওনারা। কিন্তু ওনারা আজকে পৌর প্রতিষ্ঠান হিসাবে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান সারা ত্রিপুরার মধ্যে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত আগরতলার এই একমাত্র পৌর প্রতিষ্ঠানকে এই তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্রবাদীরা কবরস্থ করে রেখেছেন।

কাজেই আমার বক্তব্য হ'ল কেন আজকে তারা যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন এই পৌর প্রতিষ্ঠানকে হত্যা করেছেন। আজকে যদি আলোচনা করতে হয়, তা হলে এ সম্বন্ধে একটা আইনের কথাও বলতে হয়. যেমন Tripura Land Reforms Act. এখানে চালু করা হয়েছে, এই ভূমি সংস্কার আইন চালু করার পূর্ব্বাবধি যে সমস্ত বকেয়া খাজনা ছিল পরবর্ত্তী সময়ে যখন ভূমি সংস্কার আইন চালু হলো, নুতনের সঙ্গে পুরাতনটি যোগ হওয়ার পর Continue হচ্ছে, কিন্তু এটা একটা মজার ব্যাপার যে ত্রিপুরার মিউনিসিপ্যালিটি সরকার কর্ত্তৃক টেক্ ওভার হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরার মিউনিসিপ্যালিটির একটি আইন ছিল, তার একটা Source of income ছিল যদিও সেটা খুব অল্পই ছিল। সেই সময়ের আইন অনুযায়ী ইনকামের উপর একটা আয়কর ধার্য্য করা হতো এবং এ থেকে যে সমস্ত ইনকাম তখন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির হতো তা প্রায় ১ লাখটাকার উপর। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এক্ট চালু হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কর অনাদায় ছিল তার কোন হদিশই নেই। আমি রেফারেন্স হিসাবে বলেছি যে ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পরে তার বকেয়া খাজানাগুলি নূতনের সঙ্গে যোগ হয়ে গেলো। কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট টেক ওভার করার পর আগের টি, এম, এক্ট চলাকালীন যে সমস্ত বকেয়া পাওনা ছিল সেগুলো গেলো কোথায়? বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্টের মধ্যে এমন কোন ক্লজ আছে কিনা যে. এই আইনটা এখানে এফেক্ট দেওয়া হলে পুরানো বকেয়া গুলি তমাদি হয়ে যাবে। সেই আইনও নাই। অথবা এই আইনটা এফেক্ট দেওয়া হলে বকেয়া করগুলি আদায় করা হবেনা, এমন কোন ধারা বা উপধারাও নাই।

কিন্তু আজকে আমরা দেখি লাখ টাকার উপরে মিউনিসিপ্যালিটীর যে পাওনা সেগুলি সমস্ত কবর দেওয়া হলো কোন কারণে? অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাবো যে যারা বেশী ইনকাম করতো তারাই এই মিউনিসিপ্যাল টেক্স দিত, Reference হিসাবে কয়েকটা ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করবো—ওয়ার্ড নম্বর ৩ হোলডিং নম্বর ৭৪ শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, পিতা দীনদয়াল সিংহ ১৩৬৭ ত্রিং সনের পূর্বে মোট বকেয়া ১৩৮ টাকা ২৪ পয়সা, ১৩৬৯ ত্রিং সন থেকে ৭৪ নং হোলডিংটা পালটিয়ে হল, হোলডিং নং ৩০০ এইভাবে ১৩৬৯ ত্রিং ১৩৭০ ত্রিং এবং ১৩৭১ ত্রিং সনে বৎসরে ৬০৲ টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স মোট ১৮০ টাকা বকেয়া পড়লো. তাহলে ১৩৬৭ ত্রিং থেকে ১৩৭১ ত্রিং পর্য্যন্ত মোট বকেয়া ট্যাকস হলো ৩১৮ টাকা ২৪ পঃ এইভাবে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকার যারা হোমড়া চোমরা এবং যারা মজুতদার ও ধনী ব্যক্তি তাদের নিকট প্রাপ্য পৌর কর বকেয়া পড়েছিল। আমাদের আর এক মাননীয় সদস্য তিনি এখানে উপস্থিত আছেন উনার ওয়ার্ড নং ৬ হোলডিং নম্বর ১৩২, রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ পিতা বুদ্ধিমন্ত সিংহ, উনার বাৎসরিক কর হলো ৪৲ টাকা এই বিষয়ে ওনার নিকট বকেয়া কর হলো ১৪৲ টাকা—বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যক্ট এখানে চালু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৮ ইং পর্য্যন্ত এইভাবে অনেকের কাছেই মিউনিসিপ্যাল ট্যাকস বকেয়া পড়ে আছে। আমি মাত্র উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা রেফারেন্স দিলাম। এইভাবে অনাদায়ী বকেয়া পৌর করের মোট অঙ্ক এক লক্ষ টাকার উপর। আমি বুঝি না ভারতের মধ্যে এই রুল আছে কিনা যে নূতন একটা আইন চালু হলো পুরানো আইন মূলে বকেয়া কর আর আদায় করা হবে না। এইটা হলো মিউনিসিপ্যালিটি পুরানো আইনের আমলের কথা, এখন এই যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অর্থাৎ Bengal Municipal Act যেটা এ্যাফেক্ট দেওয়া হয়েছে তাতে হোলডিং বেসিসে যে কর প্রাপ্য তা যারা নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাদের থেকে আদায় হয় কিন্তু যারা হোমড়া চোমড়া, Ruling Party অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতা স্থানীয় ব্যক্তি তাদের থেকে আদায় হয় না, আমি এখানে একটি Figure মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে রাখছি সেটা হলো ১৯৬৮ এর কালেকসন ফিগারের পারসেন্টেজ।

উপাধ্যক্ষ—মাননীয় সদস্য, আপনার motion যেটা আছে, তার points এ আসুন আপনার motionটা হলো Over due election of the Agartala Municipality" সেটার pointsএ আসুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—হ্যাঁ, আমি সেই Pointsএ আসছি, এখানে গণতন্ত্রকে কিভাবে কবর দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি। কি কারণে কবর দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি বলছি। আমি এখানে এটা figure দিচ্ছি। ১নং Ward জয়নগর যেখানে target collectionএর কথা ৩ হাজার ১শত ৭০ টাকা সেখানে মাত্র Collection হয়েছে ৭২০ টাকা, অর্থাৎ শতকরা ২২ টাকা, এই হল ১৯৬৮ সনের নভেম্বর পর্যন্ত Collection আর No. 2 হল রামনগর, সেখানে ৫,১৯৯ হল Collection of target সেখানে মাত্র ৮৭৫ টাকা অর্থাৎ মাত্র 16% collection হয়েছে, এই ভাবে ২নং Wardএ 10%, Collection হয়েছে, ৩নং Wardএ 15%, ৪নং Wardএ 16% আর ৫নং Wardএ 24%, ৬নং এ 13% এবং আর একটা ৬নংএ

হল 6% Collection, এই হল 1968, November পর্য্যন্ত Collection figure যারা সাধারণ মানুষ তাদের থেকে Collectionটা ঠিক ঠিক হয়। আমি detailএ যাচ্ছি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, শ্রীগোগী সিংহ যে বাড়ীতে থাকেন তাহা তাঁহার পিতার নামে বাড়ী, আমি যতটুকু খবর পেয়েছি এই আইনটা effect দেওয়ার পরে একটা instalmentএর টাকাও নাকি তিনি দেন নি। Holding tax সম্পর্কে এই একটা ঘটনার কথা বলছি, এই Deptt. এর যিনি Secretary এই Deptt.কে Govtএর পক্ষ থেকে যিনি চালান উনারও নাকি বহু টাকা বাকী পড়ে আছে এই হল অবস্থা, কাজেই যদি আজকে পৌর শাসন জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হত তাহলে এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই ঘটতে পারত না এবং Public body সেটা আদায় করতে চেষ্টা করতেন। কাজেই Collection যারা করেন তারা ভয়ে তাদের নিকট থেকে Collection করতে পারছেন না, ফলে বকেয়াটা বকেয়া থেকে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আর একটা হচ্ছে এই Assemblyর মধ্যে বাংলা ভাষাকে State language করার জন্য আমরা প্রস্তাব পাশ করে নিয়েছি এবং তহশীল কাছারীতে ইংরেজীতে যে সব কাগজ পত্র ছিল সেগুলি তর্জ্জমা করে বাংলা করে নিয়েছি। কিন্তু আগরতলা টাউনে মিউনিসিপ্যালিটির Holding tax আদায়ের যে সব নোটিশ দেওয়া হয় সেগুলি ইংরেজীতে, তাহা যে কতদিন চলবে তার কোন ঠিক নেই। ইহা অতি দুঃখের কথা, মুখে বলব আমাদের State language বাংলা করা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে যেখানে সম্পর্ক সেখানে নোটিশ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্থ কিছু ইংরাজীতে দেওয়া হচ্ছে। আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে আগরতলার মধ্যে সরকারী কোয়াটার বহু আছে। এই গুলির মালিক হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। আজকে যারা সাধারণ মানুষ, তাদের বসত বাড়ীর valuation অনুযায়ী holding tax ধরা হয়। সরকারের বিরাট বিরাট বহু বাড়ী আছে, এই সব বাড়ী অফিসারের কাছে ভাড়া দেয় কিন্তু সরকারী বাড়ী বলে সেখানে Municipality কোন tax পাবে না। Bengal Municipality Actকে effect দেওয়ার ফলে এই আইনে এমন কোন বাধা নিষেধ আছে বলে আমি জানি না যেখানে সরকারী বাড়ী ভাড়া দিলে তাদের উপর টেক্স ধার্য্য করা যাবে না। সেই রকম কোন আইন নেই। আজকে গায়ের জোরে এগুলি চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের নামে আজকে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তার জন্যই তাদের এই ব্যভিচার যাতে আরও Continue করা যায় তার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রকে কবরস্থ করে রাখা হয়েছে। আর একটা সাধারণ ঘটনা, আমরা জানি মিউনিসিপ্যালিটির এমন আইন আছে যে কোন খাস্ জায়গা হইতে মাটি কেটে অন্য জায়গায় নিতে হলে তার জন্য একটা Permision নিতে হয়। কেউ যদি এই সব বেআইনী কাজ করে তাহলে তার ছয় মাস পর্য্যন্ত জেল হতে পারে। এটা হল আইনের কথা। কিন্তু আইন থাকা সত্বেও এই ব্যাপারে বে-আইনী কাজ হচ্ছে। একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করছি। বোধজং দীঘির পশ্চিম দিকে একটি খাল আছে মিউনিসিপ্যালিটির খাল, মাঝে মাঝে Municipality থেকে পরিস্কার করে। সেখানে শীতকালে যখন জল শুকিয়ে যায় তখন কোন কোন লোক ইচ্ছামত মাটি কেটে সরিয়ে নেয়। এই মাটি কেটে নেওয়ার ফলে উপরের মাটি ভেঙ্গে পড়ে যায়, ফলে খালের পাড়ের লোকদের বেড়া ইত্যাদি খালে ভেঙ্গে পড়ে। সামনে মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারীরা অনেকেই আছে, কিন্তু তারা কিছু বলে না দেখেও দেখে না

অর্থাৎ আইন কানুনের কোন বালাই নেই, ষড়যন্ত্র করে একনায়কতন্ত্রকে বজায় রেখে এই Public bodyকে তার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। একটানা ১৩টি বৎসর ধরে তারা শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে যদি এমন হত Municipalityর বর্ত্তমান যে administration, গণতন্ত্রকে কবর দেওয়ার পর তা অনেক উন্নত হয়েছে, Ruling Party থেকে হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান income তাহা নিয়ে সেটা চলতে পারে না। সেই জন্যই আমরা দেই না। Ruling Party থেকে Minister হয়ত বলতে পারেন, Govt. টাকা দেয় সুতরাং তদারক করে। এই প্রশ্ন যদি উঠে তবে আমি বলব আমরা এই যে ত্রিপুরায় বসে বৎসরে ২৬।২৭ কোটি টাকা খরচ করি এটাকি ত্রিপুরার আয় থেকে আসছে? ভারতবর্ষের কোন পৌর প্রতিষ্ঠানে সেটা Corporationই হ'ক বা Municipalityই হ'ক এমন কোথাও আছে কিনা যে তাদের নিজস্ব আয় দিয়ে তারা চলে। কোন Public bodyতে Govt. Subsidy পায় না এমন কোন নজির আছে কি? কোথাও এ রকম নজির নেই। কাজেই এই প্রশ্ন অবান্তর প্রশ্ন। এই যুক্তি দিয়া আজকে যদি আটকে রাখা হয় যে দিন Municipality self supported হবে তাদের নিজস্ব আয় দিয়ে চলার মত অবস্থা হবে তখন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা খাটে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সমস্ত ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করেছি আরও অনেক ঘটনা আছে—যেমন সরকারী কোয়ার্টারগুলিতে যে সমস্ত কর্ম্মচারী থাকেন তারা light ইত্যাদির সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। অথচ তাদের কোন tax দিতে হয় না। যারা ভাড়া থাকেন তারা দায়ী নন—তারাত ভাড়াই দিচ্ছেন। মালিক সরকার, সে কেন Tax দেবে না। কিন্তু Public যারা Municipality এলাকাতে বসবাস করেন এমন যায়গা এখনও আছে যেখানে water supplyর under ground pipe পর্য্যন্ত বসান হয় নি। ঐ সমস্ত এলাকার মানুষ থেকে Water Tax থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকার Tax আদায় করা হয়। অথচ তাদের কোন facility দেওয়া হয় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলছি—রাজবাড়ীর উত্তর দিকে একটা জায়গা আছে—তার পশ্চিম দিকে লেবু কর্ত্তার বাড়ীর সামনে বা হারাধন কন্ট্রাক্টরের বাড়ীর সামনে লাইনটা গেছে তাতে বিরাট Lake areaতে যে সমস্ত জনসাধারণ আছে প্রায় হাজার খানেক টাকা সেই area হতে আদায় হওয়ার কথা। আদায়ও হচ্ছে, কিন্তু এই এলাকায় মানুষ এখনও water supply পাচ্ছে না। আরেকটা অঞ্চল হলো জেলখানার উত্তর দিকে। সেটা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতরে। অথচ এই জায়গার আশে পাশেও কোন under ground water pipe বসানো হয় নি। অথচ তাদের water tax দিতে হচ্ছে। এই সমস্ত বললে কি হবে। একটা কথা হচ্ছে। একটা কথা আছে—বেহায়ার কোন লাজ লজ্জা থাকে না। আজকে সমস্ত আইন কানুনকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অপকর্ম্ম করে চলছে। আমি বেশী নজীর দেখাতে চাই না, এমন অনেক বড় বড় লোক আছে যাদের নিকট ৫।৬ শত টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। আগেও দেয়নি এখনো পর্য্যন্ত দিচ্ছে না। এই সব অপকর্ম্ম ঢাকবার জন্যই তারা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন held up

করে রেখেছেন। Ruling Partyর নেতা তাদের সব অপকর্ম করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন না। এই কাজ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। অতএব এই অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। অতি সত্বর জনসাধারণের হাতে তার কার্য্যভার তুলে দেওয়া উচিত। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় যে Motionটা এনেছেন যে—That the over due election of Agartala Municipality be taken into consideration."—এতে তিনি বহু অভিযোগ করলেন, তারমধ্যে ব্যক্তিগত সমষ্টিগত বহু কথা জড়িত। কিন্তু এটা কি বাস্তবিক ক্ষেত্রে চিন্তা করার বিষয় নয়? এই যে Municipalityর Election সম্পর্কে তিনি বলেছেন over due, আমার মনে হয় এটা over due নয় এটা এখনো under consideration আছে। কাজেই এটা একটা vague terms দিয়ে sentence ব্যবহার করা হয়। সেটা চিন্তা-ভাবনা করে হাউসের সামনে রাখা দরকার। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব এই Motion এনে তার মাধ্যমে তিনি কতগুলো মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি যেন চিন্তা করেন। আর একটা কথা.....

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, "মিথ্যা" is unparliamentary, এ কথা তিনি বলতে পারেন না।

Dy. Speaker :—হাঁ।

Shri Jatindra Kr. Majumder :—কতগুলি অসত্য অভিযোগ এনেছেন সেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম। অসত্য যে অভিযোগ এনেছেন সেটা বাস্তবিক বড়ই লজ্জাস্কর। একটা জিনিষ আমি উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে লক্ষণীয় বিষয় মিষ্টার। স্পীকার স্যার, উনার বক্তৃতার মধ্যে বিশেষ একটা লক্ষণীয় বিষয়বস্তু হল যে কোন বিষয় তিনি হাউসের সামনে রাখতে চান তার মধ্যে উনার কিছু না কিছু আছে। জন প্রতিনিধি তিনি, দেশের সমস্যা সমাধান তিনি করবেন, দেশের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা থাকবে তার মাথার মধ্যে, কিন্তু তিনি করেন কি? প্রত্যেক বারই মোশান এনে Rcsolution, এনে Short Notice এনে সমস্ত ব্যাপারে দেখা যায় তার মধ্যে একটা না একটা কিছু আছে। একটু আগে Electricity সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তিনি দরখাস্ত করে এখনো তা পান নাই তারজন্য তাঁর ক্ষোভ, এখনো বোধজং দীঘির পশ্চিমদিকে, উন্নতি হয় নি; আসল কথাটা হল উনার বাড়ী সেখানে আছে, তাই তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারেই এ অভিযোগ এনেছেন। যখনই কোন প্রস্তাব তিনি আনেন তখন এই ভাবনাটা তার মনে থাকা উচিত যে তার discussionটা ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে থাকা দরকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমি হাউসের সামনে এই বক্তব্য রাখছি যে যেকোন প্রস্তাব আনা হউক না কেন তা যেন দেশের

স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে রাখা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপার discussion এর মধ্যে বিশেষভাবে ফলাও করে হাউসের সামনে আনা নয়। Assembly হল দেশের জনগণের উন্নতি সাধনের জন্য সমস্ত কিছু আলাপ আলোচনার স্থান। তাই আমি বলছি যে অভিযোগ তিনি করেন এই অভিযোগ সমূহ অসত্য। এটা তার কথাতেই বুঝা যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যখন কোন Assembly question সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন তার মধ্যেও বোধজং দিঘীর পশ্চিম পাড় বা তৎসংলগ্ন স্থান সম্বন্ধে একটা না একটা reference তিনি আনেন। সদস্য মহাশয়কে তাই আমি অনুরোধ করব এই সব বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে নিজের কথাটা যেন তিনি চিন্তা করেন। তারপরের কথা হল তিনি বুঝাতে চেয়েছেন tax impose করা সম্পর্কে অর্থাৎ এটা করলে tax দিতে হয়। ওটা করলে tax দিতে হয়। তার কথাতে বুঝায়—তারা হচ্ছে শাকের করাতের মত, এদিকে গেলেও কাটবে ওদিকে গেলেও কাটবে। এদিকে চলবে tax impose কর, tax না হলে কি করে চলবে, আবার বলে tax বসালে অসুবিধা হয় দিতে। এই হল তাঁর কথার ধরণ। অফিসাররা বাসায় থাকেন কিন্তু tax দেননা। সরকারী কোয়ার্টারে tax ধরা হয় না, এই সমস্ত কথা আমরা তার বক্তব্যের মধ্যে পাই। তাই আমার বক্তব্য হল যে কোন মাননীয় সদস্য হাউসের সামনে কোন discussion আনেন তার মধ্যে সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা থাকতে হবে এবং motion resolution এনে যথেষ্ট খোরাক এনে দিতে হবে হাউসের সামনে, তাহলে সদস্যেরা convinced হবে, মিনিষ্টার মহোদয়রাও অবগত হবেন। আর একটি কথা হল Municipalityর election করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার জনসাধারণকে দেওয়া বাস্তবিকই যুক্তি সঙ্গত কথা, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আজকে এই মিউনিসিপ্যালেটীর বাৎসরিক আয় কত, সেটা self sufficient কিনা, তার আয় দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত খরচপত্র বহন করা যাবে কিনা, তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। Election যেমন দরকার, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যেমন দরকার তেমনি এটাও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সেই নির্বাচিত প্রতিনিধি এসে মিউনিসিপ্যালিটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারবেন কিনা। আরেকটা কথা হচ্ছে যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি greater area নিয়ে হওয়া দরকার। বিভিন্ন ward বাড়বে এবং সেগুলি final হলে পরে সেখান থেকে সেটা সংগ্রহ করতে হবে। ভোটারদের নাম enlist করতে হবে। তারপর সেটা publised করতে হবে এবং gazette notification দিতে হবে। তারপর election হবে না এমন কোন কথা নয়, হতেও পারে। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের আশু কর্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে আগরতলার জনসাধারণের দিকে চেয়ে, আগরতলার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির সীমা বর্দ্ধিত করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি একটা জায়গার কথা উল্লেখ করতে চাই যে ধলেশ্বর একটা জায়গা, তার মধ্যে বিরাট একটা পাড়া আছে—যে পাড়াটা না block এর মধ্যে, না municipalityর মধ্যে। তারা একটা অসহায় অবস্থায় আছে। তারা জল পাচ্ছে না, electricity পাচ্ছে না এবং block এরও কোন সাহায্য পাচ্ছে না। কিছু দাবী করতে হলে কোন officer এর কাছে বা কোন বিভাগে দাবী পেশ করবে তা তারা বুঝতে পারে না। কাজেই আজকে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির

ward বাড়িয়ে যে যে জায়গাগুলি তার মধ্যে আসা দরকার তা অবিলম্বে আনা উচিত। এর ভোটারদের enlist করে জনসাধারণকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অধিকার দেওয়া দরকার। এটা ন্যায় সঙ্গত দাবী আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমাদের যে সমস্ত কর্ত্তব্য রয়েছে সেগুলি সম্পন্ন করতে হবে। সেজন্য আমি বলছি উনার যে সমস্ত অভিযোগ সেগুলি হচ্ছে উনার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষোভ। উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কেও অনেক কিছু বলেছেন। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। গত election এ হেরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে আক্রোশ হয়েছিল সেটাই উনার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিটি কাজে যেমন বনায়নের সময় তারা বিরোধিতা করেছে এবং procurement এর সময় তারা বাধা দিয়েছে এবং বলেছে "ধান দেবো না, প্রাণ দেবো", এইভাবে তারা প্রতি ব্যাপারেই তাদের আক্রোশ করেছে। আসলে এইগুলি আর কিছুই নয়। শুধু House এ বড় বড় কথা বলা এবং জেহাদ ঘোষণা করা। তাছাড়া এইগুলির কোন সারবত্তা আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই তার অভিযোগগুলি অসত্য বলে আমি মনে করি। তাই তার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker—Now I call on the Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু motion এর স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি উপস্থিত করেছেন এই যুক্তিগুলি আমি সমর্থন করি ত্রিপুরায় একমাত্র পৌরসভা এই আগরতলা সহরে এবং আগরতলা সহরের যে জনসাধারণ তাদের যে অধিকার সেই অধিকার থেকে জনসাধারণকে দীর্ঘদীন ধরে বঞ্চিত করে রেখেছেন এই ত্রিপুরা সরকার। আমি জানি না তা কি করে সম্ভবপর। আমরা জানতাম মহারাজার আমলেও একটা নির্বাচিত Body তাতে কাজ করে আসত। তবে ১৯৫৫ সনে সরকার নিজ হাতে করে ভার গ্রহণ করেন এবং সেই সময়েই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে ছিল। কিন্তু তা সত্বেও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা পৌর সভার পরিচালনা কার্য্য হইতে সরকার জনসাধারণকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। আজকে যেহেতু এই সহরের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে তাতে আমি মনে করি এই পৌর সভার নির্ব্বাচন অতি সত্বর হওয়া দরকার। তারপর সরকার এর দায়িত্ব নেওয়ার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এগুলি দূরকরা দরকার। যাতে করে আগরতলার সহরবাসী তার নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রয়োগ করতে পারে। আগরতলা সহরের জন্য এবং নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্য তাদের নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা, নিজেরা সেই সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে তারজন্য এই ব্যবস্থা এবং তারজন্যই এই নির্ব্বাচন অতি সত্বর করা দরকার বলে আমি মনে করি। তবে যখন বিরোধী পক্ষ থেকে এই সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য বা জনহিতকর কাজের জন্য কোন প্রস্তাব আসে, তখনই এই প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য এবং এটাকে যাতে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তারজন্য রুলিং পার্টির সদস্যগণ বিরোধীতা করে থাকেন।

কাজেই বিরোধীতা করলেই আজ হবে না। আজকে আগরতলা সহরের যে বাস্তব অবস্থা তারদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। নতুবা আজকে আমরা বাস্তবকেই অস্বীকার করবো। গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের আছে। সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে আমরা অস্বীকার করবো। কাজেই যখন কোন জনহিতকর কাজের জন্য আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনি তখন তার বিরোধীতা করেন রুলিং পার্টি। আজকে এই পৌরসভা নির্ব্বাচনের জন্য বিরোধীতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু বলেছেন যে নির্ব্বাচনে হেরে গিয়ে আজ বিরোধী সদস্যগণ আক্রোশ বসে এদিকে এগিয়ে আসছেন। আমি বলতে চাই ত্রিপুরায় পৌর সভা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি অনেক আর্থিক অসচ্ছলতা, অসঙ্গতীর কথা তুলেছেন। যখন আমরা বিরোধীদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার বিধানসভা প্রবর্ত্তনের কথা বলেছিলাম আন্দোলন করেছিলাম, দাবী করেছিলাম। তেমনি আজ বিধান সভায় দাঁড়িয়ে আজ আমরা পৌর সভা নির্বাচনের কথা বলছি। তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরোধীতা করা হয়েছিল। কারণ ত্রিপুরায় যে আয় এবং লোকসংখ্যা তাতে বিধান সভা চলতে পারে না। এইরূপ নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করে তখনকার বিধানসভার আন্দোলনকে কংগ্রেসীরা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। আজকে আমরা পৌর সভা নির্বাচন করে জনসাধারণের নিজের ভাগ্য নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার অধিকারকে, বিশেষ করে আগরতলা শহরবাসীর পক্ষ থেকে, তাদের সে অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা দাবী করে চলেছি। সরকার যখন এটাকে নিজের হাতে নেন তখনও এই আর্থিক দূরবস্থার কথা বলেছিলেন। এই আর্থিক অসচ্ছলতার দোহাই দিয়ে জনসাধারণের এই নায্য দাবীকে তারা দাবীয়ে রেখেছেন। কাজেই আগরতলা শহরের নাগরিকরা যাতে তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা নিজেদের সুযোগ সুবিধা এবং ভাগ্য নির্দ্ধারিত করতে পারে সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের দেওয়ার জন্য আমি এই হাউসের সামনে দাবী রাখছি। যদি এই বাস্তব অবস্থাকে আমরা অস্বীকার করি তাহলে তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তা থেকে তাদেরে বঞ্চিত করা হবে। আমি হাউসের সামনে এই অনুরোধ রাখতে চাই যে আগরতলা শহরের পৌর নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে মোশানটি এসেছে তাকে সকলে সমর্থন করবেন।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on the Hon'ble Minister Shri T. M. Das Gupta.

Shri T. M. Das Gupta, Minister :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা আগরতলা পৌরনির্ব্বাচন সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সব বিষয়ের অবতারনা করেছেন তা মূল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্তিপূর্ণ নয়। আলোচনার মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে কিছু কিছু লোক ট্যাক্স দেয়নি, কিন্তু আজ আমার কাছে এমন কোন তথ্য নেই যা দিয়ে এর উত্তর দিতে পারি। এটা শুধু এ শহরের ক্ষেত্রেই নয়, আমরা দেখি যে ভারতের সব শহরে এমন কিছু লোক আছে যাদের কাছে land revenue বাকি পড়ে আছে। ইন্‌কাম ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে ও দেখি বহু লোকের

নিকট তা বাকি পড়ে আছে। এটা অন্যান্য বিধান সভায় এবং পার্লিয়ামেন্টেও আলোচনা হয়েছে। আজকে দেশটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। কাজেই এই সব আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আদালতের মাধ্যমে এই সমস্ত আদায়ের মোকাবিলা করা হচ্ছে। আজকে মিউনিসিপ্যালেটির ট্যাক্স বৎসরের পর বৎসর যদি কেউ না দেয় তবে তাকে সেই জন্য সাজা দেওয়া যায় না। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে যদি না দেয় তবে তা নালিশ করে আদায় করার বিধান আছে। কাজেই এই সুযোগ নিয়ে কেউ যদি কিছু সময় নেয় তা আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি অক্টোবর নভেম্বর মাসের একটা হিসাব দেখাবার চেষ্টা করলেন যে অনেকে এ বৎসরের ট্যাক্স দেন নাই। তিনি যে সময়ের কথা বলছেন তা হচ্ছে পূজোর সময়। এই সময়টা সবাইকার পক্ষে আনন্দের সময়। কাজেই এই সময়ে অনেকে হয়ত সেই কিস্তির ট্যাক্স নাও দিতে পারেন। এমন কথা কি কেউ বলতে পারেন যে municipality, পাব্লিকের হাতে থাকলে রাতারাতি ট্যাক্স আদায় হয়ে যেত। আজকে কলিকাতায় কর্পোরেশন আছে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মিউনিসিপ্যালিটী এবং কর্পোরেশন আছে, কোথাও কি ট্যাক্স বাকী নেই? সমস্ত জায়গায় কি জনসাধারণের হাতে দায়িত্ব যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বাকী আদায় হয়ে গিয়েছে? আসলে যুক্তিটা তার জন্য নয়। আসল কারণ হচ্ছে আমি কয়েকজন লোকের নাম করে এই সময়ের মধ্যে একটা দোষারোপ করে যাব, এবং এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করাব যাতে লোকে মনে করে যে তারা সাংঘাতিক কিছু করছে। সেই উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলিকে বড় বড় করে বলা হচ্ছে। আমি বাকী পড়ে থাকার পক্ষে ওকালতি করছিনা। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই বাকী পড়ে থাকে অনেক কারনেই। যেমন কারো ব্যক্তিগত কারণে, এবং পারিপার্শ্বিক অনেক কারণেই এবং পববর্ত্তী বৎসরে বকেয়া হিসাবে তারা তা দিচ্ছে কারো হয়ত কিছু বাকী থাকছে। কম বেশী সব সময়ই কিছু কিছু টাকা বাকী থাকবে। সেটা জনসাধারণের হাতে থাকলে ও থাকবে বা সরকারের হাতে থাললেও থাকবে। তবে যাতে এই সমস্ত বকেয়া কর আদায় করা হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিশেষকরে যে নামগুলির কথা উনি বলেছেন এর সত্যাসত্য আমি এখন অবগত নই। কারণ আমার কাছে এমন কোন figure নেই। কিন্তু এটা বলতে গিয়ে তিনি আরও অনেকগুলি কথা বলেছেন যে বাংলাতে মিউনিসিপালিটির নোটিশ দেওয়া হচ্ছেনা। অবশ্য আমি এখন দেখিনি তবে কয়েক বৎসর আগেও আমি দেখেছি মিউনিসিপালিটি থেকে খাজনা আদায়ের যে নোটিশ দেওয়া হয় তাতে ইংরাজীর সাথে সাথে বাংলা ও ব্যবহার করা হত। ঠিক কোন নোটিশে বাংলা ইংরাজী নাই আমি বুঝতে পারছিনা। অনেক নোটিশেই বাংলা ইংরাজী পাশাপাশি আছে। আমার মনে হয় মিউনিসিপ্যালিটি সেটা করছেন। তবে বাস্তবিকই যদি না করে থাকেন তবে মিউনিসিপালিটি সেটা দেখবেন বলে আমি আশাকরি। কিন্তু এর সঙ্গে তিনি কতগুলি কথা তুলেছেন যে সরকারী বাড়ী খাজনা দিচ্ছেনা। কালকে যদি একটা election হয়ে যায় তাহলে যে সরকারী বাড়ী খাজনা দেবে কথাটা তা নয়। সেটা হচ্ছে নীতির প্রশ্ন। আজকে যদি সরকারী বাড়ী থেকে Municipality হিসাব করে খাজনা নেয় তাহলে মিউনিসিপালিটিকে ও এটা দেখতে হবে যে মিউনিসিপালিটি সরকারের কাছ থেকে যে

টাকাটা পাচ্ছে সেটা কি grant হিসাবে পাবেন, না কি নির্দ্দিষ্ট হারে সরকারের কাছ থেকে যে পাওনা হয় সেটা বুঝে নিবেন, কোনটা Munipality-র পক্ষে লাভ জনক? আজকে মিউনিসিপালিটির আয়ের একটা সংস্থান আছে সত্য, তবে অন্যান্য মিউনিসিপালিটির যে প্রায় আগরতলা মিউনিসিপালিটির আয় তার তুলনায় কিছুই নয়। ত্রিপুরা মিউনিসিপালিটির আয় ছিল খুব কম। নূতন Municipal আইন চালু হওয়ার পর taxএর হার কিছু বেড়েছে। বরং আমরা দেখছি জনসাধারণের কাছ থেকে দাবী আসছে যে taxএর হার এত বাড়ালে চলবেনা, taxএর হার আরও কমানো হউক এবং মিউনিসিপালিটির আয়ের একমাত্র পথ হল tax-এর হার। বর্ত্তমানে যে হারে tax আদায় হচ্ছে তারজন্য অনেকেই বলছেন যে tax এর হার কমানো হউক। আগে tax কম ছিল এখন tax বাড়ানোর ফলে হয়ত অনেকের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে। Administrator এর কাছে আরও কিছুদিন থাকার ফলে আস্তে আস্তে তারা কাজের দ্বারা এটাকে regularise করে তুলতে পারবেন। যেখানে tax যতটা বাড়ানো দরকার সেটা Administrator এর পক্ষে করা যতটা সহজ অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে সেটা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই তার আগে Administrator থাকলে আইনগত যে অসুবিধাগুলি আছে সেটা সহজে পরিস্কার করে নিতে পারবেন। যেহেতু তাকে ভোটে নির্ব্বাচিত হতে হয় না, কাজেই fair justice এর উপর তিনি কাজগুলো করতে পারেন। যেখানে tax বৃদ্ধি করা উচিত সেটা তাঁর পক্ষ থেকে নির্দ্ধারিত হওয়া ভাল এবং কাজও ভাল হয়। সেজন্য আরও কিছুদিন মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রেখে এই সমস্ত অসুবিধাগুলি regularise করে তাকে একটা self supporting Institution এ দাঁড় করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তিনি বলেছেন সরকারী বাড়ীর tax দেওয়া হয় না। কিন্তু যে grant মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের নিকট হতে পায় তাহা সরকারী বাড়ীর tax হতে অনেক বেশী হবে। কাজেই সেই জিনিষগুলিকেও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের হাতে এটাকে তুলে দেওয়ার আগে তার আর্থিক সঙ্গতির কথা বিচার করে দেখতে হবে। সেই সঙ্গতিকে যদি পরিপুরণ না করা হয় তাহলে জনপ্রতিনিধিরাই বলবেন যে আমাদেব এমন একটা জিনিষ দেওয়া হয়েছে যেখানে আমরা টাকা পয়সা কিছুই পাচ্ছি না। টাকা পয়সা ছাড়া আমরা কিভাবে কাজ করবো। শুধু আমাদেরকে লোক চক্ষে হেয় করার জন্যই এই সমস্ত করা হয়েছে। এটা সত্যি কথা যে আগরতলাতে অনেকদিন ধরে মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন হচ্ছে না। আবার এটাও সত্যি কথা যে আগরতলা এখন developing stage এ আছে। এই সহরের অনেক কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক নুতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পূর্ব্বে এখানে water supply ছিল না, এখন water supply চালু হয়েছে। যার ফলে দিন দিন tax বাড়ছে এবং tax বাড়াবার জন্য review হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে taxation বেশী হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান rate এ tax আদায় করলেও যে ঋণ হয়েছে তার শোধ দেওয়া তো দূরের কথা—day-to day যে expenditure হচ্ছে সেই expenditure মিটানোও সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ আরও 50% grant হিসাবে দিতে হবে। আজকে যদি এই রকম একটা জিনিষ জন প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তাদের পক্ষে সেই কাজটা চালিয়ে যাওয়া

সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই সরকার এই সমস্ত ঝামেলার কিভাবে সুরাহা করা যায় তারই চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে টাকাও আজকে ত্রিপুরা সরকারের হাতে নেই। অনেক বুঝিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আনতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারও water supply এর ব্যাপারে বলেন যে এই বাবদ টাকা তোমরা পূর্ব্বেই নিয়েছ। কাজেই এখন থেকে মিউনিসিপ্যালিটিকেই যদি ঋণের টাকা দিতে হয় তবে সমস্ত development work বন্ধ করে দিয়েই তা শোধ করতে হবে। কাজেই সরকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বা অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে যাতে এটা self sufficient করা যায় তার চেষ্টা করছেন। কাজেই এটা যদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তবে কোন কর্ম্মচারীই এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে চাইবেন না। কাজেই সরকারী প্রচেষ্টায় এটার সুরাহা না হলে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে এর দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া যায় তবে কালই দেখা যাবে যে টাকার অভাবে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের হাতে ব্যবস্থাপনা থাকলে সরকার ঋণ করেও হয়ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এমন সমস্ত জায়গায় water tax ধরা হয়েছে যেখানে জলের কোন সুব্যবস্থা করা হয় নাই। এখানে আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে water supply এর ব্যাপারে প্রথম অবস্থার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পরবর্ত্তী অবস্থায় কাজের জন্য যাতে টাকা পাওয়াযায় তার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানি যে নূতন ভিত্তি স্থাপনের জন্য এখনও পুরাপুরি sanction আসেনি। তবে মোটামুটি আগরতলা সহরে দেখা যায় অনেক main রাস্তাই covered হয়ে গেছে। আসলে এই water taxটা একটা principleএর উপর প্রতিষ্ঠিত। আজকে যদি শহরে কেহ অন্ধ থাকেন তবে তিনি কি বলতে পারেন যে আমি যেহেতু চোখে দেখিনা আমার আলোর কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি আলোর tax দেব না? আইন যখন করতে হয় তখন সকলের জন্যই আইন করতে হয়। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। কাজেই বিশেষ একটা নীতির উপর ভিত্তি করেই আইন তৈরী হচ্ছে। আমি জানি হয়ত অনেকের বাড়ীর সামনে পাইপ লাইন নেই। কাজেই তার বাড়ীতে জলের পাইপ নেওয়ার সুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সাধারণভাবে সহরের বড় বড় রাস্তায় এমনকি গলির মধ্যেও পাইপ লাইন নেওয়া হয়েছে। যা হউক মোটামুটিভাবে দেখা যায় ৪০০ গজের মধ্যে জল সরবরাহের জন্য Public hydrant দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে সহরের লোকেরা পানীয় জলের ব্যাপারে লাভবান হচ্ছেন। এবং তারই জন্য সেই অর্থটা ধরা হয়েছে, আমি পূর্বেই বলেছি যে এই জলের জন্য যে অর্থ ধরা হয়েছে তা তার খরচের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে সেটা অর্দ্ধেকের চেয়েও কম। কাজেই আজকে একথা বললে চলবে না যে আগরতলার লোকেরা জল খাবে আর সমস্ত ভারতের লোক তার tax বহন করবে। একটা সময় তাকে self sufficient হতেই হবে। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাকে যাতে একটা সুষ্ঠু অবস্থায় দাড় করানো যায় তার জন্যই সরকার electionটাকে পিছিয়ে নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। আগরতলা সহরের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া আগরতলা সহরের অভ্যন্তরের অনেক রাস্তা আছে। যে কারণেই হউক সরকার municipalityকে এমন grant দিতে পারে না যাতে municipality নিজেই তা maintain করতে পারে। আজকে যদি

municipality হাতে সমস্ত রাস্তা দিয়ে দেওয়া যায় তবে municipalityর নিজস্ব এমন income নেই যা দ্বারা সমস্ত রাস্তা সে maintain করতে পারে। কাজেই এই সমস্ত দিকের একটা সুরাহা করে সরকার Municipalityএর ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে দিতে প্রস্তুত আছেন।

তাকে একটা সুষ্ঠু অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাকে সুষ্ট অবস্থায় নির্ব্বাচন তালিকা প্রস্তুত করার পর সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন করার ব্যবস্থা সরকার করতে প্রস্তুত এবং সেটা করতে এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজ করতে আরও কিছুকাল সময় লাগবে। এবং সাধারণ ভাবেই সেটা প্রয়োজন, জনস্বার্থের জন্যও তার প্রয়োজনীয়তা আছে আগরতলা শহরে যারা করদাতা আছেন এবং আগরতলা শহর সংলগ্ন পৌর এলাকা যাতে আরও বর্দ্ধিত করা যায় তারই জন্য এটা প্রয়োজন। বিশেষ করে আগরতলা মিউনিসিপালিটির স্বার্থে নির্ব্বাচনটা আরও কিছুকাল পর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য কয়েকটা দোষারোপ করেছেন যে বিরোধী দল থেকে যাহা বলা হয় তার সব সময়ই নাকি বিরোধীতা করা হয়। কথাটা ঠিক নয়। তারা যেভাবে যেটা পরিবেশন করবেন তার মধ্যে যদি বিরোধীতা করবার কিছু থাকে নিশ্চয়ই সেটাকে তা করতে হবে। সেটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে বিধানসভার আন্দোলনে কংগ্রেস বিরোধীতা করেছেন কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ত্রিপুরার বিধান সভা আন্দোলনে কংগ্রেস কখনো বিরোধীতা করেনি। তবে যখন নাকি ত্রিপুরাতে Electoral college হল তখন Communist party র পক্ষ থেকে রক্ষা হল electoral college কে বিধান সভায় পরিণত করা হক। সেই নীতির বিরোধীতা তখন কংগ্রেস করেছে কিন্তু বিধান সভার বিরুদ্ধে নয় তখন নির্ব্বাচন হয়েছে electoral college এর জন্য। তখন তাদের একমাত্র কাজ ছিল রাজ্য সভার একজন সদস্যকে নির্ব্বাচন করা। কাজেই সেই নির্ব্বাচন রাজ্যসভার একজন সদস্যকে নির্ব্বাচন করার জন্য গঠিত হয়েছিল, সেই নির্ব্বাচন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা Assembly করার দাবী তারা তখন তুলেছিলেন। সেইজন্য কংগ্রেসের তখনকার কথা ছিল electoral college, বিধান সভা হবে না। কিন্তু ত্রিপুরা বিধান সভার পূর্ণ দায়ীত্বশীল শাসনতন্ত্রের জন্য আমরা আছি এবং সেই শাসনতন্ত্র দেওয়ার পর নূতনভাবে নির্ব্বাচন করে নূতন আইন অনুযায়ী নির্ব্বাচন করে তখন তার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে। এই ছিল কংগ্রেসের নীতি। আবার একথাও বলেছেন ত্রিপুরাতে আয় নেই, সে কথা সত্য। তাহলে আজকে সরকারের কতগুলি commitment এ এবং জাতীয় পরিকল্পনার জন্য per head, per capita আয় বাবদ union territory of Tripura র যেটা প্রাপ্য সেটাও আমাদের পেতে দেরী হয়। মিউনিসিপ্যালিটির development এর জন্য সবগুলো কাজ ভারত সরকারের কাছ থেকে একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন water supply সম্বন্ধে বলেছেন। আমাদের প্রথম পর্য্যায়ের যা দেওয়ার তা দিয়েছি এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে water supply এর যে আয় হবে তা দিয়ে আমাদিগকে extension এর programme কার্য্যে পরিণত করতে বলা হয়েছে। এটা মিউনিসিপ্যালিটির যে কি difficulty তা অনুধাবন করার পর পরবর্তী পর্য্যায়ে কি করণীয় তা করতে হবে। আজকে সরকারের সরাসরি আয়ের ব্যাপারে সেরকম সুবিধা নেই। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটি সরাসরি সরকারের কাছেএতটাকা আনতে পারবেন না। কিন্তু

কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য Municipality তে সরাসরি এই রকম grant দেন। যখন দেন যখন অন্যান্য পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করে—যেমন যদি একটা swerage scheme হয় হয়ত তখন সরকার বলতে পারেন এই—

এই সোয়ারেজ স্কিমটা নূতন, এই সোয়ারেজ স্কিমের জন্য Grant দিতে রাজী আছি। যেমন টাউনে রাস্তাঘাটের জন্য আমরা Capital Grant দিয়েছি আর তাদের মেরামতের জন্য তোমরা খরচ কর। কাজেই এই যে সমস্যাগুলি আছে, ত্রিপুরার বিশেষ অবস্থার জন্য যেগুলি উপলব্ধি করে ত্রিপুরার মিউনিসিপালিটিকে আরও কিছু দিন সরকারের তত্বাবধানে রেখে তাকে standardএ এনে তারপর এই মিউনিসিপালিটিকে self-sufficient করে তারপর তাকে একটা নির্দিষ্ট Grant দেওয়ার ব্যবস্থা করে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ভাবে শহরের water supply এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি একটা standaredএ আসার পর এবং উপযুক্ত voter list তৈরী করে নির্বাচনের পর জনসাধারণের হাতে মিউনিসিপালটি তুলে দেওয়া হবে।

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Members there is one observation of mine. When any member offers a criticism in his speech in the House he Should remain present in the House to hear the replies. To remain absent in the House at the time of reply is a breach of Parliamentary etiquettes. Now I call on Hon'ble Member Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Rajkumar Kamaljit Singh :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে motion এনেছেন তার মূল বক্তব্য হল—আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন overdue হয়েছে সুতরাং ইলেকশান করে municipalityকে জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু তার আলোচনায় যুক্তিকতা নেই বলে আমাদের মাননীয় সদস্যরা অনেকেই বলেছেন। উনি এক জায়গায় বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরার ভাষা বাংলা কিন্তু অনেক কাজেই এখনো ইংরেজী ব্যবহৃত হচ্ছে। মাননীয় সদস্য নিজেও এখানে ইংরেজীতে উনার Resolution রেখে উনার নিজের বক্তব্যের যে উদ্দেশ্য তাহা ব্যহত করেছেন। তাহার নিজের বক্তব্য হইতেই বুঝা যায় যে উনার কথার মধ্যে কোন সারমর্ম্ম নেই। একটা কিছু বলতে হবে তাই বলেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য আরেকটি কথা বলেছেন যে municipalityর election overdue হয়েছে। আমার মনে হয় তা over due নয়, due আছে এখনো। অতএব এই সামান্য কথার মারপেচে এই হাউসের সময় নষ্ট করাটা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। অতএব মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—The discussion is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 31st January, 1969.

APPENDIX "A"

PAPERS LAID ON THE TABLE.

STARRED QUESTION NO. 341
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) খোয়াই পশ্চিম রাজনগর জয়চন্দ্র সর্দ্দার পাড়ার উৎলা জমির জল নিস্কাশনের নালা পুনঃ সংস্কারের জন্য কোন স্কীম আছে কিনা ?

২) এই সম্পর্কে গ্রামবাসীর নিকট হইতে কোন আবেদন পত্র পাইয়াছেন কি ?

৩) এলাকার কৃষকদের স্বার্থে সরকার ঐ নালা সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করিবেন কি না।

১) এরূপ কোন স্কীম বর্ত্তমানে নাই।

২) পূর্ত্ত বিভাগ অবগত নহেন।

৩) পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

STARRED QUESTION NO. 357
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION : ANSWER :

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

১) আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২) এই বিদ্যুৎ সরবরাহ সুরু হইলে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম কমানো হইবে কিনা ? কমানো হইলে কত কমানো হইবে ;

Materials are under collection.

৩) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় বিদ্যুতের সরবরাহ মূল্য অন্য রাজ্য অপেক্ষা বেশী ;

৪) যদি সত্য হয়, তবে কেন বিদ্যুৎ মূল্য কমানো হইতেছে না, তাহার কারণ ?

STARRED QUESTION NO. 370

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION :	ANSWER
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state—	
১) Gumti Hydro Electric Project এর কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;	
২) এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কত লোককে ঘরবাড়ী সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে ;	Materials are under collection.
৩) যাহাদের ঘরবাড়ী সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে তাহার উপর কোন নোটিশ হইয়াছে কি না ;	
৪) যাহাদের জমি ও ঘরবাড়ী ঐ পরিকল্পনার জন্য সরকারের দখলে যাইবে তাহাদের বিকল্প জমি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?	

STARRED QUESTION NO. 248.

By Shri Monoranjan Nath.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

(a) What is the rate per quintal for the supply of Potato Seeds for the current year and what is the subsidy of the Government in this respect ;

b) It is a fact that Potato Seeds were available in the market at a much cheaper rate in the sub-divisions of Dharmanagar and Kailashahar ?

ANSWER

a) During 1968-69. Potato Seeds were supplied to the cultivators at Rs. 75 per quintal after allowing 50 ./· subsidy on the total cost.

b) During the Potato season, the market price of seed potato in some places of these sub-divisions was slightly lowei than the Government rate for a shoret while but in some other places the market price was much higher.

STARRED QUESTION NO. 450

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. Repleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পূর্ত্ত বিভাগে কোন মহকুমায় কতগুলি ট্রাক আছে।

২) এবং কোন মহকুমায় কতটা চালু অবস্থায় আছে।

উত্তর

১) আগরতলা ডিভিসন নং—১	—৪টা।
আগরতলা ডিভিসন নং—২	—২টা।
আগরতলা ডিভিসন নং—৩	—১টা।
আগরতলা ডিভিসন নং—৪	—৩টা।
মাইনর ইরিগেসন ডিভিসন—	—৩টা
ইলেকট্রিক্যাল ডিভিসন নং—১	—৪টা।
ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং—২	—২টা।
নর্দান ডিভিসন, ধর্ম্মনগর—	—৪টা।
আমবাসা ডিভিসন—	—৫টা।
তেলিয়ামুড়া ডিভিসন—	—৫টা।
সাউদার্ণ ডিভিসন নং—১	—৩টা।
সাউদার্ণ ডিভিসন নং—২	—৩টা।
অমরপুর ডিভিসন—	—২টা।
গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং—১	—৪টা।
গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং—২	—১টা।
	মোট—৪৬টা।

২) আগরতলা ডিভিলন নং—১ —৪টা
আগরতলা ডিভিসন নং—২ —২টা
আগরতলা ডিভিসন নং—৩ —১টা
আগরতলা ডিভিসন নং—৪ —৩টা
মাইনর ইরিগেশন ডিভিসন— —৩টা
ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং—১ —৪টা
ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং—২ —২টা
নর্দান ডিভিসন, ধর্মনগর— —২টা
আমবাসা ডিভিসন— —২টা
তেলিয়ামুড়া ডিভিসন— —৪টা
সাউদার্ণ ডিভিসন নং—১ —৩টা
সাউদার্ণ ডিভিসন নং—২ —৩টা
অমরপুর ডিভিসন— —১টা
গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং—১ —৪টা
গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং—২ —১টা

মোট ৩৯টা

STARRED QUESTION NO. 551

By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। গোমতি প্রোজেক্ট এলাকায় নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশেষ বিশেষ অসুবিধা গুলি প্রতিকারের জন্য কর্ম্মচারীদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন রকম representation দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। যদি কোনরকম representation দেওয়া হয়ে থাকে কর্ম্মচারীদের বিশেষ বিশেষ দাবীগুলি কি ? এবং প্রতিকারের জন্য রাজ্য সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। তাদের দাবী হল :—

(ক) প্রোজেক্ট ভাতা মঞ্জুর।

(খ) বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ।

(গ) বিনা পরসায় বিজলী সরবরাহ।

এই দাবীগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 592

By Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state—

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় অনেকগুলি পুল ভগ্ন অবস্থায় আছে ?	Materials are under collection.
২। ইহা কি সত্য যে যথাসময়ে ঐ পুলগুলির মেরামতি হয় না ?	
৩। ইহা কি সত্য যে অনেক রাস্তায় পুলগুলির চিহ্নমাত্র নাই ?	
৪। ঐ পুলগুলি সত্বর মেরামত করা হইবে কি না ?	

STARRED QUESTION NO. 616.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ plantation করা হইয়াছে ?

২। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

১। ২১,১৮৯·৩৩৮ হেক্টর।

২।

সদর—	১,৯২৯.৭৯১
খোয়াই—	২,৪২১·৪৬৪
কমলপুর—	২,৯১২·০১৩
কৈলাসহর—	১,৩৮৪.৩১৫
ধর্মনগর—	৪,৪৫৩·৪৪১
অমরপুর—	২,১০৬·৯৫২
সোনামুড়া—	১,১৩৬.৯৫২
বিলোনিয়া—	২,৪৭৭·২৭৬
সাব্রুম—	৫৭৪·৪৭৬
উদয়পুর—	১,৭৯৪.৬৫৮
	২১,১৮৯·৩৩৮

STARRED QUESTION NO. 617.

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. be pleascd to state—

QUESTION

১। Forest Reserve এলাকায় মোট কত পরিবার জুমিয়া বাস করিতেছে।

২। কোন বিভাগে কত জুমিয়া পরিবার বাস করিতেছে তাহার হিসাব।

৩। কয়টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে?

ANSWER

১
২ } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩

STARRED QUESTION NO. 627.

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Deptt. be pleased to state—

QUESTION

(ক) উন্নত প্রথায় প্রচুর খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ্ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য একটি সমীক্ষা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন কি?

(খ) উল্লিখিত কমিটির নাম "Irrigation-Cum-Agriculture Development কমিটি" রাখা যায় কি?

(গ) 'ক' ও 'খ' এর উত্তর হ্যাঁ হইলে ত্রিপুরা বিধান সভার ন্যূনপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের (P. W. D. & Agriculture Deptt.) প্রধানদ্বয় এবং উন্নত ধরণের কৃষক (progressive cultivator) ২ জনকে নিয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা যাইতে পারে কি?

ANSWER

(ক) যেহেতু কৃষি উন্নয়ন এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কাজে জন সাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা উদ্দীপ্ত করার জন্য এবং কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্য্যসূচীর সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য ত্রিপুরাতে 'ষ্টেট্ লেভেল এড্ভাইজারী কমিটি ফর্ এগ্রিকালচারেল প্রডাক্শন' নামে একটি কমিটি ১৯৬৮ ইং সনে গঠিত হইয়াছে, সেহেতু সরকার কৃষি উৎপাদন বিষয়ে পরামর্শ ও সমীক্ষার জন্য অন্য কোন কমিটি বর্ত্তমানে গঠন করা প্রয়োজন মনে করেন না।

(খ) প্রশ্ন উঠেনা।

(গ) প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 680.

By Shri Abiram Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

QUESTION	ANSWER
১। সরকার কি অবগত আছেন যে হাওড়া নদীর ভাঙ্গনের ফলে জিরানীয়া বাজার সন্নিকটস্থ কয়টি পরিবার বিপন্ন ?	Materials are under collection.
২। যদি অবগত থাকেন, তবে হাওড়া নদীর ভাঙ্গন রোধ ও বিপন্ন পরিবারদের রক্ষার কি কোন পরিকল্পনা আছে ?	

UNSTARRED QUESTION NO. 4.

By Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় মৎস্যজীবি পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক লোক সংখ্যা কত ? কমলপুর ব্লক সৃষ্টির পর এ পর্য্যন্ত কতজন মৎস্যজীবি Fishery loanএর জন্য প্রার্থী হইয়াছিল ? তন্মধ্যে কতজন মৎস্যজীবি লোন্ পাইয়াছে এবং কতজন পায় নাই ;

২। কমলপুরে ১৯৬৭-৬৭ ও ১৯৬৮ ইং মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কার্পাস ও নাইলন সূতা মৎস্যজীবিদের জন্য মাননীয় সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে কি ;

৩। ঐ সূতা কি খয়রাতি দেওয়া হইয়াছে না Subsidyতে দেওয়া হইয়াছে প্রতি পরিবার কত পরিমাণ কার্পাস ও কত পরিমাণ নাইলন পাইয়াছে, ঐ পরিবারগুলির মধ্যে খয়রাতি কত বা Subsidy কত ; ব্যক্তিগুলির নাম, পিতার নাম, সাকিন ও কি প্রকারের কত সূতা দেওয়া হইয়াছে. কোন্ কোন্ সনে দেওয়া হইয়াছে জানাইবেন কি ?

ANSWER

১। সারা ত্রিপুরায় মৎস্যজীবি পরিবারের সংখ্যা জানা নাই। কমলপুর ব্লক সৃষ্টির পর এ পর্য্যন্ত একজন মৎস্যজীবি ও সাধক মহারাণী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ছাড়া আর কোন মৎস্যজীবি Fishery loanএর জন্য প্রার্থী হয় নাই। তন্মধ্যে উক্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি Fishery loan—পাইয়াছেন। অপর মৎস্যজীবির আবেদন এখনও তদন্তধীন আছে।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 356.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. Gumti Hydro-electric Project রূপায়ণে বর্ত্তমানে দৈনিক গড়ে কতজন শ্রমিক কাজ করিতেছেন তাহার কাজ ভিত্তিক হিসাব।

2 এই সকল শ্রমিকের বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মজুরী ব্যবস্থার প্রতি নজর রাখার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

3. এই শ্রমিকদের মধ্যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে কতজনকে নিয়োগ করিয়াছেন? (Muster-Roll এ)?

4. ইহা কি সত্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও এই পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না?

5. সত্য হইলে শ্রমিক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন?

উত্তর

1. নিয়োজিত দৈনিক শ্রমিকের কাজ ভিত্তিক হিসাব :—

রাস্তার কাজ	...	৩৪১ জন
গৃহ নির্ম্মাণ	...	১১৭ জন
বিজলি লাইন	...	১৬০ জন
ফোরবে	...	৯০ জন
এক্সেস রোড্	...	৯০ জন
গোমুখ সেতু	...	১২ জন
মাল পরিবহণ ইত্যাদি—		৮০ জন।
	মোট—	৮৮৬ জন।

2. খাদ্য :— যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত মূল্যে শ্রমিকদিগকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

স্বাস্থ্য :— Project এর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়।

বেতন :—ঠিকাদার কর্ত্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকেরা ঠিকা-ভিত্তিতে কাজ করেন এবং উভয় পক্ষের স্বীকৃত দরে মজুরী পাইয়া থাকেন। এবং সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকেরা সরকার নির্দ্ধারিত বেতনের হারে মজুরী পাইয়া থাকেন।

বাসস্থান ঃ—শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা ঠিকাদারদের তরফ হইতে এবং সরকারের তরফ হইতে করা হয়।

3. Muster Roll এ শ্রমিক নিয়োজিত প্রায় হয় না বলা যায়।

4. না।

5. ৪ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 382.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বন্যা নিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিবরণ ?

২। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদল কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল ?

৩। পাকিস্থানের বাঁধের ফলে ত্রিপুরার যেসকল এলাকা (বিশেষভাবে শহরে) যেভাবে বন্যার প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিশেধক কি কি ব্যবস্থা গ্রহনের কথা সরকার চিন্তা করিয়াছেন ?

উত্তর

১। বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলি বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বন্যার কবল হইতে রক্ষা হইতেছে। যেখানে প্রয়োজন, বর্ত্তমান বাঁধগুলি আরও উচু, চওড়া ও শক্ত করা হইতেছে। পূর্ত্ত বিভাগের একটি ডিভিসন এইরূপ বন্যা প্লাবিত এলাকার সমস্যা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে বন্যা নিরোধক কাজের জন্য একটি Master plan তৈরী করার উদ্দেশ্যে প্রধান্ নদী গোমতী. হাওড়া, খোয়াই ও মনু নদীর উপত্যকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। গোমতী নদীর উপত্যকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞরা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নাই।

৩। পাকিস্থানে বাঁধের জন্য আগরতলা শহরে বন্যার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 392

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Reserve Forestগুলি finalised হওয়ার পূর্ব্বে সরকার Reserve forest এর অন্তর্ভুক্ত আবাদযোগ্য জমি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করিতেছেন কি ?

২। এই সম্পর্কে যদি কোন সমীক্ষা হইয়া থাকে, তবে কোথায় কত জমি ছাড়িয়া দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহার বিবরণ ;

৩। Forest Settlement Officerরা কি এই ধরণের জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য কোথাও সুপারিশ করিয়াছেন, যদি করিয়া থাকেন তাহার বিবরণ।

উত্তর

হ্যাঁ।

বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের এই ধরণের কোন ক্ষমতা নাই।

Unstarred Question No. 393.

By--Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বন আইন অনুসারে কত লোককে বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য ফ্রি পারমিট দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। এই ফ্রি পারমিট এ কি কি সম্পদ সংগ্রহ করা যায় তাহার বিবরণ।

৩। প্রত্যেক বীট অফিস যাহাতে এই ফ্রি পারমিট ইস্যু করিতে পারেন সরকার তাহার ব্যবস্থা করিবেন কি ?

৪। এই ফ্রি পারমিট সংগ্রহ করার কাজ আরো সহজ করার কথা সরকার ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

উত্তর

১। সাবডিভিশনের নাম	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
কৈলাসহর—	৭৫০ টি	৯৮৬ টি
ধর্মনগর—	৬৯২ টি	৪৯০ টি
উদয়পুর—	২০৫০ টি	৫৫০ টি
বিলোনিয়া—	৬৯৫৫ টি	২৯১৭ টি
সাবরুম—	৯৯১ টি	৪৯৮ টি
অমরপুর—	৭৬৩ টি	২৩০৬ টি
খোয়াই—	৫৬৬ টি	৮৬৭ টি
সদর—	৭৭০ টি	১৯৮ টি
সোনামুড়া—	৩১০০ টি	৩৬৩৩ টি
কমলপুর—	৩০০ টি	১০৯ টি

১। সাধারণ কাঠের গোলা—১২´ (৩.৬৫৭ মিঃ) অনধিক দীর্ঘ ও ৩´ (০.৯১৪ মিঃ) এর অনধিক বেড় ৭ টি।

২। সাধারণ কাঠের উবি—৬ (১.৮২৮ মিঃ) দীর্ঘ ও ৩´ (৫৩০ মিঃ) বেড়—১২টি।

৩। লাঙ্গল ইত্যাদির জন্য সাধারণ জাতীয় গোলগাছ—৫ ঘনফুট।

৪। শুকনা লাকরী ৩০ মণ (১১.৯৭৩ কিলোগ্রাম)

৫। ছন—ইজারা মহালের বহির্ভূত স্থান হইতে ৪´ (১.৩৭১ মিঃ) এর অনধিক বেড় ১৫ বোঝা।

৬। বাঁশ—২০০ টি।

৭। বেত—১২ টি।

৮। অন্যান্য সাধারণ জাতীয় বনজবস্তু প্রয়োজন অনুসারে।

৩ এবং ৪—সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 396

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

1. Block-wise names of the members of the Block Development Committee of each Tribal Development Block who help in Development work ?
2. On what basis these members are selected ?
3. Whether there is any non-official member among the members of the Committee who are not representative of Gaon Panchayat or any such selected organisations ? If so, their names.

REPLY

1. Vide Annexure "A"

2. Each Block Development Committee consists of—

   a) Members of the Tripura Legislative Assembly of the area ;

   b) 5 to 7 influential persons of the area having experienee in agriculture and active Social Workers.

   c) One Gao Pradhan from each V. L. W's circle.

3. Yes. Their names are shown in Annexure "A".

4. Community Development programme is essentially a people's programme and for implementation of the same their active cooperation is required. To achieve this object 5 to 7 influential persons of the Block area having proficiency in agriculture and active social workers are taken in the Committee.

STATEMENT "A"

Amarpur Block.	1. Shri Bajuban Riyan M. L. A.	Member.
	2. Shri Panjiram Riyan, Panchayat Pradhan	,,
	3. Shri Achiram Riyan, -do-	,,
	4. Shri Chitraram Riyan, -do-	,,
	5. Shri Jalaliham Riyan, -do-	,,
	6. Shri Haridas Majumder -do-	,,
	7. Shri Satish Chandra Das -do-	,,
	8. Shri Bankarai Riyan, -do-	,,
	9. Shri Amulyadhan Kalai, -do-	,,
	10. Shri Satish Lal Kaipeng -do-	,,
	11. Shri Hadhuprem Jamatia -do-	,,
	12. Shri Taliram Riyan, Influential person	,,
	13. Shri Omphru Mag, -do-	,,
	14. Shri Amulya Lal Chakraborty, -do-	,,
	15. Shri Birbal Das, -do-	,,
	16. Shri Ananta Mohan Jamatia -do-	,,
	17. Shri Rabindra Ch. Banik .do-	,,
	18. Shri Anil Kumar Dhar Roy -do-	,,

Kanchanpur Block.	1.	Shri Monoranjan Nath, M. L. A.	Member.
	2.	Shri L. Mia, Thungi, Panchayat Pradhan.	,,
	3.	Shri Babuchan Singh, -do	,,
	4.	Shri Bidhu Bhusan Chakma, -do-	,,
	5.	Shri Dhaniram Talukdar, do-	,,
	6.	Shri Pramatha Rn. Nath, -do-	,,
	7.	Shri Puspajai Riyan, -do-	,,
	8.	Shri Upendra Kr. Das -do-	,,
	9.	Shri Muktajai Riyan, -do-	,,
	10.	Shri Raimani Riyan, -do-	,,
	11.	Shri Dayaram Riyan, -do-	,,
	12.	Shri Lalmohan Riyan, -do-	,,
	13.	Shri Digendra Nath, Influential person.	,,
	14.	Shri Malia Sarkar, -do-	,,
	15.	Shri Birendra Nath, -do-	,,
	16.	Shri Nanda Mohan Chakma, -do-	,,
	17.	Shri Sukhendu Bikash Chakma. -do-	,,
	18.	Shri N. Pusthar Lieua, -do-	,,
Chaumanu Block.	1.	Shri Radhika Ranjan Gupta, M. L. A.	,,
	2.	Shri Ghanasyam Dewan, -do-	,,
	3.	Shri Nagendra Bhattacherjee, Panchayat Pradhan ,	
	4.	Shri Prafulla Roaja, -do-	,,
	5.	Shri Indramohan Das, -do-	,,
	6.	Shri Ramani Mohan Choudhury -do-	,,
	7.	Shri Bipin Chandra Das, -do:	,,
	8.	Shri Hemanta Dewan, -do-	,,
	9.	Shri Readhan Dewan, -do-	,,
	10.	Shri Hlurai Karbari, -do-	,,
	11.	Shri Kahana Karbari, -do-	,,
	12.	Shri Dasati Roaja, Influential person.	,,
	13.	Shri Hementa Bhattacherjee, -do-	,,
	14.	Shri Madan Mohan Karbari, -do-	,,
	15.	Shri Plashid Lomai, -do-	,,
	16.	Shri Mohan Lal Riyan, -do-	,,
	17.	Shri Birendra Deb Barma, -do-	,,
	18.	Shri Keshab Lal Riyan, -do-	,,

Dumburnagar Block.	1.	Shri Rabindra Kr. Deb Rankhal, M. L. A.	Member.
	2.	Shri Krishnadhan Mallick, Panchayat Pradhan.	,,
	3.	Shri Bhakta Mohan Riyan, -do-	,,
	4.	Shri Krishna Karbari, -do-	,,
	5.	Shri Surendra Kr. Choudhury -do-	,,
	6.	Shri Purbasing Roaja, -do-	,,
	7.	Shri Many Kr. Roaja, -do-	,,
	8.	Shri Khabaky Karbari, -do-	,,
	9.	Shri Ratanmani Roaja, -do-	,,
	10.	Shri Girish Roaja, -do-	,,
	11.	Shri Purnakrishna Tripura, -do-	,,
	12.	Shri Amiya Kanta Dewan, -do-	,,
	13.	Shri Nirodh Choudhury, -do-	,,
	14.	Shri Ramkrishna Choudhury, -do-	,,
	15.	Shri Pradhan Chandra Shalpati, Influential person.	,,
	16.	Shri Dhananjoy Riyan Choudhury, -do-	,,
	17.	Shri Rashi Kumar Roaja, -do-	,
	18.	Shri Jaliram Riyan, -do-	,,
	19.	Shri Brindaban Das, -do-	,,
Sabroom Block.	1.	Shri Anju Mag Choudhury, M. L. A.	Member.
	2.	Shri Jagabandhu Khisa, Panchayat Pradhan.	,,
	3.	Shri Rabindra Kumar Ghosh, -do-	,,
	4.	Shri Rashmani Dutta, -do-	,,
	5.	Shri Thairy Mag Choudhury, -do-	,,
	6.	Shri Angajoy Choudhury, -do-	,,
	7.	Shri Krishna Kanta Choudhury, -do-	,,
	8.	Shri Harendra Kumar Dutta, -do-	,,
	9.	Shri Jadumohan Singh, -do-	,,
	10.	Shri Gouranga Ch. Basak, -do-	,,
	11.	Shri Ranada Ranjan Sarkar, -do-	,,
	12.	Shri Gnanendra Narayan Ray Choudhury, -do-	,,
	13.	Shri Kalipada Bhattacherjee, Influential Person.	,,
	14.	Shri Haritosh Nandi, -do-	,,
	15.	Shri Matari Choudhury, -do-	,,
	16.	Shri Chandramohan Choudhury -do-	,,

UNSTARRED QUESTION NO. 425.

By Shri Nishi Kanta Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ফরেষ্ট বিভাগের সঙ্গে ফরেষ্ট জুমিয়াদের যে এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে তাহার সর্ত্ত কি কি ?

২। কোন ঘন লোক বসতি মৌজায় ফরেষ্ট রিজার্ভ করার Indian Forest Actএ কোন বিধান আছে কিনা ;

৩। থাকিলে কোন সনে এই আইন পাশ হইয়াছে ?

উত্তর

১। সর্ত্ত সম্বলিত চুক্তিপত্রের কপি অত্র সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

F. D. Spl Form No. 51

SPECIAL FORM OF AGREEMENT FOR FOREST VILLAGERS IN TRIPURA

Articles of agreement made and entered into this day of 19 , between the Chief Commissioner of the Union Territory of Tripura hereinafter referred to as the party of first part and Sri/Srimati ... ... Son/daughter of... ... ... hereinafter referred to as party of the second part.

Whereas the party of the second part desires to render service in the Forest Department of the Tripura Administration in lieu of the privilege of being granted for cultivation of service land of not exceeding 10 Kanis in extent at... ... ... in the part of the... ... ... Reserved Forest situated in the ... ...Sub-Division, of District Tripura within the following boundaries :—

North... ... ...
East ... ...
South... ... ...
West ... ...

1. The party of the second part shall be allowed to cultivate land in the area specified above on payment of annual "land revenue" at the rate of 0.50 P. (Fifty paise) per kani, so long as he performs the duties and observes the conditions hereinafter prescribed. No land revenue shallbe levied for bari or homestead land upto one kani.

2. The party of the second part shall deposit Rs. 30·00 at security with the party of the first part as earnest money for the due performance and observance of the duties hereinafter prescribed.

3. The land shall be held as service land and shall not be alienable and shall be liable to resumption When the services of the party of the second part or of his successor shall no longer be required or when such a course is otherwise found necessary by the Forest authorities, Administration shall have the right to dispense with the services of the party of second part or of his successor on one month's notice and to resume the grant at any time it pleases and in such event any standing crop sown by the party of the second part shall be disposed of by the Divisional Forest Officer for the benefit of the party of the second part. In such event he shall not be entitled to receive any compensation.

4. The party of the second part shall cultivate only such part or parts of his service land within the above specified area as the Forest Officer in Charge of the Division (hereinafter termed the Divisional Forest Officer) shall permit

5. The party of the second part shall by proper husbandry keep in fertility the land granted for cultivation to the satisfaction of the Divisional Forest Officer.

6. The party of the second part himself with his dependants shall whenever called upon by the Divisional Forest Officer perform such works as may be ordered by the Divisional Forest Officer to be done for the preservation, protection and improvement of the Government Reserved Forest to the following extent :—

(a) Raise forest crop in conjunction with field crop over one acre of land free of cost including clearfelling, burning, reburning and weedings in the manner prescribed by the Divisional Forest Officer. All other works shall have to be done for which wages at the current rate will be paid

(b) Any other work relating to the improvement of forest as directed by the Divisional Forest Officer upto 20 days per annum on current daily wages.

6. (b) (i) a day's work shall mean 7 hours work.

(ii) the party of the second part shall not engage himself to work for any employer other than the Forest Department except with the permission of the Divisional Forest Officer.

7. The party of the second part and his dependants will be permitted (a) to cut, collect and remove on payment of royalty for their own use sufficient quantity of forest produce to erect and maintain their houses, for

agricultural implements, and ten cart loads of fuel annually preferably from the nearest clearfelling coupe or the area selected by the Divisional Forest Officer from time to time, but may be allowed the aforesaid materials free of royalty if they elect to render five days free labour annually in lieu of paying royalty.

(b) To graze free of charge within the portion of the Reserved forests adjacent to the village site, such cattle as the Divisional Forest Officer may consider necessary for the cultivation of the land or any other purpose.

8. The party of the second part and his dependants shall not be permitted to do any of the following acts :—

(a) Cut, lop or damage in any way any standing tree growth without the written permisson of the Divisional Forest Officer.

(b) Kindle or carry fire in any part of the Reserved Forest.

(c) Graze cattle in any part of the Reserved Forest closed by order of the Forest authorities.

9. The party of the second part shall not be permitted to invite any outsider and allow him to stay in the land allotted for homestead in the forset village without the written approval of the Divisional Forest Officer.

10. The party of the second part, his dependants and his servants shall faithfully observe all the executive orders of the Divisional Forest Officer and his Superior Officer from time to time and shall prevent and report all forest offences coming within their knowledge forthwith.

11. The party of the second part shall dismiss any dependant or servant whose presence is not approved by the Divisional Forest Officer and such dependant or servant shall leave the Reserved Forest forthwith, and he shall not harbour on his premises any person who has been ordered to be removed from any location in the Reserved-Forest.

12. The party of the second part shall make every endeavour to put out any fire that may occur in or approach the Reserved-Forest and plantations without being specially called upon to do so.

13. The Divisional Forest Officer shall have power at any time to declare this agreement terminated if in his opinion the party of the second part fails to comply with all or any of the preceding clauses of this agreement and in the event of the agreement being thus declared terminated, any standing crop shall be liable to forfeiture to Government and may be disposed of as the Divisional Forest Officer may deem fit and proper. An appeal against such summary eviction and forfeiture shall be to the Chief Forest Officer,

Tripura, whose decision thereon shall be final. An appeal so preferred shall be submitted within thirty days of the date of the order of eviction and forfeiture.

14. In the event of termination of this agreement by the Forest Officer for the breach on non-observance of any of the terms of this agreement, or should the party of the second part abandon the grant and leave the service land in an unfertile condition, the security deposited under clause 2 hereof shall be liable to confiscation to the party of the first part under the hand of the Divisional Forest Officer.

15. In the event of any dispute arising between the Forest Officer and party of the second part as to the construction or intent of this agreement or of any part thereof or with reference to any matter connected therewith or relating thereto such dispute shall be referred to the Chief Forest Officer, Tripura, whose decision thereon shall be final and conclusive between the said parties.

Signature or mark of the party of the second part.
Dated, the day of 19 .
Signature of first witness.
Signature of second witness

Signature of Divisional Forest Officer on behalf of the Chief Commissioner of the Union Territory of Tripura.

UNSTARRED QUESTION NO 474.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। Sadar Mohanpur Bazar হইতে রাধানগর স্কুল হইয়া বড়মুড়া পর্য্যন্ত যে পুরাতন রাস্তা ছিল তাহা গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা হইয়াছে কিনা ?

২। ঐ রাস্তাটি উক্ত এলাকার জনগণের পক্ষে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বলিয়া সরকার মনে করেন কি ?

৩। রাস্তাটি উন্নত করার কাজ সরকার দ্রুত আরম্ভ করিবেন কি ?

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 502.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :-

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট এলাকায় ১৯৬৭-৬৮ সালে কতজন উপজাতীয় বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য free permit এর জন্য আবেদন করেন। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২। মোট কতজনকে ঐ free permit দেওয়া হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে উপজাতীয় প্রজা কত তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

৩। ইহা কি সত্য যে free permit পাইতে হইলে Ranger Office এ যাইতে হয় এবং ইংরেজী form এ আবেদন করিতে হয়।

৪। সরকার free permit বিলির অধিকার পঞ্চায়েৎ প্রধানের হাতে দিবেন কি ?

ANSWER

1.

2.

3. তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

4.

UNSTARRED QUESTION NO. 503.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে ভারতীয় বন আইন ও তাহার বিধি, উপবিধি অনুসারে মোট কত মামলা দায়ের হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। মোট কতটি ক্ষেত্রে শাস্তি হইয়াছে ;

৩। যদি জরিমানা আদায় হইয়া থাকে ; তাহার মোট পরিমাণ কত ?

ANSWER

১।
২।
৩। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 504.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরার ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লকগুলিতে মোট কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কত ছাত্র ও ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

৩। ছাত্র ও ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিত থাকার অনুপাত কত ?

৪। যদি উপস্থিতির অনুপাত সন্তোষজনক না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

Information is under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 506.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গত ১৩-১০-৬৮ তারিখে একটি Patrol Guard মোহনপুর তহশীলের বড়গাথা গ্রামের শ্রীবিশা চন্দ্র দেববর্ম্মার নিকট হইতে ঘুষ আদায় করিয়াছে এই অভিযোগ সরকার অবগত আছেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে, বড়গাথা গ্রামের আরো অনেক উপজাতীয় কৃষক বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন

৩। এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইলে তাহার ফলাফল ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। ১নং প্রশ্নের অভিযোগ মূলে তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে অভিযোগ ভিত্তিহীন। অবৈধভাবে বনজবস্তু সংগ্রহ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিভাগীয় বিচারে সরকারের প্রাপ্য পেট্রল অফিসার কম আদায় করায় রেঞ্জ অফিসারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাকী প্রাপ্য মং ৬.৫৪ পয়সা আদায় করা হইয়াছিল। ইহাতে ঘুষের প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 622.

by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন Flood Control Board গঠিত হইয়া থাকিলে তাহার সদস্যের নাম এবং কি ভিত্তিতে উহা গঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। ঐ Board এ পর্য্যন্ত কতবার meet করিয়াছে এবং ঐ সকল বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহের সারাংশ।

৩। ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তর

১। নিম্ন লিখিত সদস্যদিগকে নিয়া একটি Flood Control Board গঠিত হইয়াছে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (মুখ্য মন্ত্রী)		সভাপতি
শ্রীমনসুর আলী (উপমন্ত্রী)		সদস্য
শ্রীউমেশ লাল সিংহ (বিধান সভা সদস্য)		,,
শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত	(,,)	,,
শ্রীরাধিকা রঞ্জন দত্ত	(,,)	,,
শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী	(,,)	,,
প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার	ত্রিপুরা	,,
জেলা শাসক	ত্রিপুরা	,,
কৃষি অধিকর্ত্তা	ত্রিপুরা	,,
নির্ব্বাহী বাস্তকার (ইনভেষ্টিগেসন)	ত্রিপুরা সদস্য	(সেক্রেটারী)

জনস্বার্থের প্রয়োজনে কার্য্যপোযোগী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।

২) গত নভেম্বর মাসে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, এখনও উহার কোন সিটিং বসে নাই।

৩) ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 567.

By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লকের মারফতে কৃষি বিভাগ বিশালগড় ব্লক এলাকায় বরোধান উৎপাদনের কাজে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য কোন কোন ছড়াতে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ বাবত কত টাকা মঞ্জুর করেছেন ?

২। যদি মঞ্জুর হইয়া থাকে, টাকার পরিমাণ, ছড়া এবং গ্রামের নাম ?

ANSWER

১। } কৃষি বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত বিশালগড় ব্লক এলাকার অস্থায়ী বাঁধের
২। } ছড়ার নাম, গ্রামের নাম ও টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ছড়ার নাম	গ্রামের নাম	টাকার পরিমাণ
১)	কেন্দ্রাইছড়া	টাকারজলা	১,৫৬১
২)	গুলিবাইছড়া	বিশ্রামগঞ্জ	২.৩২০
৩)	চরকাইছড়া	জাম্পইজলা	১.৫৩৭
৪)	তারাপাদাদোমা	বিশ্রামগঞ্জ	১,০৪০
৫)	দিনেরজলা	মধুপুর	১,০৪০
৬)	শংকুমাছড়া	জাম্পইজলা	১,১৮৭
৭)	পাথালিয়াবাড়ী	গোলাঘাটি	৩,৫৬৮
৮)	রাঙ্গাপানি	নবিনগর	১,২৭৪
৯)	রাঙ্গাপানি	দক্ষিণ চরইলাম	৯৪২
১০)	ত্রিপুরাকি	গোলাঘাটি	২.২৭৫
		মোট—	১৬,৭৪৪

UNSTARRED QUESTION NO. 579.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
১) সদর মোহনপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত রাধানগর শিপিলংছড়া বাঁধ, গন্দারুবিরীছড়া বাঁধ এবং চাঁচু সোনাছড়া বাঁধ নির্মাণের কাজ কবে শুরু হবে ? ২) উক্ত এলাকার কৃষকদের জমিতে জলসেচের পক্ষে ঐ বাঁধগুলির গুরুত্ব অনুভব করিয়া সরকার উহা তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করিবেন কি ?	Materials are under collection

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 31st January , 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 31st January, 1969.

PRESENE

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker in the Chair, the Cheif Minister, Four Ministers, Dy. Speaker, Dy. Minister. and twenty two Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Questions. Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 326.

Shri S. L. Singh :—Question No. 326 Sir.

প্রশ্ন

(1) মহারাজার আমলে Tribal reserve areaর ভিতর অ-আদিবাসীদিগকে জমি বন্দোবস্ত দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(2) যদি থাকে, tribal reserve areaর অন্তর্ভুক্ত অমরপুর মহকুমায় অ-আদিবাসী প্রজারা কোন জমি বন্দোবস্ত পাইয়াছে কি ?

(3) যদি না থাকে, Tribal reserve areaর ভিতর যে সব অ-আদিবাসী প্রজা খাস ভূমি আবাদ করে আছে, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করিতেছেন কি ?

উত্তর

1
2. } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
3.

Mr. Speaker :—Shri Nishikanta Sarker.

Shri Nishikanta Sarker :—Question No. 422 Sir.

Shri S. L. Singh :—Question No. 422 Sir.

প্রশ্ন

১) উদয়পুর ধোবাইছড়ি গোদারা ঘাটের ইজারার মেয়াদ শেষ হইয়াছে কি না ;

২) হইয়া থাকিলে সরকারের প্রাপ্য সম্যক টাকা আদায় হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে কোন্ সনে কত টাকা আদায় হইয়াছে ;

৩) অনাদায়ী থাকিলে আদায়ের ব্যবস্থা কি ?

উত্তর

১) ১৯৬৮ইং সনের ১৫ই আগষ্ট সেতু চালু হওয়ার দরুণ ইজারা ম্যায়াদের অবসান হইয়াছে।

২) আদায় হয় নাই। ১৩৭৪ বাং জন্য, ৭৩৮৩·২৫ এবং ১৩৭৫ বাং জন্য ২৯৪৩·৭৫ প: বাকী আছে

৩) আদায়ের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 431.

Shri S. L. Singh :—Question No. 431 Sir.

QUESTION

(a) What is the total number of employees in the Settlement Department in Tripura ?

(b) Is it a fact that the number of employees is more than what is necessary at present ?

(c) Is there any contemplation of retrenchment of the staff ?

(d) In case of retrenchment, is there any contemplation to absorb the persons retrenched in other Department ?

ANSWER

(a) 903.

(b) No. Requirement of staff is reviewed from time to time and is being done even now.

(c) & (d) Review of staff is a continuous process. A number of employees are serving in this temporary organisation from other States and Departments. These will be reverted to their parent States or Departments. Attempts will be made to find suitable jobs for the surplus staff in other Department including re-organised revenue set-up.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ডি'তে বলা হয়েছে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে নেওয়া হবে। যদি সারপ্লাস না থাকে তাহলে রিট্রেন্সমেণ্টের প্রশ্ন আসে না।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ইট ইজ এ টেম্পোরারী ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্টাফ যদি রিট্রেন্ড্ হয়, তাহলে কি অন্য ডিপার্টমেণ্টে নেওয়া হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এ্যাজ ফার এ্যাজ প্রেক্টিক্যাব উই স্যুড এ্যাবজর্ভ দেম।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত স্টাফ পাঁচ, সাত বছর যাবৎ সার্ভিস করছেন, তাদেরকে এ্যাজর্ভ করা হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্যাট এ্যাজ ফার এ্যাজ প্র্যাক্টিক্যাবল দে স্যুড বি এবজর্ভড।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :— এই যে ৯০৩ জন স্টাফ, তার মধ্যে কতজনকে কোয়াসী-পার্মানেণ্ট করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—যাদের কোয়াসী পার্মানেণ্ট করা হয়েছে, যদি রিট্রেনস্মেণ্টের প্রশ্ন আসে, তাহলে তারা রিট্রেনস্মেণ্টে পড়বে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত :— যাদের পার্মানেণ্ট করা হয়েছে তারা রিট্রেণ্টস্মেণ্টে পড়বে কি না ?

Shri S. L. Singh :— This Department is temporary one, so this question does not arise at all.

Mr. Speaker :— Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :— Question No. 456.

Shri S. L. Singh :—Question No. 456 Sir.

প্রশ্ন

১) Land Revenue & Land Reforms Act হইতে ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে Survey Operation হইতেছে তাহাতে প্রাক্তন মহারাজ আমলের old records ব্যবহৃত হইতেছে কি না ?

২) যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, যেখানে যতটুকু প্রয়োজ্য, সেখানে ততটুকু ব্যবহৃত হইয়াছে

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— পুরাণো জোতগুলি যে ছিল, সেই জোতগুলি জোত হিসাবে রাখা হয়েছে না খাস করে নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Question No. 524.

Shri S. L. Singh :— Question No. 524, Sir.

QUESTION.	ANSWER.
a) Total number of Tripura Government Panchayat Secretaries serving for more than three years ;	310 Panchayat Secretaries have completed three years of continuous service.
b) Whether the Govt. has declared the Govt. Panchayet Secretaries serving for more than 3 years as quasipermanent keeping in view the direction of the Government of India about the Govt. employees serving for more than three years ?	Cases are under scrutiny.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, যারা থ্রী ইয়ার্সের অতিরিক্ত সার্ভিস করছেন, তাদের কোয়াসী পার্মানেন্ট করা সম্বন্ধে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ডিরেক্শান আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পর্য্যন্ত কাউকে কোয়াসী পার্মানেন্ট করা হয়েছে কি না এই ডিপার্টমেন্টে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

Shri P. R. Das Gupta:--This is relevant question Sir.

Mr. Speaker ;— Hon'ble Minister demands notice. He has right to demand noticc.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Incase of relevant question, Sir ?

Mr. Speaker :— According to him it is not relevant.

Shri P. R. Das Gupta :— I want to know the view of Hon'ble Speaker on this point.

Mr. Speaker :—What is your point ?

Shri P. R. Das Gupta :— Whether this supplementary question is relevant or not ? I want ruling from the Hon'ble Speaker.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, the main question of our Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Dasgupta is, "(a) Total number of Tripura Govt. Panchayat Secretaries serving for more than 3 years". I have replied on that point, "310 Panchayat Secretaries have completed 3 years continuous service". (b) "Whether the Govt. has declared the Govt. Panchayat Secretaries serving for more than 3 years as quasi-permanent keeping in view the direction of the Government of India about the Govt. employees serving for more than 3 years". I have given the answer, ' Cases under Scrutiny".

Shri P. R. Dasgupta :— I want to know the direction of the Government of India.

Shri S. L. Singh :— For that reason I demanded notice.

Shri P. R. Dasgupta :— Govt. of India's direction is under scrutiny. Then Hon'ble minister should show what is the direction of the Govt. of India ?

Shri T. M. Dasgupta :— Whether his question is relevant Mr. Speaker, Sir

Mr. Speaker :— His question is no doubt relevant. But the Hon'ble Minister has demanded notice for it which he can claim.

Shri Aghore Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir. I want to raise a question of breach of privilege against the Hon'ble Chief Minister, because he has curtailed the rights of the members of the House. ব্যাপার হচ্ছে আমরা মোটামুটিভাবে জানি প্রশ্নগুলি যদি রিলেভেন্ট হয় এবং উনি যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই সময় চাইবেন এবং এই রাইট মিনিষ্টারদের আছে, এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ডিমাণ্ড নোটিশ বলার অর্থ ফ্রেশ নোটিশ চাওয়া। কাজেই এই দিক দিয়ে মিনিষ্টাররা প্রত্যেকটা রিলেভেন্ট কোশ্চানে ডিমাণ্ড নোটিশ বলার কোন অর্থ হয় না। কাজেই এর দ্বারা মেম্বারদের অধিকারকে খর্ব করা হয়। সেই দিক দিয়ে মিনিষ্টারদের বিরুদ্ধে আমি ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশন আনছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উইথ ইওর পার্মিশান আই লাইক টু সাবমিট। একটা কোশ্চান যখন থাকে তখন সাপলিমেন্টারী কোশ্চান হয়। আমাদের যদি রুলস অব বিজনেস দেখা যায় তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে, সাপলিমেন্টারী সুড নট বি ওয়াইডার দ্যান দি অরিজিন্যাল কোয়েশ্চান। কাজেই যে সাপলিমেন্টারীগুলি হবে সেটা মুল প্রশ্নের স্কোপের ভিতরে থাকবে। কিন্তু স্কোপের বাইরে যখন থাকে তখন মিনিষ্টার বলতে পারেন যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ। ইভেন ফর দি রিলেভেন্ট পয়েন্ট অলসো মিনিষ্টার হ্যাজ

রাইট টু ডিমাণ্ড নোটিশ। কারণ একজন মিনিষ্টার তার ইনফরমেশন অনুযায়ী উত্তর দেন। তার ইনফরমেশন যতটুকু থাকে ততটুকুই তিনি উত্তর দিতে পারেন। তার ইনফরমেশনের বাইরে থাকলে তিনি নোটিশ ডিমাণ্ড করতে পারেন। মনের থেকে কোন উত্তর যদি মিনিষ্টার দেন তাহলে সেটা কারেক্ট নাও হতে পারে। কাজেই উনি যে নোটিশ চেয়েছেন এর দ্বারা ব্রিচ অব প্রিভিলেজ হতে পারে না। তবে মেম্বাররা বলতে পারেন যে ঘন ঘন কেন নোটিশ চাইছেন? কিন্তু যেখানে উত্তরটা রেকর্ডে নেই সেখানে তিনি মনের থেকে দিলে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা থাকতে পারে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister may demand notice. But you cannot decide.

Shri T. M. Das Gupta :—I have not decided this. I like to submit this matter for your information, and this is my submission.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, you have given your statement in this matter.

Shri S. L. Singh :—উনি বললেন যে এটা ব্রিচ অব প্রিভিলেজ। আমরা বললাম এটা ব্রিচ অব প্রিভিলেজের আওতায় পড়ে না। এখন স্পীকার টু ডিসাইড।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঘন ঘন নোটিশ চান তাহলে আমাদের মনে হয় মন্ত্রীরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসেন না। সেজন্য স্পীকার মহোদয় যদি বলে দেন মন্ত্রী মহোদয়দের প্রিপেয়ার হয়ে আসতে তাহলে ভাল হয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অ্যানাদার পয়েন্ট। প্রিপারেশান আমাদের ক্ষেত্রে যতটুকু করার ততটুকু আমরা করে আসি। এখন একটা প্রশ্ন যদি করেন কেউ এখানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কতজন আছে এবং তারা কোথায় আছে, এইরকম যদি কোন সাপলিমেন্টারী আসে তাহলে আমার নোটিশ ডিমাণ্ড করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এতে যদি আমরা দোষী হই তাহলে হতে পারি। কারণ কোন সময়ে কে কোথায় ট্র্যানসফার হল সেটা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে নোটিশ ডিমাণ্ড করা রিলেভেন্ট।

Shri U. K. Roy :—Mr. Speaker, Sir, if a member raises a question of privilege it is for the Speaker to decide. Is there any scope for any other member, or Minister to put forward any observation? Is it not encroachment.

Mr. Speaker :—He has given his suggestion.

Shri U. K. Roy :—Is it for his judgement.

Shri T. M. Dasgupta :— I have not given my judgement. I do not want any body to be victimised.

Shri U. K. Roy :—The party is not going to be victimised. If the supplementary is raised it is raised with the permission of the Speaker and the Speaker has every right to allow or disallow his question. The supplementary is asked by saying "Supplementary Sir, that means before raising the question the member concerned asks permission of the Speaker. If the Speaker keeps silence it means that it has been admitted. I mean to say this only that there should not be anybody in between the member asking the question and the Speaker.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে কিনা। দুইটা দুই জিনিষ। ডিমাণ্ড নোটিশ আমি যতদূর বুঝি সেপারেট নোটিশ চাওয়া। আর একটা হচ্ছে সময় নেওয়া। এই হাউসের মধ্যে মিনিষ্টাররা সময় নেন না তা নয়, উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু আমার কথা হল ডিমাণ্ড নোটিশের অর্থ যদি সময় চাওয়া হয় তা হলে মিনিষ্টার উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু উত্তর কোন সময়েই দেওয়া হয় না। রিলেভেণ্ট কোয়েশ্চানেও বলা হয় ডিমাণ্ড নোটিশ। সর্ব্বত্র যদি এইভাবে ডিমাণ্ড নোটিশ চলতে থাকে তাহলে হাউস চলবে কি করে। মেম্বারদের সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান পুট করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি বলছি এটা কারটেলমেণ্ট অব দি রাইটস অব দি মেম্বারস। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমি মাননীয় সদস্যদের অধিকার ভংগের অভিযোগটা মিনিষ্টারদের বিরুদ্ধে এনেছি।

Shri T. M. Dasgupta :—Sir, if you kindly permit, I may submit. The thing is that it is now the question hour. Whether any privillage motion or anything can be discussed in the question hour or that can be taken later on ?

Mr. Speaker :—Yes, we have got one hour for question. So this thing will be decided later on.

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Starred Question No. 542.

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of Revenue Department) :—Starred Question No. 542.

প্রশ্ন

ক) সেটেলমেণ্ট অফিসারের অফিস হইতে ৬ (ছয়) জন এল, ডি, ক্লার্ককে ২৪/১২/৬৮ ইং তারিখে আগরতলা ট্রেজারীতে কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসার মহাশয় এক আদেশ দিয়েছিলেন কিনা ?

খ) যদি এরূপ আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ছয় জন ক্লার্ক সেটেলমেণ্ট অফিসার মহাশয়ের আদেশানুসারে আগরতলা ট্রেজারীতে কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন কি ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) তাহারা কার্য্যে যোগদানের জন্য রিপোর্ট করিয়াছিল, কিন্তু প্রশাসনের সুবিধার্থে তাহাদিগকে সেটেলমেন্ট বিভাগে ফিরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং তথায় অপর ছয়জন কেরাণীকে ট্রেজারীতে নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—যে ছয়জনকে ট্রেজারীতে কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা এখন সেটেলমেন্ট বিভাগে আছে তা প্রশ্নের উত্তরে জানলাম। যে কয়দিন তারা ট্রেজারীতে কাজ করেছিল, সেই কয়দিনের জন্য তারা কোন বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (মিনিষ্টার ইন চার্জ অব রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট) ঃ—কোন ডিপার্টমেন্টের ছিল, সেটা জানতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—তাদেরকে আদেশ দেওয়ার ফলে তারা ট্রেজারীতে যোগদান করেছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (মিনিষ্টার ইন চার্জ অব রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট) :—On 24. 12.68 the Settlement Officer released 6 L. D. Clerks from his office for reporting to the Treasury Officer, Agartala, accordingly they submitted their joining reports on 24. 12. 68 to the Treasury Officer, Agartala. But their joining reports were not accepted by the Treasury Officer as they were not senior most and they have not sufficient knowledge of Treasury works. And hence they were taken back by the Settlement Department subsequently. Another batch of 6. L.D. Clerks of the Settlement Department have been selected forthe Agartala Treasury by the District Magistrate & Collector and they were ordered to join their respective posts.

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে ৬ জনকে আগে আগরতলা ট্রেজারীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা ট্রেজারীর কাজে উপযুক্ত তা আগে চিন্তা করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (মিনিষ্টার ইন চার্জ অব রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট) ঃ—আমি বললাম যে, ৬ জনকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তারা বসে যখন ঠিক করে তখন সেখানে ডিষ্ট্রীক মেজিষ্ট্রেট এ্যাণ্ড কালেক্টর ও ছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ—আগের ৬ জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আরও ৬ জনকে ট্রেজারীতে যোগ দেওয়ার জন্য বলা হয়, তারা পূর্বের ৬ জনের থেকে সিনিয়র কি জুনিয়র ?

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of Revenue Deptt) :—**Hon'ble Speaker Sir, in pursuance of the Settlement Department Order they submitted their joining reports to the Treasury Officer, Agartala but as they were not senior most and they had no sufficient experience for the treasury works, their joining reports were not accepted. An hence they have been taken back by the Settlement Department.**

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের ত্রিপুরাতে এই রকম কোন সীষ্টেম আছে কিনা যে কোন ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারী সারপ্লাস হলে জুনিয়র-দিগকে আগে এবজর্ভ করা হবে, আর অন্য যারা থাকবে তারা বাকী কাজগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবে, সেই রকম চিন্তা করে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি যে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা কোন সিষ্টেমের প্রশ্ন নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জুলাইবাড়ী এলাকার (বিলোনীয়া) সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিসটি কর্ত্তৃপক্ষ সহসা উঠাইয়া নিতে চাহেন কিনা ?

২) যদি চাহেন, তবে ইহার কারণ কি ?

৩) উক্ত এলাকার নামজারী, খাসজমি সম্পর্কিত নোটিশ ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা ?

১) হাঁ।

২) যে সার্ভে সেটেলমেণ্ট কার্য্যের জন্য, জোলাইবাড়ীতে ক্যাম্প অফিস খোলা হইয়াছিল, সেই সার্ভে সেটেলমেণ্ট কার্য্য অর্থাৎ সেই এলাকার গ্রাম সমূহের রেকর্ড অব রাইট (স্বত্বলিপি) পূর্বেই চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তদহেতু উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

৩) না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে উক্ত এলাকায় জরীপের বহু কাজ এখনও বাকী আছে, অর্থাৎ ল্যাণ্ড ডিসপুট বা নামজারী ইত্যাদির ব্যাপারে বহু কাজকর্ম এখনও পেণ্ডিং আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা হ'ল

১) ইহা কি সত্য যে জুলাইবাড়ী এলাকায় সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিসটি কর্ত্তৃপক্ষ সহসা উঠাইয়া নিতে চাহেন কিনা ?

২) যদি চাহেন, তবে ইহার কারণ কি ?

৩) উক্ত এলাকার নামজারী, খাসজমি সম্পর্কে নোটিশ ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা ?

আমি বলেছিলাম 'না'

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—(মিনিষ্টার ইন চার্জ অব রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—দেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী (এবসেন্ট)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোমোহন দেববর্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬২৪।

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of Food Department) Starred Question No. 624.

QUESTION

1) No. of agriculturist who have been given requisition notice (rice and paddy) during 1968-69 ;
2) Expected paddy and rice to be collected from them ;
3) whether there is any other source for requisition of paddy and rice save and except from the agriculturists ?

ANSWER

1) 4,446 nos.
2) Paddy ... 5,376 M. T.
   Rice ... Nil.
3) No.

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সমস্ত বিজনেস ম্যান চাউল এবং ধানের ব্যবসা করেন তাদের থেকে কালেকশানের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা বা তাদের উপর রিকুইজিশনের কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—যদি এই রকম পাওয়া যায়, তাহলে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মুখ্য প্রশাসক যে পাওয়ার ডেলিগেট করেছেন ডি, এম, এ্যাণ্ড কালেক্টরকে, সেই পাওয়ার এস, ডি, ওদের ডেলিগেট করা যায় কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে, ওয়েষ্ট বেঙ্গল হাই কোর্ট থেকে যে রুলিং জারী করা হয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের প্রতি যথা ডি, কে, বসু এবং মিত্র, হাই কোর্টের জজ সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে তাদের যে রুলিং জারী হয়েছে, তার প্রতি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা যে এটা অবৈধ।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে আমাদের এখানে পেডি এ্যাণ্ড রাইস রিকুইজিশনের জন্য লেভীর নোটিশ জারী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আগেই বলা হয়েছে যে ফর দি প্রকিউরমেণ্ট অব রাইস এ্যাণ্ড পেডী লেভী অর্ডার হ্যাভ বিন সার্ভড টু দি প্রডিউসার্স অব ল্যাণ্ড ওনার্স অব এবাভ ফাইভ একরস।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—৫ একরের নীচে ল্যাণ্ড যাদের আছে, তাদের উপরও লেভীর নোটিশ জারী করা হয়েছে, এই রকম অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এসেছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—এই সম্পর্কে আমাদের মেম্বারদের সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে যে যদি এই রকম কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তবে মাননীয় সদস্যেরা তাদের নাম, ধাম প্রভৃতি দিয়ে এস, ডি, ও অথবা এ, ডি, এম. (ফুড)কে জানালে পর তারা যথাযথ ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যারা ল্যাণ্ডলেস এমন লোকের নামেও এই লেভীর নোটিশ জারী করা হয়েছে, এসব তথ্যাদি সরকার অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—সরকার অবগত নহেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মুহূর্তে বললেন মেম্বারদের নাকি বলেছেন ভুলত্রটি সংশোধন করার জন্য, এই মেম্বার কারা ? তারা কি পঞ্চায়েত মেম্বার না এ্যাসেম্বলীর মেম্বার ? কোন সময়ে এবং কোন তারিখে তারা এটা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার আছেন, ব্লকের মেম্বার আছেন, তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করার জন্য সেখানকার এ, ডি, ও এবং এ, ডি, এম (ফুডকে) ডিরেকশান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যে সমস্ত নোটিশ জারী হয়েছে, সেগুলি সংশোধনের জন্য এস, ডি, ও'র কাছে যখন বলা হয় তখন তাঁরা বলেন যে সেটা চীফ কমিশনারের পাওয়ার, আমাদের করার কিছু নেই এটা ঠিক কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ নট নোন টু মি।

শ্রীএর্সাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে নোটিশগুলি সার্ভ করা হয়, কার পরামর্শে সার্ভ করা হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইনানুগ ভাবে করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, আইনের মধ্যে কি আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ত্রিপুরায় যে এ্যাকুইজিশান নোটিশ গিয়াছে, সেটা গত বছরের তুলনায় কম না বেশী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কিছুটা কম।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—গতবার সংগ্রহ ব্যাপারে অনেক আন্দোলন হয়েছিল, এবারে তার কোন আভাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পেয়েছেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩১।

QUESTION

1. Whether Noabadi Village under Jirania Block has been declared as a Model Village ?

2. If it is declared as a Model Village, when ?

3. What kind of facilities are given to the inhabitants of the Model Village ?

ANSWER

1. Yes.

2. In the year 1962-63.

3. In Model Village, Housing Loan to the extent of 80./· of the estimated cost are given to the intending inhabitants, subject to a maximum of Rs. 2500/-, for construction of improved houses. Village roads are constructed and improving connecting the village to important places and financial assistance is given for the same,

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নোয়াবাদী গ্রামের কয়জন গ্রামবাসীকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য লোন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র দেশের জন্য গ্রাম-এ উন্নত ধরণের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত প্রতি ঋণ গ্রহীতাকে ১৫০০ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হত অতঃপর এই অর্থকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন ছিল নোয়াবাদি গ্রামের কতজন গ্রামবাসী ঐ ঋণ পেয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—**The village Noabadi has 88 families. out of which 66 families i. e. 75% of the families will get housing loan estimated to be 1,42,000 upto the year 1967-68 and amount of Rs. 82,750 was paid to 44 families as loan.**

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, হাউসিং লোনের জন্য কতজন দরখাস্ত করেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কয়েকজনকে লোন দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ট্রাইবেল কতজন এবং নন-ট্রাইবেল কতজন।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা লোন পেয়েছে, তাদের টাকা মার্কেটাং কো-অপারেটীভ-এ জমা রাখতে হয় একথা সত্য কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ইট ইজ নট নোন টু মি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা ১৯৬২ সনে লোন পেয়েছে, তারা এই পর্য্যন্ত সব টাকা পেয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লি বলতে পারেন, জিরানীয়া মার্কেটাং কো-অপারেটীভের সভাপতি শ্রীআশুতোষ বাবু নাকি তাদের বাধ্য করেছেন যে মার্কেটাং কো-অপারেটীভে টাকা রাখতে হবে ?

শ্রীএস, এল সিংহ ঃ—আমার জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা। ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ঐ গ্রামের পক্ষ থেকে এই অবস্থার জন্য একটী প্রতিনিধিদল এসেছিল সরকারের কাছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ইট ইজ নট নোন টু মি স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh ;—Question No. 667.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 667.

Question

1. Under authority conferred by the Bombay Co-operative Societies Act 1925 as extended to Tripura how many Certficates have so far been issued by the Registrar of Co-operative Societies, Tripura since introduction of the said Act and what is the claim involved ;

2. How many such Certificates have been filed for execution with the authorities specified in Sec. 59 of the Bombay Co-operative Societies Aet 1925 as extended to Tripura ;

3. How many Certificates are pending with the execution authorities and period of tendancy (stage-wise) with reasons therefor ;

4. Whether the Certificates issued by Registrar, Co-operative Socieies has ever been struck off by any execution authority ;

5. If so, reasons for stricking off and what is the relevant legal provision ?

Answer

Minister-in-charge of Co-operation.

1. 1852 Certificatcs have been issued involving claim of Rs. 3,04,082·65 paise.

2. Certificates mentioned in (I) above were sent to the Claimant-Societies for submission to the Certificate Officers who are the authorities for execution. Number of certificates filed for execution by the societies are not available with this Department.

3. Not ava ilable in view of what has been stated in (2) above.

4. Yes, so far one certificate has been struck off by the Certificate Officer, Belonia.

5. The reason for striking off the case by the Certificate Officer, Belonia, as observed by him is "incorrect demand for realisation". The relevant section of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 as extended to Tripura i. e. Section 59B(2) reads as follows :

> "A certificate granted by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive. The arrears stated to be due therein shall be recoverable according to the law for the time being in force for the recovery of land revenue".

Moreover, executive instructions of the Collector, Tripura, for guidance of Certificate Officers in the matter of recovery of demand against certificates issued by the Registrar are in conformity with the above Section of the Act, and relevant extracts are reproduced below :

> "Under the existing rules any sum recoverable as arrear of land revenue can be so recoverd on a requisition from the Department concerned. As soon as the Registrar of Co-operative Societies issued a certificate for any particular sum the Certificate Officer need not go into the correctness of the certificate or need not issue notices to the party to show cause why the money be not recovered and he need not go into the question of whether the money as shown in the certificate is correct or not. He shall only issue notices to the parties to deposit the amount by particular date and if the parties fail to deposit the amount, he shall attach or sell the property of the person concerned as specified in the requisitition".

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ৩ লক্ষ টাকার উপর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। তার মধ্যে এই পর্যান্ত কালেকশান কত টাকা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—এখন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি যে টাকা সার্টিফিকেট অফিসার কালেকশন করেছেন সেটা ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি অনুসন্ধান করতে পারি স্পেসিফিক কেস্ পেলে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—যে সোসাইটিগুলি থেকে সার্টিফিকেট কেস করে টাকা আদায় করা হয় সেই টাকা সেই সোসাইটির নামে জমা না হয়ে ট্রেজারীতে জমা হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ Sir।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—এইরকম কত টাকা ট্রেজারীতে জমা দেওয়া আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি তো এই ব্যাপারে নোটিশ চেয়েছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে তিন বছর পর তমাদির যে প্রথা আছে সেটা কি কো-অপারেটিভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—কো-অপারেটিভের রুলস্ না পড়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে টাকা সার্টিফিকেট কেস করে আদায় হল সেই টাকা ব্যাঙ্কে থাকলে পার্টির যে ইন্টারেস্ট হয় ট্রেজারীতে জমা হওয়ার দরুণ সেই ইন্টারেস্ট কি তারা পাবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আইনতঃ পাওয়ার হলে পাবে যদি পার্টি ডিমাণ্ড করে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে টাকাটা আদায় করে যার টাকা তাকে না দিয়ে ট্রেজারীতে জমা পড়ে রয়েছে কেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমাণ্ডেড নোটিশ প্রিভিয়াস্লী।

মিঃ স্পীকার ঃ—ট্রেজারীতে আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারছেন না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—বিলোনীয়াতে যে কেসটা স্ট্রাক অফ করা হল তার জন্য কি ভায়লেশন অব দি অ্যাক্ট হচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি অ্যাক্টটা পড়ে শুনিয়েছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—যে জায়গায় ডিসিশান অব দি রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ফাইন্যাল সেই ক্ষেত্রে আবার হীয়ারিং করে কেস্ স্ট্রাক অফ কোন্ আইন বলে করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—অনারেবল স্পীকার স্যার, এটা পড়ে শুনিয়েছি, "A certificate granted by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive. The arrears stated to be due therein shall be recoverable according to the law for the time being in force for the recovery of land Revenue".

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—রিকভার হয় নি বলেই এই প্রশ্নটা উঠেছে। কারণ সার্টিফিকেট ইস্যু করার পরে হিয়ারিং হয়েছে কিন্তু টাকাটা রিয়েলাইজেশন হয় নাই, এটা কি ভায়লেশন অব দি ল' হচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—Law will take its own course, Sir.

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 332.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 332.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, যাহারা ডুম্বুর বাঁধ পরিকল্পার ফলে উচ্ছেদিত হইবে, তাদিগকে পুনর্ব্বসতি দেবার জন্য শুধু অমরপুর মহকুমাতেই Re-Servey করা হইতেছে।

২। যেহেতু বর্ত্তমান অবস্থাতে অমরপুর মহকুমা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সেইহেতু উচ্ছেদিত প্রজাদিগকে ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে ও পুনর্ব্বসতি দেওয়ার সুব্যবস্থা করার প্রয়োজন মনে করেন কি ?

উত্তর

১। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
২। }

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Question No. 446.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, question No. 446.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কাপড়ের দোকানের জন্য প্রদত্ত textile licencesএর সংখ্যা কত ;

২। নূতন টেকস্টাইল লাইসেন্সর জন্য কত দরখাস্ত পড়িয়াছে ;

৩। দরখাস্তকারীগণ লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা ;

৪। না পাইয়া থাকিলে কারণ কি ;

৫। লাইসেন্স বিহীন দোকানের সংখ্যা কত ;

৬। লাইসেন্স ইস্যুর অথরিটী কে ?

উত্তর

১। কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

২। ১৭১টী।

৩। না।

৪। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে কোন টেক্স্টাইল লাইসেন্স অর্ডার বলবত নাই।

৫। প্রায় ১৩০০টী।

৬। টেক্স্টাইল লাইসেন্সিং অর্ডার বলবত না থাকায় লাইসেন্স ইস্যুর অথরিটীর প্রশ্ন উঠেনা।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No 561.

Shri S. L Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 561.

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর সাব ডিভিশনের রৌয়া মৌজায় ও রাম খাসিয়া বা রামমাণ খাসিয়া নামীয় কোন খাস জোত বন্দোবস্ত ছিল কি বা আছে কি ?

খ) যদি ঐ নামে কোন জোত থাকে তবে উক্ত জোতে কতটুকু জায়গা বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং সেটেলমেন্ট জরীপে কি পরিমাণ জায়গা জোতের অন্দরে বন্দোবস্তের অতিরিক্ত হয়েছে।

গ) ঐ জোতের এ্যাকসেস জায়গা কাহাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বা হবে ?

ঘ) বিগত ২৪।২।৬৭ ইং উক্ত খাসিয়ার জায়গা জরিপ করার সময় সেটেলমেন্টের কোন আমিন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল কি, উক্ত খাসিয়ার জায়গা সিলিং লিমিট ইউ,এস, ১৬৪টি, এল, আর, এ্যাকটএ অতিরিক্ত আছে কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আমরা যে কোয়েশ্চানগুলি করি তাতে রুলস অব প্রসিডিউর এ আছে যে ১২ দিন আগে কোয়েশ্চানগুলি করতে হবে। একরাডিংলি আমরা ১২ দিন পূর্বে কোয়েশ্চান করি, ৫ দিনের মধ্যে সেগুলি এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট থেকে ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারীদের কাছে যায়। এখন আমার বক্তব্য হল এই কোয়েশ্চানটা কি সেক্রেটারীর কাছে পড়ে আছে না ধর্মনগর পর্য্যন্ত গেছে ? কারণ এটার রিপ্লাই আসবে ধর্মনগর থেকে, আমি যতটুকু জানি এই কোয়েশ্চানটা এখনও ধর্মনগরে যায় নাই, সেক্রেটারীর কাছেই পড়ে রয়েছে, এই সম্বন্ধে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ত পাওয়ার সাথে সাথে পাঠিয়ে দেই, কিন্তু সেটা কোথায় আছে এটা বলা শক্ত।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি যতটুকু জানি, মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই কোয়েশ্চানটা ধর্মনগরে যায়নি রিপ্লাইর জন্য।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথ্যাদি সংগ্রহ করে এটার উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এ্যাসেম্বলী অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীবন বানার্জি, উনি বারবার প্রায় সময় দেখা যায় যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কানে ফিস ফিস করে কথা কয়ে থাকেন, আমি জানিনা উনি এটা কোন অধিকার বলে করেন। এমন কোন কিছু রুলস অব প্রসিডিউরের

মধ্যে আছে কিনা জানিনা। ব্যাক্তিগতভাবে আমি যতটুকু জানি স্পীকারকে যদি কোন সাহায্য করতেই হয়, তার দায় দায়িত্ব সেক্রেটারীর। কাজেই আমাদের জীবন বাবু কার নির্দ্দেশে এসব কাজকর্ম করেন, তা আমি বুঝি না। এটা হাউসের কাছেও দৃষ্টি কটু বলে আমার মনে হচ্ছে, সেজন্য আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছি।

Mr. Speaker :—He is an officer of our Parliamentary Section, so he can assist me.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আজকে সেক্রেটারী হিসাবে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীর যে দায় দায়িত্ব আছে সেটাকে ওনার নামে একটা প্রস্তাব করে Legalise করে দিতে পারতাম।

Mr. Speaker :—Other than the Secretary, other officer of the Parliamentary Section can also assist the Speaker.

Shri U. K. Roy ;—Is this convention being followed in any other Assembly ?

Mr. Speaker :—Yes. it is followed in other Assemblies also. I think you have forgotten. In your time also this thing has been done.

Shri Aghore Deb Barma :—এর পূর্ব্বে যিনি সেক্রেটারী ছিলেন, উনি কানে কম শুনতে পেতেন, ওনার সংগে কথা বলতে হলে একটু জোরে বলতে হত। সেজন্য আমরাও অনেক সময় এটা ওভারলুক করেছি। এই অসুবিধার ধরুণ আমাদের একটা কনসিডারেশন ছিল ওনার প্রতি যেটা আমরা নিজেরাও মেনে নিয়েছি অর্থাৎ ওভারলুক করেছি। কিন্তু এই রকম যে একটা ডিউটিজ আছে, এটা আমার জানা ছিল না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কোয়েশ্চানগুলির উত্তর পাওয়া একান্ত দরকার কিন্তু স্পীকার মহোদয়ের রুলিং এর পরও এসব আলোচনা কেন যে হচ্ছে আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাকে একটা সাবমিশান করতে দিন—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সেক্রেটারী যিনি এখানে কাজ করেছেন, যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু Legal অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট ছিল, এখানে এই জিনিষটা বলা সৌন্দর্য্যের হানি হয়েছে বলে আমার মনে হয়, আমি জানি যে, তিনি যথেষ্ট সিনসিয়ারিটির সঙ্গে এখানে কাজ করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—ওনার অসম্মানের জন্য আমি কিছু বলি নাই, কেউ যদি এই রকম মনে করে থাকেন, সেজন্য আমি দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী ঃ —ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬০।

শ্রীএস, এস, সিংহ (মিনিষ্টার ইন চার্জ অব রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট) ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬০।

প্রশ্ন

১) মুসলমানদের পরিত্যক্ত মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা কি পরিমাণ ?

২) এগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকার বাহাদুরের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) যদি না থাকে, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কমিটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৬।

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of Panchayat Department)—Starred Question No. 526.

QUESTION

a) Whether it is a fact that the Tripura Government has received sanction from the Government of India for the revision of the pay-scale of the Govt. Panchayat Secretaries ;

b) if so, when it will be implemented ?

ANSWER

a) No.

b) Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা জানাবেন কি যে রিভিশান অব পে স্কেল অব দি গভর্ণমেন্ট পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে রেফার করেছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—স্যার, অন দিস কোয়েশ্চান আই টোল্ড 'নো'।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কথা হচ্ছে যে ইফ নট রিসিভড হোয়েদার দে হেভ রেফার্ড দি কেস ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—I want notice,

Mr. Speaker :—Hon'ble Member said that if the Government has not received any communication from the Central Government whether the State Government has referred this matter to the Central Government. This is his question.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—I draw the attention of the Hon'ble Speaker, if such a supplementary can be put.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—My supplementary whether Tripura Government has received any sanction towards the revision of pay-scales from the Central Government or not.

Mr. Speaker : – Hon'ble Minister, he put this supplementary question.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Than the matter is under consideration of the Government. In fact the proposal regarding the revision of pay scales of all secretaries including the Panchayat secretaries was sent to the Central Government. Subsequently, it was learnt that the revision of the pay-scales for the post of Panchayat secretaries will be given effect as soon as the revision of the pay-seales of Panchayat Secretaries of West Bengal is sanctioned. In the meantime the Govt. of West Bengal was requested to intimate whether the proposed scale of pay for the panchayat secretaries of West Bengal has since been given effect to but the Government of West Bengal intimated us that the matter has not yet been finalised due to set up of a new pay-commission by this State

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumdar :—Starred Question No. 541

Shri S. L. Singh (Minister in-charge of the Development Department)—Starred Question No. 541.

প্রশ্ন

১। সদর পূর্বাঞ্চল সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার কার্যে ব্যবহার করিবার জন্য সরকারী জীপ ছিল কিনা বা আছে কিনা ?

২। উক্ত জীপ এর পেট্রল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খরিদ মেরামত এবং ড্রাইভারের বেতন বাবত কত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে (প্রতি বৎসরের পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ছিল, বর্ত্তমানে উক্ত সরকারী জীপটি ছাউমনু সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থায় আছে।

২। উল্লেখিত জীপের মোট খরচ এবং ড্রাইভারের ভাতা সহ বেতন বৎসরানুক্রমে নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯৬৫-৬৬ ইং—২,০৯০.৭৯

১৯৬৬-৬৭ ইং—কোন খরচ করা হয় নাই।

১৯৬৭-৬৮ ইং—৬৫২.৫৮

ড্রাইভারের ভাতাসহ বেতন বাবত খরচ :—

১৯৬৫-৬৬ ইং—১,৭৫৮.০০

১৯৬৬-৬৭ ইং—১,৮৩৮.১০

১৯৬৭ ৬৮ ইং—২,৫৩০.৫০ পঃ।

Mr. Speaker—The question hour is over. There are 27 Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and the Starred Qudstions which are not answered.

Mr. Speaker—I am just giving my observation on the point of information raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma, M, L.A., raised a point of information saying that the Ministers demand notices in reply to supplementary questions but replies to such questions are never given to the Assembly.

My observation to this is that Ministers have right to demand notice in reply to questions and when such notices are demanded it is the Member concerned to give notice if he is interested to have the replies. I think if notices were given claiming replies to those questions to which Ministers demanded notices, it would have been dealt with according to rules of procedure of the Assembly. If no notice has been given the question of getting replies from the Minister does not arise.

POINT OF PRIVILEGE RAISED
By **Shri Aghore Deb Barma**, M. L. A.

Mr. Speaker—Now I pass on to the point of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. raised a point of Privilege against the Chief Minister alleging that the Chief Minister is not furnishing the programme to be transacted in the House and is not indicating for how many days the House will sit has committed a breach of privilege of the House. Besides, absence of sufficient Government Business to be transacted in the House is a breach of privilege of the House Shri Deb Barma contented.

My observations on the points are as follows. In our rules of Procedure there is no indication that the Leader of the House will announce the programme of the House in advance for information of the Members, though this system is followed by many other Indian Legislatures. Notices of Government Business as and when received are brought to the notice of the Members of the House by the Assembly Secretariat. Period for which the Assembly will sit can easily be determined from the List of Questions already received by the Members. Questions are selected to be answered only on those days for which the Assembly sits. Regarding absence of Government Business my observation is that it is a fact that Private Members' Business in this House predominates over the Government Business. But it is not a fact that there is no Government Business to be transacted in this House in this Session. There are Government Bills and Appropriation Audit Accounts etc. which have already been placed before the House and all these are Government Business. I, therefore, rule out the above two

contentions of Shri Aghore Deb Barma and I am opinion that there is no primafacie that the Chief Minister has committed the breach of Privilege, as contented by Sri Deb Barma.

Next item in the list of Business is Private Members' Resolution. Now, I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution that—

This Assembly is of opinion that—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সেশানের প্রথম দিনে আমি এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারীর কাছে রিট্ন একটি ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশান দিয়েছিলাম, আশা করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পেয়েছেন, এ সম্পর্কে তিনি কবে রুলিং দেবেন সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

Mr. Speaker—I shall give my ruling on that point of breach of privilege on Monday next.

The mover of the Resolution Shri Debendra Kishore Choudhury has withdrawn his resolution in writing.

Mr. Speaker :—There is another Resolution of Shri Suresh Ch. Choudhury. I would call on Shri Choudhury to move his Resolution that—

This Assembly is of opinion that–

দিন দিন আদিবাসী ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির সফল প্রতিরোধের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪ একর পরিমিত জমি আদিবাসী মালিকের কালেক্টারের অনুমতি ব্যতিরেকে আদিবাসীর নিকট বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—This Assembly is of opinion that--'দিন দিন আদিবাসী ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধির সফল প্রতিরোধের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪ একর পরিমিত জমি আদিবাসী মালিকের কালেক্টারের অনুমিত ব্যতিরেকে আদিবাসীর নিকট বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের পুনর্ব্বসতি দেওয়া হচ্ছে, একদিকে যেমন তাদের জমি দেওয়া হচ্ছে, জমির মালিকানাসত্ব দেওয়া হচ্ছে, অপর দিকে জমির প্রতি তাদের যথেষ্ট মায়া না থাকায়, জমি চাষে তারা যথেষ্ট অভ্যস্ত না হওয়ায়, সাধারণ সম্প্রদায়ের কাছে জমি বিক্রী করে পুনরায় ভূমিহীন হচ্ছে। ভূমিসংস্কার আইনে একটা ব্যবস্থা আছে যে আদিবাসীদের জমি যদি অ-আদিবাসীদের নিকট অর্থাৎ নন্-ট্রাইবেলদের নিকট বিক্রী করতে হয় তাহলে কালেক্টারের বিনা অনুমতিতে কোন বিক্রী সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন সাবডিভিশানে দেখা যায় আদিবাসীগণ তাদের জমি অবস্থাপন্ন আদিবাসীদের নিকট বিক্রী করছে এবং নন্ট্রাইবেলদের কাছেও বেনামিতে আদিবাসীদের নামে কবলা করে দিচ্ছে।

বিশেষ করে আমি বেলোনিয়ার কথা বলব, কয়েকটি কলোনীতে যেসব জমি সরকার থেকে তাদের এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, সেইসব জমি তারা বিক্রী করে দিয়েছে বা বেনামিতে কবলা করে দিচ্ছে। এইভাবে দিনের পর দিন ভূমিহীন আদিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হচ্ছে, আরেকদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি মনে করি এই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য ভূমিসংস্কার আইনের উপধারাগুলি পরিবর্ত্তন করে গরীব আদিবাসী, অর্থাৎ যাদের চার একর পর্য্যন্ত টিলা ইত্যাদি মিলিয়ে জমি আছে, এইরকম মালিকদের জমি বিক্রী করতে হলে কালেক্টারের অনুমতি নিয়ে বিক্রী করার ব্যবস্থা ভূমি সংস্কার আইনে যদি থাকে, তাহলে কিছুটা প্রটেক্শান থাকবে বলে আমি মনে করি। যদি এইরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহলে প্রায় সব জায়গাতেই গরীব আদিবাসীরা আবার ভূমিহীন হয়ে যাবে। সরকার যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন সেই সমস্যা সমাধানের কোন কূল কিনারা হবে না, বরং সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি এই জন্য এই প্রস্তাব রাখছি এবং আমি আশা করি হাউস এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

আর একটা কথা হচ্ছে কেউ কেউ মনে করেন এটা সংবিধানের পরিপন্থী হবে এবং তাতে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব করা হবে। আমার মনে হয় এটা সংবিধান বিরোধী হবে না। সংবিধানের আর্টিকেল ১৯এ এইরকম প্রভিশন আছে যে আদিবাসীদের জন্য এইরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা চলতে পারে। অতএব আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, আমি আশা করি যে হাউস এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চৌধুরী যে প্রস্তাবটা হাউসে রেখেছেন সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ত্রিপুরার আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার কাজে লাগবে বলে আমার ধারণা। এই জন্য আমি প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি। অবশ্য ত্রিপুরার আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর করার বিষয়ে গত সেসনেও একটা প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবটাতে এই হস্তান্তরের ব্যাপারে কন্‌ক্রীট কোন সাজেসশান ছিল না। তাতে ছিল যে কালেক্টরের রিটেন পারমিশন নিয়ে আদিবাসীর ভূমি নন্‌-ট্রাইবেলের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ঐ রিটেন পারমিশানটা পরীক্ষা করার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হোক। আজকে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেটা বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই উপযোগী। কেন না আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর নন-ট্রাইবেলের মধ্যে আইন অনুযায়ী অনেক জায়গায়তেই হয় না। সেটা যদিও বে-আইনী কিন্তু কার্যতঃ তাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ এক আদিবাসীর নামে বাঙালীরা বেনামীতে জমি রেজিষ্টারী করে রাখেন এবং এই আদিবাসীর নামে ঐ বাঙালীরাই দরখাস্ত করে রাখেন কালেক্টরের কাছে। এর পরে ঐ জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে আবার হয়েছে এই রকম বহু নজীর আছে। তাই ত্রিপুরার আদিবাসীদের যদি জমি থেকে উচ্ছেদ না হতে হয় সেজন্য আজকে এই প্রস্তাব হাউসে গ্রহণ করে ভূমি সংস্কার আইনটাকে একটু সংশোধন করে আরও

শক্তিশালী করলে আমার মনে হয় তারা বাঁচতে পারবে। কারণ আদিবাসীরা জমিকে ভাল বাসে না এই কথা আমি বলতে চাই না। তবে জমিকে ব্যবহার করতে তারা জানে না। আমি দেখেছি যেসব আদিবাসীর ৪ একর পর্যন্ত জমি আছে তাদের ঘরে ধান নেই, তারা ভাত খেতে পায় না। তারা চাষ করতে জানে না তা নয়। সেটা কতগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ত্রিপুরার বুদ্ধিমান যে জাতিটা আছে এরা অনেক সময় প্রলোভন দেখিয়ে তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে এবং অনেক সময় জ্বালা যন্ত্রনা করে। তার প্রমাণ কোর্টে পাওয়া যাবে। এইরকম কেসও হয়েছে। আমি শুনেছি এক বাঙ্গালী নাকি এক ত্রিপুরীকে তার জমি দিতে বাধ্য করেছে এক নোংরা উপায়ে। সেটা হচ্ছে এক বাঙ্গালী খুব ভোরে প্রত্যেকদিন এক আদিবাসীর জমিতে গিয়ে পায়খানা করতো। আমাদের আদিবাসীরা পায়খানাকে খুব ঘৃণা করে। এইরকমভাবে দিনের পর দিন যাওয়ার পর সে বললো আমার এখানে থাকাই উচিত নয়। কতদিন সহ্য করবো? তারপর একদিন সে জমিটা বিক্রি করে চলে গেল; এইরকমভাবে এইসব নোংরা উপায়ে বহু আদিবাসী উচ্ছেদ হচ্ছে। এই জন্য এরূপ হস্তান্তর যদি আইন বিরুদ্ধ করে দেওয়া যায় যে ৪ একরের কম যার জমি আছে সে কোন অবস্থাতেই বিক্রি করতে পারবে না, তা হলে ভাল হয়। মাননীয় সদস্য প্রস্তাবে বলেছেন যে বিক্রি একদম নিষিদ্ধ করে দিলেও সেটা ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পাহাড়ীদের যে পার্সোন্যাল রাইট সেটাকে খর্ব্ব করা হয় না। আমিও সেটা অনুমোদন করি। কারণ ভারতীয় সংবিধানের একটা অনুচ্ছেদ আমি হাউসে উল্লেখ করতে চাই। ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ১৯এর ৫ উপধারায় উল্লেখ আছে যে সিডিউলড ট্রাইবরা একসপ্লয়টেশন হচ্ছে এমন যদি সরকার মনে করেন এবং যে কোন ষ্টেট বা যে কোন ইউনিয়ন টেরিটরী মনে করে তাহলে তাদের যে রাইট, রাইট ফর প্রপার্টি, ফ্রিডম, সেটাকে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট বা ইউনিয়ন টেরিটরী কার্টেল করতে পারেন। তাই আমি আশা করব আমার মাননীয় সদস্য বন্ধুরা এই প্রস্তাবের গুরুত্ব বিচার করে ত্রিপুরার আদিবাসীগণকে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাঁচার জন্য এই প্রস্তাব এই হাউসে গৃহীত হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মাঃ– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, তা থেকে আমার মনে হয় এই যেন ভূতের মুখে রামনামের মতই। কেন আমি একথাটা বলছি, সে ঘটনার মধ্যে আমি আসছি। আজকে যদি অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে আমি অনেকবার এই হাউসের মধ্যে এইসব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ অনেক সময় ত্রিপুরায় যারা ট্রাইবেল অফিসারস এ্যাণ্ড মেম্বারস আছেন ট্রাইবেলদের স্বার্থ ও অধিকার থেকে উচ্ছেদ করতে চায়, আজ তাদের মুখে ট্রাইবেলদের রক্ষা করা এটা যেন শুনতে কেমন বোধ হচ্ছে, তাই আমার কাছে এটা একটা ভূতের মুখে রাম নামের মতই মনে হচ্ছে। কারণ, এই সুরেশ বাবুর এলাকাতেই বেনামী বেশী জমি ট্রাইবেলদের থেকে নন্-ট্রাইবেলদের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা উনি নিজেও খুব ভাল করে জানেন যে এই সব কাজ ওনাদের যে সব লোক বা চ্যালাচামুণ্ডা আছে তারাই বেশী করে করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম যে বেশ

কিছু দিন আগে দেবদারু ট্রাইবেল কলোনীতে কালী কুমার রিয়াং নামক এক ব্যক্তিকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য তাকে সেখানে খুন করা হয়েছিল, Expunged as ordered by the chair on 31. 1. 69. এই কেসটা ডিসমিসড হয়েছিল, অর্থাৎ কেসের মধ্যে কিছুই নেই, তার দল শক্তিশালী থাকার ফলে। কাজেই এই ভদ্রলোকের মুখে রাম নাম ভূতের মতই শুনা যাচ্ছে। অর্থাৎ আমি এটা জানি যে তারা ট্রাইবেলদের তাদেব কলোনী থেকে জোর করে উচ্ছেদ করতে চায়, আমি এই ধরণের বহু ঘটনার কথা বলতে পারি। আজ সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যান্ত সব জায়গাতে যদি ইনকোয়ারী করে দেখা যায় তাহলে জুলাইবাড়ী এলাকার মধ্যেই এখন পর্য্যন্ত অনেক ঘটনা দিনের পর দিন ঘটছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে·····

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন সদস্য যদি কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মার্ডারের বা ডাকাতি প্রভৃতি কেসে জড়িত আছে বলে অভিযোগ করেন, আর সেটা যদি কোর্ট অব ল দ্বারা প্রুভড না হয়, তাহলে তিনি সেটা এই হাউসে বলতে পারেন কিনা, এটা আমার মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে জানবার বিষয়। কোন মেম্বার কনসার্ণড ইনভলভড ইন দিস, সেহেতু তিনি যেন এটা উথড্র করেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—ডু ইউ সে দ্যাট দি অনারেবল মেম্বার শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ইজ ইনভলভড ইন দ্যাট মার্ডার ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—Expunged as ordered by the chair on 31. 1. 69. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পরবর্ত্তী সময়ে ইনকোয়ারী পর্য্যন্ত হয় নি। যখনকার ঘটনা তখনকার কথাটাই আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—অর্ডার প্লিজ, আনলেস ইট ইজ প্রুভড বাই দি কোর্ট অব ল, ইউ কেন নট চার্জ দ্যাট দি মেম্বার কনসার্ণড ওয়াজ ইনভলভড ইন দিস কেস। ইউ সেইড দ্যেট দিযার ইজ নো ইনকোয়ারী ইন দি মেটার, সো ইট ওয়াজ নটপ্রুভড।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—এই কেস সম্পর্কে কোন ইনকোয়ারী পর্য্যন্ত হয়নি এমন কি কোন আসামীকেও ধরা হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে এই ব্যাপারে কোন তদন্ত হয়নি, অর্থাৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তথাপি আপনি তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জ এনেছেন সেটা আপনার পক্ষে উচিত হয়েছে কিনা আপনিই ভেবে দেখুন এবং আমার মনে হয় আপনি এই সব বলতে পারেন না। অতএব আপনার এই কথাগুলি, যেগুলি আপনি বলেছেন সেগুলি উথড্র করা উচিত। আই রিকুইষ্ট ইউ টু উথড্র ইউর রিমার্কস, বিকজ ইট ওয়াজ নট প্রুভড ইন দি কোর্ট অব ল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্ব্বে বলেছি যে এই ঘটনাগুলি হাউসে রেফারেন্স হিসাবে আসবে। কিন্তু এটার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কোন তদন্ত পর্য্যন্ত হয়নি··· এসব কথার উল্লেখ করেছি। আমি এখনও বলি যে উনি ইনোসেন্ট ছিলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—ইননোসেন্ট ছিলেন, এই কথাটা আপনি আগে বলেন নি। যদি আপনি জড়িত কথাটা নাও বলে থাকেন, তাহলে উস্কানি দিয়েছেন এই কথাটা তো বলেছেন, তাহলে উনি যে এখানে ইনভলভড এই কথাটা আসে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আপনারা অবশ্য ধরে নিতে পারেন।

Mr. Speaker :—So I request you to withdraw this remarks 'উস্কানি দিয়েছেন' আমি বলছি আপনি এই কথাটা উথ ড্র করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে উথ ড্র করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—প্রশ্ন উঠে না। This is a serious charge against a hon'ble member without any proof in the court of law, and the members' prestige is involved here. This is a privilege of the member connected with it. This should be withdrawn by the concerned member who passed such a remark otherwise if it should be treated as a question of breach of privilege or not will be considered later on.

Mr. Speaker :—Let me see whether he withdraws his remarks. I already requested the hon'ble member to withdraw his remarks. মাননীয় সদস্য আমি এই প্রশ্নটা আপনাকে আবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। আমি ভেবে চিন্তে আপনাকে যা অনুরোধ করছি আপনি সেটা করুন বিয়িংএ রেসপনসিবল মেম্বার। আপনি একটু এজিটেট হয়ে গেছেন। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এই বিষয়ে একটু চিন্তা করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমাকে কি আমার বক্তব্য বলতে দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোন বক্তব্যের উপর ··

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি যে বক্তব্যের উপর বক্তৃতা করছি তার উপর·····

মিঃ স্পীকার :—বক্তব্য বলার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আপনি যে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সদস্যের বিরুদ্ধে, আমি অনুরোধ করছি আপনাকে, আপনি ওনার বিরুদ্ধে যা যে কথাটা বলেছেন সেটা আপনি উথ ড্র করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি এর পূর্ব্বেও এই ঘটনাকে রেফার করেছি এই হাউসের মধ্যে ডাইরেক্ট আমি ওনাকে কিছু বলি নাই। সেখানে যে ঘটনা ঘটে ছিল সেটাই আমি এখানে বলেছি। কাজেই আজকের যে প্রস্তাব ঐ ভদ্রলোক এখানে এনেছেন তাতে আমার কাছে ভূতের মুখে রাম নাম ছাড়া এটা আর কিছুই নয়·····

মিঃ স্পীকার :—আপনি আজকে যে ভাবে রেফার করেছেন, ঠিক এমনি করেন নি। আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করছেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার কি করতে হবে আপনি বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি যে মাননীয় সদস্যের বিরুদ্ধে·····

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোন কথাটা, আমি অনেক কথাই তো বলেছি, কোন কথাটা বলুন।

মিঃ স্পীকার :—তিনি পরোক্ষভাবে উস্কানি দিয়েছেন, এটা আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন, তাই এটা আপনি উথ ড্র করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—পরোক্ষভাবে উস্কানি দিয়েছেন, এই কথাটা নাকি ? Expunged as ordered by the chair on 31. 1. 69. এই কথা যদি আমি বলে থাকি, তাহলে আমি সেটা উথ ড্র করে নিচ্ছি। সেটা হয়তো আমি ইমোশানালী বলে থাকতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ—That's right. Thank you. These remarks of the Hon'ble member should be expunged from the proceedings.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত সেশানে আমি নিজে একটা প্রস্তাব করেছিলাম, রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে এটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়ে সমর্থন করা হয়েছিল অর্থাৎ আদিবাসী বা উপজাতীদের জমি বিক্রী যদি করতে হয় ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ১৮৭নং কলমে আছে তাদের ডি, এম'এর পার্মিশন না নিয়ে ননট্রাইবেলদের নিকট বেচাবিক্রী করতে পারবে না, সেটাই যথেষ্ট নয় কাজেই একটা কমিটি করে সেই আইনটা ঠিক মত মেনে চলা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য একটা প্রস্তাব এই হাউসের মধ্যে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রস্তাবটা গ্রহণ করার পর কার্যকরা করা হচ্ছে না। আরেকদিকে লোক দেখানো প্রস্তাব আনা হচ্ছে তাদের দ্বারা যারা ট্রাইবেলদের বেশা করে উৎখাত করতে চায়, ধ্বংশ করতে চায়, আজকে সাবরুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত বহু ট্রাইবেল আসাম চলে গেছে, সেগুলি বন্ধ করতে পারছে না, অন্যদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে ট্রাইবেলদের আমরা রক্ষা করতে চাই। এই বলে একটা বাহাদুরি বা বাহবা নেওয়া। এটার জন্যই আজকে এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে আনা হয়েছে। কারণ আজকে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের ১৮৭ ধারায় আছে ডি, এম'এর পার্মিশান ব্যতিরেকে কোন আদিবাসীর জমি আদিবাসীর কাছে বিক্রি করা চলবেনা কিন্তু, আইন বলবত থাকা সত্বেও আজকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা মেনে চলা হচ্ছে না। হাজার হাজার একর জমি লিগ্যাল হোক বা ইললিগেলা হোক ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। আজকে উদয়পুর সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে আমরা দেখতে পাই, এই বিষয়ে বহুবার এই হাউসের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে, রুলিং পার্টি ও এটা স্বীকার করেছেন যে সাব-রেজিষ্টারের পারমিশান নিয়ে হাজার হাজার দ্রোণ জমি রেজিষ্টারী হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আইন দিয়ে কি হবে ? এটা শুধু লোক দেখানো প্রস্তাব। কথায় আছে শুকনা আদর, উপজাতিদের অবস্থা খারাপ, তাদের মধ্যে একটু শুকনা আদর দেখিয়ে বাহবা নেওয়া হিসাবেই এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। কাজেই আমি বলছি এটা ভূতের মুখে রাম নাম। আর তৃতীয়তঃ আমরা দেখি সংবিধানের মধ্যে যে রাইট, ব্যক্তিগত রাইট সেটাকে খর্ব্ব করার জন্য এই রিজল্যুশান আনা হয়েছে, কারণ তারা নিজেদের মধ্যেও বেচা কেনা করতে পারবেনা এই রিজল্যুশান নেওয়া হলো। উনি কি মনে করেন যে এটা যদি পাশ হয় তাহলে বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যাবে ? অন্যান্য সরকারী আইনের ফাঁকে ফাকেও অনেক জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কেউতো সেটা বাধা দিচ্ছে না। কাজেই ঐ দিক থেকে এই অবস্থার কোন যৌক্তিকতা নেই। এইজন্য আমি এই প্রস্তাবকে অপোজ করছি, এটা একটা অবান্তর প্রস্তাব। আজকে সত্যিকার উপকার করার সদিচ্ছা যদি থাকত, তাহলে বর্ত্তমানে সমস্ত আইনের ধারা উপধারা যেগুলি আছে, সেইগুলি একজিক্যুট করা হোত। কিন্তু সেগুলি করা হচ্ছে না। আমি আবার বলব যে উনার নিজের এলাকার অনেক লোক উনার ইনষ্টি-গেশান।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—উনার ইনষ্টিগেশানে—ইট ইজ্ অলসো অবজেকশানএবল।

মিঃ স্পীকার :—হি ইজ টেলিং এ্যাবাউট হিজ এক্সপিরিয়েন্সি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কাজেই এ সমস্ত জায়গার মধ্যে, থাকুরছড়া, জুলাই বাজারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জায়গা উপজাতীদের নামে ছিল সেগুলি কেটে নন্-ট্রাইবেলদের নাম বসানো হয়েছে বে আইনিভাবে, যদি সেখানে চেক্আপ হোত তাহলে সেগুলি বন্ধ করা যেত। কিন্তু সেখানে তিনি তা করেন নি। এখানে প্রস্তাব এনে একটা বাহাদুরি নেওয়া ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই নেই। কাজেই এই প্রস্তাবটা অবাস্তবত বটেই, অবাস্তবতো। এর দ্বারা সংরক্ষণতো হবেই না এবং তাদের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করা হবে বলে আমি মনে করি। যদি তাদের কিছু করতেই হয়, তাহলে যে প্রস্তাবটা পাশ করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা দরকার ছিল। সেই প্রস্তাবানুযায়ী কমিটির কার্যকলাপ অন্ততঃ কিছুটা সময় পর্য্যন্ত দেখা দরকার, কিন্তু সেইদিকে নজর নেই। শুধু প্রস্তাব পাশ করে দিয়ে দিলেই কাজ শেষ হয়ে গেলনা, এটা কতটুকু কার্যকরী হোল সেটা দেখা দরকার। যদি সত্যকার এ উপজাতীদের রক্ষা করতে হয়, তাহলে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের ১৮৭নং ধারাকে শক্তভাবে ইম্প্লিমেন্ট করতে হবে এবং আদার সেফগার্ড যেগুলি আছে সেইগুলি ইম্প্লিমেন্ট করা দরকার। আজকে ফিফথ সিডুলে যে সমস্ত জিনিষ গুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট করলেও টাইবেলরা খানিকটা অন্ততঃ রক্ষা পেত. সেইদিকে উনারা যাবেন না, শুধু শুধু ভাসা ভাসা শুকনা আদর সবকিছু সীমাবদ্ধ রেখে দেখাতে চানযে ট্রাইবেলদের রক্ষার জন্য যেন ঘুম তাদের হচ্ছে না। অন্যদিকে ট্রাইবেলদের নিধন করারই প্রচেষ্টা। একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে শ্রীসুরেশ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন, এই সম্পর্কে এই বিধানসভা কতটুকু করতে পারবে, সেই সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে, আমি সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— Whether you are supporting or opposing the Resolution ?

Shri Monoranjan Nath .—I am keeping my views.

Shri Taritmohan Das Gupta :—His views will express the whole thing.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কনষ্টিটিউশানে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট যেটা দেওয়া আছে, সেই ফাণ্ডামেন্টাল রাইটকে আমরা কাটেল করতে পারিনা। আমরা যদি আর্টিকেল ১৩, ক্লজ—২ দেখি সেখানে আছে -"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part (i. e. Fundamental Rights) and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইটসের এগেইনিষ্টে কোন ল আমরা করতে পারিনা. যদি ল' করি, সেটা ভয়েড হবে। ক্লজ ৩(এ)'তে আছে—'law' includes any ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification etc. etc. সুতরাং এই সমস্ত ফাণ্ডামেন্টাল রাইটকে আমরা কার্টেল করতে পারিনা। তারপর রাইট অব ফ্রীডম—আর্টিকেল ১৯-এ আছে যে আমার প্রপার্টি বা ট্রাইবেলের প্রপার্টি সে যে কোন রকমে ইউজ করতে পারে।

(f)—to acquire, hold and dispose of pro- perty. Clause(a)—to freedom of speech and expression, (b) to assemble peaceably without arms.

(f)—to acquire, hold and dispose of property.

তার এক্সসেপশানও সেখানে আছে, সেটা হচ্ছে ক্লজ—৫ অব দি আর্টিক্যাল ১৯, সেখানে আছে—

'19(5)—Nothing in sub-clause (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clause either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe,' তাহলে ট্রাইবেলদের জন্য রিজন-এবল রেষ্ট্রিকশান রাখা যায়। তার জন্য আমাদের টি. এল. আর ১৮৭ রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে কোন ট্রাইবেল বাঙ্গালী বা নন-ট্রাইবেলের কাছে ল্যাণ্ড সেল করতে হলে ডি.এম এর পার্মিশন লাগবে, ডি. এম'র পার্মিশন ছাড়া কোন ল্যাণ্ড তারা সেল করতে পারবে না।

এটা একটা রিটেন রেষ্ট্রিকশান। কিন্তু তার কোন ল্যাণ্ডই সে সেল করতে পারবেন না উইদাউট দি পার্মিশান অব দি ডি. এম, তাহলে আমরা এই রকম একটা রেষ্ট্রিকশান দিচ্ছি। সুতরাং তার এই ফানডামেণ্টাল রাইট কার্টেল করা হয়। সুতরাং আমার মনে হয় সেটা আমরা পারি কিনা এটা সন্দেহ আছে। তারপর তিনি বলেছেন টি, এল, আর, আক্ট সংশোধন করতে হবে। সেকশান ৮৭এর কথা তিনি বলেন নি। সেকশন ৮৭এ যেটা আছে তাতে আছে কি? —"No transfer of land by the person who is not a member of the scheduled tribe shall be vaild unless mortgage or transfer is to another member of the scheduled tribes. Where the transfer is to a person who is not a member of any such tribe it is made with the previous permission in writing of the Collector. "Clouse 'C' টা হল—"The transfer is ..... on mortgage to Co-operative Society". সেই জায়গাতে কেবল নন-ট্রাইবেলের কাছে যদি ট্র্যান্সফার করতে হয় তাহলে ডি, এম, এর পার্মিশান লাগে। সুতরাং সেই আর্টিকেলটা রিজলিউশনে থাকা উচিত ছিল। যাই হোক আমি বলব মানুষ যখন ল্যাণ্ড সেল করে, তার বিশেষ প্রয়োজনবোধেই সেল করে। যখন তার প্রয়োজন হয় তখন যদি সে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে না পারে তা হলে আরও বেশী করে ল্যাণ্ডলেস হয়। কি রকম, আমি বলব সাপোজ একটা লোকের ৫০০ টাকার দরকার, সেই জায়গাতে এক কানি জায়গা যদি সে সেল করে তাহলে সে ৫০০ টাকা পাচ্ছে। সেই জায়গাতে সে ডি, এম, এর পার্মিশান পাবে না এবং তার ফলে তার ৫ কানি বন্ধক রাখতে হবে। তাতে ল্যাণ্ডলেসের সংখ্যা বাড়বে বলে আমার ধারণা। সুতরাং এই প্রস্তার সম্পর্কে আমার ভিউজ আমি রাখলাম। আমি বলছি যে এই যে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট, রাইট অব ফ্রিডম, যা আছে সেটা এই রিজলিউশনের দ্বারা কার্টেল করা হচ্ছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রিজলিউশনের আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব যে এনি ট্রাইব ক্যানসেল দেয়া ল্যান্ড টু দি ট্রাইবস; কাজেই যদি কোন ট্রাইব তার জমি বিক্রি করতে চায় ট্রাইবেলের কাছে তাহলে তার কোন রেস্‌টিকশান থাকা উচিত নয় এবং ২৫ একর জমির যে হোলডার ট্রাইবসদের মধ্যে, তার যে সিলিং আছে তার কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এনি ট্রাইব ক্যান বাই ল্যান্ড। সে জমি কিনতে পারে। ২৫ একরের উর্দ্ধে জমি না কিনতে পারে কিন্তু ২৫ একর পূর্ণ করার জন্য এনি ট্রাইব ক্যান বাই ল্যান্ড ফ্রম এনি ওয়ান। সুতরাং তার অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু ৪ একর পরিমিত জমি যার আছে সে যদি বিক্রি করতে চায় হিমে সেল দি ল্যান্ড টু ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবস্‌। ভূমিহীন ট্রাইবেল আছে অনেক ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। তাদের কাছে যদি বিক্রি করতে চায় তাহলে তাদের পার্মিশান দেওয়া উচিত। হিমেন্ট্‌ সেল টু জোতদারস্‌, বাট হি ক্যান সেল টু ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবস। আমার মতে এই প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করা হয় তা হলে ভূমিহীন যারা আছে তাদের কাছেও এরা ইচ্ছা করলে জমি বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা আমি দেখছি না। কারণ ভূমিহীন ট্রাইবেল যারা আছে তারা যদি কিনতে না পারে তাহলে তাদের সুবিধা হবেনা। আমাদের ভূমি সংস্কার আইনে আছে ২৫ একর জমি আমরা কিনতে পারব। উই ক্যান পজেস, উই ক্যান পারচেজ। এই অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং এই প্রস্তাব পাশ করলে সেই অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে। সুতরাং এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা আমি দেখি না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মাঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এই কারণে যে আজকে এই প্রস্তাবটা যদি আমরা পড়ি তাহলে মনে হয় প্রসতাবটা যেন উপজাতিদের দরদে এক্কেবারে ভরা। কিন্তু তার পরের লাইনটা পড়লে আমরা দেখি এটার উদ্দেশ্যটা অন্যরকম। এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। রহস্যটা কি; "৪ একর পরিমিত জমি আদিবাসী মালিকেরা কালেক্টারের অনুমতি ব্যতিরেকে আদিবাসীর নিকট বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক" তাহলে এখানে দেখছি মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরাই এর বিরোধিতা করছেন। করছেন এই কারণে যে উপজাতিদের মধ্যে জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করে যাতে অ-উপজাতিদের কাছে বেশী করে বিক্রি করা হয় সেই জন্য এই প্রস্তাবটা তিনি এখানে রেখেছেন। কারণ উপজাতিদের মধ্যে দুয়েকটি পরিবার আছে যারা উপজাতিদের জমি কিনতে পারে। আজকে এই প্রস্তাব যদি এই হাউসের মধ্যে পাশ হয়ে যায় এবং সেটা যদি কার্য্যকরী করার চেষ্টা করে তাহলে যে সমস্ত উপজাতি কিছু জমি কেনার ক্ষমতা রাখেন তারাও এই জমি কেনা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং সংগে সংগে উপজাতি যারা প্রতি বছর কিছু কিছু করে জমি কিনে এবং বিশেষ করে উপজাতিরা তাদের জমি যাতে হস্তান্তর আরও ব্যাপকভাবে করতে পারে তার জন্য এই প্রস্তাবটা রেখেছেন। তিনি এই কথাও বলেছেন যে আজকে উপজাতির জমি বেনামীতে অ-উপজাতির কাছে চলে যাচ্ছে। তিনি এই

প্রস্তাব রাখতে গিয়ে অবশ্য বাস্তব কথাটাই রেখেছেন। কিন্তু বাস্তব কথাটা তুলতে গিয়ে বাস্তবের সঙ্গে উনার প্রস্তাব খাপছাড়া লাগছে। বেনামীতে হস্তান্তর প্রতিরোধ করতে গেলে আজকে উপজাতির জমি অ-উপজাতির কাছে বিক্রি করতে নিবৃত্ত রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে গেলে আমরা বলছি যে, যে উপজাতি জমি বিক্রি করবে এবং যে অ-উপজাতি জমি কিনবে, এই উভয় পক্ষের জন্য যাতে এমন একটা বিধান করা যায় যাতে তারা উভয়েই শাস্তি পায়। তাহলে বেনামীতে জমি কেনা এবং ডি, এম, এর অনুমতি নিয়েও জমি বেচা কেনা বন্ধ হবে। শুধু ৪ একর পরিমিত মালিকদের বা তার উর্দ্ধে মালিকদের জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করলেই এই হস্তান্তর বন্ধ করা যাবে না। কারণ আজকে যত দিন যাচ্ছে উপজাতিরা ততই ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে এবং সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য আমাদের প্রথম এই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং সেই চেষ্টাই করতে হবে যে, যে জমি কিনবে সেও শাস্তি পাবে এবং যে জমি বেচবে সেও শাস্তি পাবে, এমন একটা আইনের বিধান করতে হবে। তবেই উপজাতিজের রক্ষা করতে পারব, নতুবা উপজাতির জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ কিছুতেই সম্ভব হবেনা। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু যে প্রস্তাব এখানে দিয়েছেন সংবিধানের দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে যদিও সমর্থনযোগ্য নয় তথাপি সময়োচিত হস্তক্ষেপের দৃষ্টা রেখে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। তার কারণ হ'ল এই অ-উপজাতি-দের নিকট জমি হস্তান্তর নিষেধ করা হলেও ডি, এম, এর পারমিশান নিয়ে এই হস্তান্তর করার ব্যবস্থা আছে, যদি ও খুব কম পরিমাণই এই ভাবে বেচা কিনা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে কতক ক্ষমতা সম্পন্ন উপজাতীয় লোক এমনি ভাবে উপজাতীয় যাদের কম জমি আছে, যারা অর্থের দিক গিয়ে দুর্ব্বল, তাদের জমি ক্রয় করতে আরম্ভ করছে। এর তুলনায় এই পর্য্যন্ত অ-উপজাতীয়দের কাছে যে জমি হস্তান্তর হচ্ছে তার চেয়ে কোণ অংশ কম নয়। এর ফলে দুই দিক দিয়ে উপজাতীয়দের মধ্যে যারা নাকি গরীব, যাদের জমির পরিমাণ সামান্য তারা এই রকমভাবে ঠকছে। যেহেতুতারা অ-উপজাতীয়দের কাছে তাদের জমি হস্তান্তর করতে পরেছেন না অথচ উপজাতীদের মধ্যে উপজাতীদের জমি হস্তান্তরের কোন অসুবিধা নাই সেজন্য জমির যে মূল্য সেই মূল্যের তুলনায় দেখা যায় যে একজন ট্রাইবেল অপর একজন ট্রাইবেলের জমি বিক্রি করলে যে মূল্যপায়, তার চেয়ে অধিকমূল্য সে পেতে পারে যদি যে তার জমি অ-অপজাতীয়দের কাছে বিক্রী করতে পারে। সুতরাং ঠিক মূল্য না পাওয়ার দরুণ জমির প্রকৃত মালিকেরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তহচ্ছেন। আর এক দিয়ে নানাবকম্ ভাবে তাদের ভয় ভীতি দেখিয়ে বাধ্য করা হয় যে তোমরা যদি জমি হস্তান্তর না কর তাহলে আইনগতভাবে ডি, এম, এর পারমিশান নিয়ে তোমাদের জমি অ-উপজাতীদের কাছে বিক্রী করার যে ব্যবস্থা আছে, সেটা আমরা ছলে বলে কৌশলে বন্ধ করার চেষ্টা করব। কাজেই এসব ভয়ে ভীত হয়ে তারা তাদের মধ্যে যারা অবস্থা সম্পন্ন লোক তাদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। আমার মনে হয় যে এই উপজাতীয় অবস্থা সম্পন্ন লোকদের কাছে অথবা অ-উপজাতীয় অবস্থা সম্পন্ন লোদের কাছে তারা যেভাবে তাদের জমী বিক্রী করতে হচ্ছে তার যদি একটা প্রটেক্শান না থাকে তাহলে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে না, তারা দিনের পর দিন গরীব হয়ে যাবে বা ভূমিহীন হয়ে পড়বে

তারা উপজাতীয় অবস্থা সম্পন্ন লোকদের দ্বারা যেভাবে জমি থেকে উৎঘাত হচ্ছে তা অউপজাতীয় অবস্থা সম্পন্ন লোকদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। তাই তাদের জন্য এই ধরণের প্রটেকশান দেওয়ার অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা জানি যদি কোন খালের পাড় বা কোন নদীর পারে কারো জমি থাকে, সেই জমির চারদিকে কাঁকড়ার গর্ত্ত করবার ভয় আছে যথেষ্ট সেজন্য জমির মালিক সেখানে শক্ত আইল বাধার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কাঁকড়ার গর্ত্তকে রোধ করা হয় না আর রোধ না হওয়ায় দরুণ সেই জমিতে ভাল ফসল হয় না, সেটা দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে। আমরা ট্রাইবেলদের প্রটেক্শান দেওয়ার জন্য এবং তাদের জমি তাদের হাতে রাখার জন্য সুষ্ঠভাবে তার যে সব ব্যবস্থাদি আছে তা পরিচালনা করব। অথচ জমির দিক দিয়ে আইনগত ভাবে যে প্রটেক্শানের ব্যবস্থা আছে, তা কাঁকড়ার গর্ত্তের মতই এই উপজাতীয়দের মধ্যে যারা অবস্থা সম্পন্ন জমিদার শ্রেণী আছে তারা গরীব উপজাতিদের স্বার্থ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই যে কাঁকড়ার গর্ত্ত তাকে আগে বন্ধ করতে হবে। নতুবা আমাদের যে আইনের প্রভিশান আছে তা ব্যাহত হবে। সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করার যথেস্ট যৌক্তিকতা আছে। আর একটা দিক আমি এই এসেম্বলীর মধ্যে লক্ষ্য করলাম—সেটা হ'ল মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুও কম অবস্থা সম্পন্ন লোক নন। ওনার তো অনেক বেশী জায়গা জমি আছে। কিন্তু আমার কথা হ'ল তিনি যেন রাবণের ভাতিজা তরণী সেনকে অনুসরণ করতে চাইছেন—যেমন রাবণের ভাতিজা তরণী সেন তাঁর সারা শরীরে রাম নাম লিখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এদিকে এসব দেখে রাম মনে করলেন যে তিনি হয়তো তার একজন প্রধান এবং পরম ভক্ত। কাজেই তিনি (রাম) তাঁকে কখনও যুদ্ধে আক্রমণ করবেন না ঠিক করলেন। এই ভেবে রাম তার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করবার পরিকল্পনা নিলেন কিন্তু বিভীষণ জানে উনি কে? কে তাকে শিখিয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য কি? সে জানে যে ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারেই হউক রামকে ধ্বংশ করতে হবে। তাই তার এই ছদ্মবেশ। বিভীষণ এই সব জেনে রামকে বলল যে তাঁকে প্রথমেই হত্যা করতে হবে, এসব রাবণের ছলনা, রাবণই তাকে এই ছদ্মবেশে পাঠিয়েছে কাজেই তাকে ধ্বংশ করা অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং রামও বাধ্য হলো তাঁকে মারবার জন্য। ঠিক এখানেও তেমনি সেই উপজাতীয় জমিদার শ্রেণী এক যোগে হৈ চৈ করে উঠলেন। কেননা যদি এরূপ আইন করা হয় তাহলে এ উপজাতীয় জমিদারদের স্বার্থে আঘাত করবে। এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি তাদের মধ্যে যারা তরণী সেনের মত যুদ্ধং দেহি যারা রাম রূপী লোক আছেন তারাই রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান, আর তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। সুতরাং এই সমস্ত ভোজবাজী কথার দ্বারা আমরা যাতে ভুলে না যাই, সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে আমরা আমাদের কাজ কর্ম করি এই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যেতে হবে। আমি বলতে পারি ব্যক্তিগতভাবে যে এই রাজ্যের ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের একটা প্রচেষ্টা আছে এবং আমাদের একটা প্রাণের টানও আছে, সেটা হয়তো উনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা একটা ভাল কাজ হবে, এটা একটা সুন্দর প্রস্তাব আমরা যদি এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উপজাতীয়দের স্বার্থ সব দিক দিয়ে সংরক্ষণ করা

হবে। আর একটা কথা হচ্ছে অনেক নন ট্রাইবেল ট্রাইবেলদিগের জমি প্রলোভন দেখিয়ে হস্তান্তর করে নিয়ে যাচ্ছে—এই যে অভিযোগ এটা ঠিক নয়। আমি জানি যে সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেলদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে, সেখানে এই হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাইভেট ডকুমেন্ট করা হয়েছে, সেই ডকুমেন্টের মধ্যে সেখানকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট মাতব্বর শ্রেণীর লোক হতে শুরু করে বিশিষ্ট বিশিষ্ট উপজাতীয় সরদারেরা জড়িত আছেন। সে প্রাইভেট ডকুমেন্টে তাদের সহি আছে এই মর্মে যে তোমরা যে জমি বিক্রি কর তার জন্য যদি সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়, তাহলে আমরা সর্দারেরা তার জন্য যাব। তারা জমি থেকে কোন প্রকারে প্রতারিত হয়নি এবং জমির মূল্য তারা ঠিক ভাবে পেয়েছে। তার পিছনে বিশিষ্ট উপজাতীয় লোকদের অর্থাৎ সর্দারদের যথেষ্ট সমর্থন রয়ে গেছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে একটা কথা আমরা সব সময় বলে থাকি যে উপজাতীয়দের জমি অ-উপজাতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে, এই কথাটা তত সহজ নয়। তবে তার মধ্যে একটা সত্যতা আছে এবং তার মধ্যে একটা প্রাণের দরদ আছে। যদি উপজাতীয় অর্থশালী লোকদের কাছে জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকে, এমন উপজাতী যাদের জমির পরিমাণ ২৫ একর কেন তারও বেশী হবে, এই জমিগুলি খাস জমি বা জোতের জমি, বা পতিত জমি ও হতে পারে, কিন্তু সেগুলিতে কোন ধান বা কোন শস্য উৎপাদন করা যায় না, সেই সমস্ত জমিগুলি আটকিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। জমি দিতে হবে তাদের কাছে যারা এ জমি থেকে সত্যিকারের ফসল উৎপন্ন করতে পারেন, দেশের মানুষকে এবং নিজের পরিবারকে যারা খাওয়াতে পারেন। কিন্তু শত শত কাণি বা শত শত দ্রোণ জমির মালিক হয়ে যদি কেউ তা আটকিয়ে রাখে তাহলে তারাও কম অপরাধী নন। সুতরাং আমাদের এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

Mr. Deputy Speaker,—Now I Call on Hon'ble member Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy—Hon'ble Speaker, Sir, আমি বলছিলাম যে ধনী উপজাতীয় যারা জমির মালিক আছেন তারা কিভাবে উপজাতীয় লোকদের ধনসম্পদ নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তাদিগকে বার বার লাঞ্ছনা করছে। তারা একদিক দিয়ে জমির মূল্য ঠিক ঠিক পাচ্ছেনা, যেহেতু জমির Tansaction তাদের মধ্যে আবদ্ধ অথচ ধনী উপজাতীয়দের জমি কেনার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই, সেইজন্য তারা জমির নায্য মূল্য পায় না। অন্য কোথাও তারা জমি বিক্রি করতে পারে না। কাজেই বাধ্য হয়ে অল্পমূল্যে ধনীক শ্রেণীর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর ঐ দিকেও বিভিন্ন রকমের ভয়-ভীতিও প্রলোভন দেখিয়ে তারা তাদের বাধ্য করে জমির মালিকানা হস্তান্তর করতে। এইভাবে যদি একটা protection কোন সম্প্রদায়ের উপর থাকে এবং একটা সম্প্রদায় শুধু একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি হস্তান্তর করতে পারে, বেচা কেনার একটা ব্যবস্থা থাকে তাহলে স্বভাবতঃই তার যে ন্যায্য পাওনা, Competitive marketএ যেটা স্থির করা যেতো, সেটা সে পায় না। তার থেকে সে বঞ্চিত হয়। আমার ধারণা যে, protection অর্থাৎ সংরক্ষণ নীতিতে কোন কিছুরই সঠিক মূল্য নির্দ্ধারিত হতে পারে না বরং সেই জায়গাতে অনেক রকম প্রতারণা প্রবঞ্চনা এবং Smuggling

হয়, যেমন আমরা দেখি যে যদি কোন একটা জিনিষের প্রতি Protection দেওয়া হয় তাহলে তার ব্যভিচার বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। সেইজন্য সংরক্ষণ করে সেই জিনিষটাকে আবদ্ধ করার চেয়ে Open Sale এর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে যদি protection থাকেই তাহলে ভালভাবেই থাকতে হবে। আমরা যেভাবে তাদের রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করছি তাতে আমরা তাদের রক্ষা করতে পারবো বলে বিশ্বাস হয় না। একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে একদল অ-উপজাতীয় লোক উপজাতীয়দের প্রতারিত করে দিন দিন তাদের জমির মালিকানা কেড়ে নিচ্ছে। সেই কথাটা যে কতটুকু সত্য সেই বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এপর্য্যন্ত যে সমস্ত জমি অ-উপজাতীয়দের কাছে transfer করা হয়েছে. তারা প্রতারক নয়, তারা প্রতারিত। কারণ এই সমস্ত লোক Pakistan থেকে নির্যাতিত হয়ে প্রতারিত হয়ে এখানে এসেছে। আসার পরে আশ্রয় নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে, পর্ব্বতে, কন্দরে বিভিন্ন জায়গায় এবং যেখানে ধান জমি পাওয়া গেছে, সেখানে tribal দের ভাই বলে তাদের সঙ্গে ভালবাসা বিনিময় করে জমির নায্য মূল্য দিয়ে তারা জায়গা পেয়েছে। এইখানে বুঝা যায় যে তারা প্রতারণা করেনি বা প্রতারণা করবার মত যে শক্তি সামর্থ সেইটুকুও তাদের নেই। তারা সে শক্তি হারিয়ে ফেলেছে অনেকদিন আগেই। সুতরাং প্রতারিত লোক কিভাবে আবার অন্যদের প্রতারিত করবে তা আমার বোধগম্য হয় না। এছাড়া দেখা যায় যে tribal বলতে উপজাতি বলতে আমরা একটা শ্রেণীকে বুঝি। তাই যারা প্রকৃত দুঃস্থ তারাই শুধু নয় এরমধ্যে দুঃস্থ ছাড়াও আছে। যেমন আমি দেখি বাঙ্গালীর মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে, তারা যে কোন সময়, কিভাবে উপজাতি হল ঠিক বুঝা যায় না। তাদের চেহারা আদব কায়দা, সামাজিক রীতি নীতি কোনটাই উপজাতীয়দের সঙ্গে মিলে না। যেমন যাদের লস্কর বলা হয়। আমাদের দেশে গ্রাম্য কথায় কাঠি ছোঁয়া ত্রিপুরী এমন একটা কথা আমরা শুনতাম আগে, আসলে কিন্তু সমাজ ইত্যাদি কোন ব্যবস্থাতেই তাদের সাথে উপজাতীয়দের মিল নেই। তাদের ভাষায় বলুন, তাদের আদব কায়দায় বলুন, কোন রকমেই মিল নেই, অথচ তারা Tribal বলে গণ্য হয়। সুতরাং তারাও যদি tribal হয়, তাহলে আর যারা তাদের মত আছে তারাও tribal বলে দাবী করতে পারেন। এই সুযোগ নিয়ে আজকে কমলজিৎ বাবুও tribal বলে দাবী করতে পারেন। এইভাবে তারাও বলতে পারে যে, আমরা পাহাড়ে বাস করছি, সুতরাং আমরাও tribal। যদি কোন রকমে বার বৎসর পাহাড়ের কিনারে কানারে কাটিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরাও ত দাবী করতে পারি যে আমরাও পাহাড়ী। সুতরাং এই সমস্ত পাহাড়ীর protection কিভাবে দেওয়া হবে সেটা আমি বুঝি না। তবে আমার বিশ্বাস, যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। যারা ধনী আছে তারা জমির মালিকানা নিয়ে দিন দিন ধনী হবে। গরীবদের শোষণ করে ধনীরা তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করছে। তাহলে indirectly সংরক্ষণ আইন দ্বারা আমরা পাহাড়ের মধ্যে একটা ধনীক শ্রেণী সৃষ্টি করে দেব বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং এই যে সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হয় সেটা আমি ভাল মনে করি না। পরন্তু protection যদি দেওয়া হয়, তাহলে non-tribalদের বেলায় যে রকম

protection দেওয়া হয়েছে, ঠিক ততটুকু protection ধনীক উপজাতিদের বেলায়ও দেওয়া উচিত। অথবা protection একেবারেই থাকবে না। Tribal এর বেলায়ও জমি বিক্রি করতে পারবে আবার non-tribal এর বেলায়ও জমি বিক্রি করতে পারবে এবং খরিদ করতে পারবে, কোন বাধা থাকবে না। সেটা উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তাহলে তারা প্রতারিত হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ আমরা জানি, পর্দানশীন জায়গায়, পর্দানশীণ যেখানে আছে, সেখানে একটা প্রটেকশনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে যে ব্যাভিচার না হয় এমন কথা নয়। আমরা দেখেছি যে, সেখানে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয়, অবাধ ট্রেনজেক্শনের সুযোগ দেওয়া হয়, যেখানে ব্যাভিচারের সংখ্যা কম। আমরা দেখতে পাই স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার যে সুযোগ দেওয়া হয় সেখানে ব্যাভিচারের সংখ্যা কম। আর যেখানে প্রটেকশন দেওয়া আছে সেখানে ব্যাভিচারের সংখ্যা কম হয় বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং এইভাবে প্রটেকশনের ফলে আমরা আরও দেখি, যেমন বর্ডারে প্রটেক্শন দেওয়া আছে যে একরাষ্ট্রের মালামাল অন্যরাষ্ট্রে যেতে পারবে না, পাকিস্তান থেকে এখানে আসতে পারবে না, এখান থেকেও পাকিস্তানে যেতে পারবে না ; কিন্তু এই প্রটেশক্নের ফলে পৃথিবীর কোথাও কি কেউ স্মাগ্লিং বন্ধ রাখতে পেরেছে ? বরং এই প্রটেক্শনের ফলে এই স্মাগ্লিংএর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, সেকথা আমি বলতে পারি। আমরা যখনই দেখি একটা জিনিষ সংকটের সম্মুখীন হয়, তখনই প্রটেক্শন দেই। জিনিষটা প্রচুর পরিমাণ থাকতেও স্মাগ্লিং হয়। সুতরাং প্রটেক্শনের দ্বারা আমরা যে একটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার হয় না। বরঞ্চ প্রটেক্শন তুলে দেওয়ার ফলে সেই ব্যাভিচারটা আরও কম হয়। কেরোসীন তেলের কন্ট্রোলের সময়ও আমরা দেখেছি যে, বাজারে সেটা অধিক মূল্যে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু কেরোসীনের কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার ফলে ২।১ দিনের মধ্যে যে দরে কেরোসীন বিক্রি হয়েছে সেই দামের সঙ্গে কন্ট্রোল দামের খুব বেশী একটা তারতম্য দেখা যায়নি, এখানে দেখা যায়, কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেড় টাকা সের দরে যে কেরোসীন বিক্রি হতো সেটা আর নেই। সেই তেলের দর নেমে আট আনায় এসে পড়েছে। তাইলে কি করে বুঝবো যে প্রটেক্শনের দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি। সুতরাং ট্রাইবেলদের রক্ষা করার জন্য যে প্রটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে ট্রাইবেলদের পুরাপুরি রক্ষা করা যাবে না, বরঞ্চ উল্টা দিক দিয়ে উপজাতীয় যে ধনিক শ্রেণী আছে তাদের বড় মানুষ সৃষ্টি করে সমাজের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা হবে। সুতরাং এদিক দিয়ে আমি বলব, যাতে উপজাতীয়দের জমি অধিক অর্থশালী উপজাতীয়রা ক্রয় করতে না পারে, সেজন্য সুরেশ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটার প্রতি আমাদের সমর্থন থাকা উচিত। অথবা একথাও আমি বলব সে প্রটেক্শন নীতি তুলে দিয়ে, উপজাতি এবং অউপজাতিদের মধ্যে যেন জমি বিনিময় হতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আর একটা জিনিষ, আমাদের মাননীয় এম, এল, এ, বাজুবন বাবু বলেছেন সেটা হয়ত তার মনের একটা আবেগের কথা। সেটা expression of mind ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক সময় আমরা জানি বাঙ্গালীরা উপজাতীদের প্রতারণা করেন। সেই প্রতারণার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন

যে. পায়খানা করতে করতে তার জমি হয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য হল এই যে, জমিতে গিয়ে রোজ পায়খানা করবে। যেহেতু উপজাতির লোকেরা পায়খানা করাটাকে ঘৃণা করে, সেহেতু জমি ছেড়ে তারা চলে যাবে। কথাটা একটা মনের আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমি জানি এবং উনিও বিশেষভাবে জানেন, অনেক ট্রাইবেলদেরও আমি দেখেছি যে, টঙ্গের মত মাচা করে তারা ঘর করে, পায়খানা ঐ ঘরে থেকেই করে নীচে। পায়খানা জমতে জমতে স্তূপিকৃত হয় এবং বন্যশূকর এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। কাজেই এই যে ঘর থেকে পায়খানা করা হলো এবং ঘরের নীচে স্তূপীকৃত হলো, তারা কি ঘরবাড়ী ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেছে।

Mr. Dy Speaker :—Hon'ble member, come to the point.

শ্রীনরেশ রায় :—আমি ওনার কথাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা উদাহরণস্বরূপ এই কথাটা বলছি। এটা কোন কথা নয়, এটা একটা মনের এক্স্প্রেশন কাজেই প্রতারণা উনি যেটাকে বলছেন, সেটা ঠিক প্রতারণা নয়। হয়ত বা কেউ অভাবে পড়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদির ব্যাপারে একজনের জমি আর এক জনের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

কাজেই এই প্রটেকশন নীতির স্বপক্ষে সুরেশ বাবু যে প্রস্তাব এনেছে, সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Ershad Ali Choudhury.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা সুরেশবাবু এনেছেন সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে। সুতরাং এসম্বন্ধে আমার বলাটা কলেবর বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন আমায় বলতে বলছেন তখন আমি একথাই বলবো যে, এটা একটা মৌলিক অধিকারের প্রতি আঘাত স্বরূপ। আলো এবং বাতাস যেমন আমরা ভগবানের দান হিসাবে পাচ্ছি তেমনি জমিও ভগবানের একটা দান! সুতরাং এটার মধ্যে কোন একটা বাধা নিষেধ থাকলে সেটা সংবিধান বিরোধী হবে বলে আমি মনে করি। ফলে উপজাতিদের ক্ষতিই হবে। কারণ ধরুন আজ হয়ত একজনের ছেলে বা স্ত্রীর মুমূর্ষ অবস্থা, সে ১ কাণি বা আধা কাণি জমি বিক্রী না করলে কিছুতেই চলতে পারবেনা, এমন একটা বিপদের সময় যে এই জমি না বিক্রী করলে তার রোগীকে বিপদমুক্ত করার আর কোন উপায়ই নাই, কিন্তু সেই স্থলে ইচ্ছা থাকলেও বিক্রী করবার উপায় নাই। কাজেই এক কাণি বা আধ কাণি জমি বিক্রী করতে আমরা যদি বাধা নিষেধ আরোপ করি তাহলে অনেক সময় এই রূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় অর্থের অভাবে সে তার পুত্র বা স্ত্রীকে ও হারাতে পারে। কাজেই আমি মনে করি এইরূপ একটা Resolution পাশ করে নেওয়টা সমীচিত হবেনা। উনার Resolutionএ সেটা আছে ৪ কাণি জমি বিক্রী নিষিদ্ধ করেন, তা পাশ হলে হয়ত বিক্রী নিষিদ্ধ করা হবে কিন্তু তাতে ক্রয় করা তো নিষিদ্ধ হলনা, আমি রামচন্দ্র, আমার বিক্রী করার অধিকার নেই কিন্তু

শ্যাম চন্দ্রের তো ক্রয় করার অধিকার রয়ে গেল, সে তো খরিদ করতে পারবে। সুতরাং আমি বলি এতে Tribalদের ক্ষতি হবে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবিধানে যে সমস্ত ধারা উপধারা আছে আমি তাহা সমর্থন করছি। Land Revenue & Land Reforms Actএ আছে যে Any property of the tribals shall not be transferred to Non-Tribals without the permission of the District Magistrate. সুতরাং যেখানে আইনে আছে যে তাদের জমি বিক্রী করতে হলে D. Mএর Permission লাগবে, যাদের ৪ একর পরিমিত জমি আছে তারা যদি আবার তা বিক্রী করতে না পারে তাদের প্রতি একটা অবিচার করা হবে। সুতরাং আমি মনে করি এতে তাদের মৌল নীতির প্রতি একটা আঘাত স্বরূপ হবে, সেজন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছিনা।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Hon'ble Minister Shri T. M. Das Gupta.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় Speaker sir, মাননীয় সদস্য সুরেশ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবটি এনে একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন এবং এ নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ যাবত Houseএ আলোচনা হয়েছে। সেই দিকদিয়ে এর একটা মূল্য আছে। একটা বিশেষ সমস্যা সমাজের সামনে এসে পৌঁচেছে। ত্রিপুরায় যে একটা আদিবাসী সমাজ তার মধ্যে যারা অনগ্রসর নানা ভাবে তাদের জমি তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। এটা একটা বিশেষ সমস্যা এবং সবাই তার জন্য চিন্তিত। এটার যাতে একটা সমাধান করা যায়, যাতে গরীব আদিবাসীর জমি তার হাতে থাকে সেটার জন্যই তিনি বিশেষ ভাবে এ প্রস্তাবটি এনেছেন বলে মনে হয়। এবং সেই দিক দিয়ে তাঁর যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা সাধিত হয়েছে। কারণ গভর্ণমেন্টও আজকে নীতি হিসাবে আদিবাসীদের মধ্যে যারা জুমিয়া বা ভূমিহীন আছে তাদেরকে পুনর্ব্বাসনের সুযোগ দিচ্ছেন। সরকারের এই পুনর্ব্বাসনের নীতি হচ্ছে ১০ বৎসরের মধ্যে তারা জমি ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, বিক্রী করতে পারবে না। ভোগ দখল তারা করবে। তারপর তারা পূর্ণ স্বত্ব জমির মধ্যে পাবে। তার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আদিবাসীদের মধ্যে যারা জুমিয়া, ঘুরে ঘুরে বেড়াত, জমির প্রতি তাদের যাতে একটা মমত্ববোধ হয় এবং স্বল্প পরিমাণ জমির থেকে উৎপন্ন করে তাতে যে খাওয়া যায়, বাঁচা যায় এই ধারণার সৃষ্টি করা। তারা মনে করে ঘুরে ঘুরে জুম করলেই বেশী লাভবান হওয়া যায়। ফলে তারা শিক্ষা, দীক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা দিক থেকে বঞ্চিত হয়। আজকের দিনে এমন বিরাট সংখ্যক জমি নাই যাতে তাদের জুম চাষের সুযোগ দেওয়া যায়। তারই জন্য পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আজকে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল ফলিয়ে আজকে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেই দিক দিয়েও সরকার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় একটা অভিযোগ থেকে যায় যে অনেকে কৃষিকাজে নিজের অজ্ঞতার জন্য, নিজের অসুবিধার জন্য হউক বা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়েই হউক জমি ত্যাগ করে চলে যায়।

সেই রকম অবস্থা অবলোকন করার পর মাননীয় সদস্য যে এদিকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা অবশ্য সকলের ভাববার কথা। সব সদস্য তাঁর এই প্রস্তাবের উপর নিজ নিজ অভিমত রেখেছেন আমিও আমার অভিমত পরে রাখব। তবে এই অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু মহাশয় হঠাৎ চটে গেলেন। তিনি এটা শুনে মনে করলেন যে ভূতের মুখ থেকে নাকি "রাম নাম" বেরিয়ে আসছে। খুব ভাল কথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা গল্প আমার মনে পড়ছে। তিনি রাম নাম করলেন তাই আমারও শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের রামের সুমতির কথা মনে পড়ল। গল্পটা হয়ত কমবেশী সকলেরই মনে আছে। সেই জন্য গল্পটা আমি বিশেষ বলব না। নারায়ণীর মা ছিল। রাম সেখানে থাকত. রাম হচ্ছে দেবর, বৌদি তাকে খুব ভালবাসতেন, পুত্রের মতই তাকে স্নেহ করতেন। সেখানে বৌদির মা এসে জাকিয়ে বসলেন। তিনি রামের প্রতি খুব সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। সেটা তো প্রকাশ করা যায় না, কারণ কন্যা যাকে স্নেহ করছে তাকি প্রকাশ করা যায়? শ্রীমান রামচন্দ্র যখন নাকি তার বালকোচিত খেয়ালে একটা বটগাছের ডাল এনে উঠানের মধ্যে খেলতে আরম্ভ করল তখন নারায়ণীর মা দিগম্বরী দেবী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। কি সাংঘাতিক কথারে। বটগাছ উঠোনের মধ্যে এনে লাগাচ্ছে। বাড়ীর এই ছেলেটা কি হলো? বাড়ীতেই বা কি করে থাকবো? কাক চিল এসে বসবে। আমি বিধবা নারী। কি করে সংসার চলবে। অর্থাৎ তার আসল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হলো একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া। আমারও তাই মনে হলো যে আসল একটা যে জিনিষ আছে—আর যে কোন একটা জিনিসের মধ্যে তার ভালত্ব, যেখানে ছেলে মানুষ সেখানে ছেলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসছে কিন্তু মনের মধ্যে যে হিংসাটি পোষণ করে রাখা হয়েছে তার একটা বহিঃপ্রকাশ তো চাই। কাজেই আজকে কেউ ভাল দৃষ্টি ভঙ্গির জন্যেও সমস্যার গুরুত্বের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেও তার মধ্যে আরও রূপ থাকে। কারণ আজকে আদিবাসীর মঙ্গলের কথা বা তার জন্য চিন্তা করার যে স্বাধীনতা তা সকলেরই আছে এবং প্রত্যেকেই যার যার অভিমত অনুযায়ী ব্যক্ত করে। House এর মধ্যে জিনিসটা এসেছে। House ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে। নাও করতে পারে। এবং সাধারণতঃ বেসরকারী প্রস্তাব বেশীর ভাগই এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। সবগুলিরই যে সমস্যার সমাধান হচ্ছে তাই নয়। কিন্তু যে সমস্যাটা আছে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হ'ক এবং সেই সমস্যার কিভাবে সুন্দরতর, সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে তার একটা আলোকপাত হবে এবং তার জন্যই বেসরকারী প্রস্তাব যদিও তা গৃহীত না হয়, তবু ও আলোচনার বিশেষ একটা মূল্য আছে। তা দিয়ে সরকার বুঝতে পারে যে সভ্যরা কিভাবে চিন্তা করছে। মাননীয় সদস্যরাও বুঝতে পারেন যে বিরোধীদলের এ প্রসঙ্গে মনোবৃত্তি কি, সরকার পক্ষেরও স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করলে পর এই বিষয়টা সকলে ভালভাবে দেখতে পারেন। এইভাবে চিন্তা করতে করতে চিন্তার মধ্যে একটা সঙ্গতি আসবে এবং সমস্যা সমাধানের একটা পথ বেরিয়ে আসবে। আমার মনে হয় সেই রকম একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মাননীয় সদস্য সুরেশবাবু এই প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করেছেন। কারণ আজকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার অধিকার একমাত্র আদিবাসীদেরই নেই, আজকে মানুষ মানুষের জন্যই কাজ করবে। অর্থাৎ যেখানে মানুষ আছে, সেখানে

মানুষের মন আছে সেই খানেই মানুষ মানুষের জন্য কাজ করবে। আজও আমরা দেখি যে ভারতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে আন্দোলন, বিশেষভাবে হরিজনের অধিকারের জন্য, আদিবাসীদের অধিকারের জন্য প্রথম যে আন্দোলন করেছিলেন তিনি আদিবাসী ও ছিলেন না বা তপশিলীভুক্তও ছিলেন না। তাদের বাইরে থেকে মহামানব গান্ধীজী, যার শততম জন্ম বার্ষিকি চলছে, তিনি তখন সেই মানবাত্মার ক্রন্দন, সমাজে যে অবিচার সেইটা সভ্য সমাজে তুলে ধরেছিলেন। কাজেই যার মন মানুষের জন্য কাঁদবে হয়ত বা তার ব্যথা প্রকাশের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে, সেটা হয়ত অন্যের চিন্তা ধারার সঙ্গে মিল্ না থাকতে পারে কিন্তু সেটা মানুষের কল্যাণের জন্যই থাকবে। আজকে যে আলোচনাটা এসেছে যে আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের হাতেই থাকা উচিৎ কিন্তু তাদের দিক থেকেও এই ব্যাপারে যতটুকু সজাগ থাকা উচিৎ ছিল ততটা সজাগ তারা ছিলনা। অবশ্য আমি একথা বলছিনা যে সকলেই সজাগ ছিলেন না। অনেকে নিজের জমির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। কিন্তু জুমিয়া যারা তারা কখনই জমির প্রায়াজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। হয়ত এই উদাসীনতার অনেক কারণও আছে। কারণটা যে একেবারে নগন্য তাও নয়। আদিবাসীরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত সহজ ও সরল। তারা জমির ব্যাপারে এত ঘোর প্যাঁচ বুঝেনা। কিন্তু আজ অনেক রাজনৈতিক পাকচক্রে, তারমধ্যে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সকলেই আছে, আদিবাসীরাও আছে, তারমধ্যে তাদের সমস্যা কিভাবে শেষ হতে পারে? যেখানে মানবিকতা বোধ নেই, যেখানে হৃদয়ের মমতা নিয়ে এই সমস্যাটা সমাধান করা উচিত সেখানে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দোলনের পথে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সহজ পথে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চিন্তা করেন না। শুধু আন্দোলনের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক ফসল তোলার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে সামাজিক চেতনা বোধের ভিতর দিয়ে যেটা করা যেতো সেটা করা হয় না। এক ধরণের লোক আছেন—বাঙ্গালীও হতে পারেন আবার আদিবাসীও হতে পারেন, তারা এইভাবে সরল আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করে নিজেদের কাজ হাসিল করেন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে তোমার দুই কানি জমি আছে সেটা বিক্রী করে ফেল এবং জুমিয়া হিসাবে নাম লিখিয়ে ফেল। তাহলে তোমার জমিও থাকবে না এবং অন্য জায়গায় গিয়ে কিছু একটা কাজ করতে পার। আমি সেজন্য তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এইভাবে সরল আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং আমার মনে হয় এ ধরণের ঘটনা বিরল নয়। কাজেই এইভাবে আজকে মানুষের মধ্যে exploitation এর কাজ করা হচ্ছে। এইভাবে যারা exploit করছে তাদের কোন জাত নেই। আজকে ইউরোপে তো কোন জাত নেই। তারা কি exploited হচ্ছে না? ইংলণ্ডের কৃষককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তারা বলবে সমাজের উপর তলার লোক আমাদের exploit করছে। কাজেই সেখানে জাত দিয়ে exploitation হচ্ছে না। exploitation হচ্ছে সমস্যার যে গুরুত্ব, তার যে বৃদ্ধি, সেটা দেখতে হবে। আজকে যারা সমাজে চিন্তায়, চেতনায়, অর্থে বড় তারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল লোকদের পদানত রাখতে চায়। Exploitation বিভিন্নভাবে হয়। একদল হয়ত পরিশ্রম করে, তার পরিশ্রমের যে ফসল সেটা মামলা মোকদ্দমা করেই হউক বা বুদ্ধি দিয়েই হউক সেটাকে তারা তুলে নিতে চায়। কাজেই আজকে কোন সদস্য যদি মনে করে থাকেন যে

উনার মত প্রকাশের অধিকার আছে অন্য কোন অধিকার নেই, তবে সেই অধিকারকে পরিপূর্ণ-ভাবে আজকে রূপদান করতে হবে। আজকে যদি সেটাকে রূপদান করতে হয় তাহলে সাংগঠনিক চিন্তাধারা দ্বারা তা প্রভাবিত হয়ে উন্নতির জন্য গঠনমূলক কাজের জন্য কাজ করে যেতে হবে, কেবল আইন দিয়ে কিছু হয়না,আর যদি আইনের কথা বলা হয় তবে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টএ যে আইন রয়েছে, যেখানে standard acre আছে—two standard acre জমি যাদের আছে আইনগতভাবে তারা জমি বিক্রি করতে পারে। আপনারা যদি বলেন সেটা আইনের বিধান, সব জায়গায় সব বিধানের জন্য Punishment দেওয়া যায় না। সেটা আইনগতভাবে অসিদ্ধ হবে এবং আইনে গিয়ে যা হয় তাই হবে। যদি কেউ মোকদ্দমা করেন তাহলে আইনে যে প্রতি বিধান আছে তাই হবে, কিন্তু সরাসরি তার সাজার ব্যবস্থা হয়ত আইনের ভিতর নেই। কিন্তু আসল কথা আইন নয়, আসল কথা হচ্ছে পরিবেশ তৈরী করা। সুতরাং এই আলোচনার একটা মূল্য আছে যার মধ্যে একটা বিরাট সমস্যা আজকে Assemblyর ভিতর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আদিবাসীদের মধ্যে তাদের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন আনতে পারি। এই চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের মধ্যে রয়েছে আদিবাসীদের সকল সমস্যার সমাধান। আগের মত বেশী জমি ত্রিপুরাতে নেই যে বিক্রী করা মাত্রই আবার জমি পাওয়া যাবে। আজকে ত্রিপুরাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু পুনর্ব্বাসন দিতে গিয়ে সরকার দেখেছেন যে পুনর্ব্বাসনের জন্য ধান ফলানোর উপযোগী জমি নেই, কাজেই যারা নূতনভাবে পুনর্ব্বাসন পাবে সকলকে টিলার উপর তা দিতে হবে। তাহলে সেই সমস্যাগুলো আজও রয়ে গেছে। সুতরাং সরল আদিবাসীরা যাদের জমির পরিমাণ কম তারা যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা আমাদিগকে দেখতে হবে। এই সমস্যা সমাধান করারও আমাদের প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয়, মনে হয় শুধু নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এভাবে প্রস্তাবদ্বারা এটা করা সম্ভবপর হবে না। তার কারণ হচ্ছে যে. আমি আগেই বলেছি, আইন আছে, সে আইন যেমন আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি তারা অউপজাতীয়দের বেলায় ও প্রযোজ্য। আজকে কৃষির সে কাজ তার মধ্যে একটা বিভাগ আছে। কৃষি এক জনের পক্ষে করা সম্ভব হবে না। কাজেই কৃষির ক্ষেত্রেও-যার জন্যে জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে, যার জন্যে চিন্তা করা হচ্ছে যে বর্গাদারী প্রথাও থাকবে না। আজকে ল্যাণ্ড রিফর্মস এক্টে আছে যে, বর্গাজমির মালিক শুধু পাবেন ফসলের $\frac{1}{3}$ অংশ আর বর্গাদার পাবেন $\frac{2}{3}$ অংশ। তার কারণ হচ্ছে যিনি জমি চাষ করবেন তার পুরোপুরি কাজের সংস্থান রাখা। কৃষকদের ক্ষেত্রে শুধু আদিবাসী বলে নয় সকল শ্রেণীর কৃষকেরা জমি চাষ করার সুযোগ গ্রামাঞ্চলে বারমাস পান না। যদি আজকে প্রত্যেক জমিতে তিনটি ফসল করার মত সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে সে বারমাসই কাজ পাবে। কিন্তু আমাদের এখানে বর্ত্তমানে যে ধরণের চাষাবাদ হচ্ছে তাতে কৃষক বার মাসের কাজ পান না। সেটাও একটা সমস্যা। সেই জন্যে অল্প পরিমাণ জমির মধ্যে যাতে বেশী ফলন ফলানো যায় সেটা দেখা হচ্ছে। সেই জন্যে গ্রামের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরা হয়েছে ৫ কানি। অর্থাৎ ৫ কানি জমি যদি কারো থাকে এবং তাতে যদি দুটো ফসল ফলানো যায় এবং কিছু সব্জির চাষ যে করতে

পারে তাহলে সে চলতে পারবে। সেই জন্যেই আইন করা হয়েছে যে, ৫ কানি জমি যাদের আছে সেটা যাতে হস্তান্তরিত না হয়। তাতে কৃষকদের যে হোলডিংটা হবে তা ইকনমিক হোলডিং হবে। এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটা কৃষক পরিবারের ৫।৬ জন লোক এই ৫ কানির ফসলের উপর নির্ভর করে তারা চলতে পারে.

কাজেই, যদিও এই প্রস্তাবটা আলোচনার ফলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ৪ একর পরিমিত জমি নিষিদ্ধ করে নিলে, আদিবাসীদের মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক সমস্যারও সমস্যা আছে। আমি নিজে জানি যে. একজন আদীবাসীর আট কানি মাত্র জমি আছে। তার মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। তিনি ভাল বিয়ে দিতে চান। ছেলেটি ছোট, স্কুলে পড়েছে। সম্পত্তির মধ্যে ঐ আট কানি জমিই আছে। মেয়েটিকে বিয়ে দেবার জন্যে তার টাকার প্রয়োজন। তার এখন জমি বিক্রি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই তিনি যদি পারমিশণ নিয়ে কিছু জমি বিক্রি করেন তাহলে ভালো দাম পাবেন। কিন্তু আদীবাসীর কাছে বিক্রি করলে সেই দাম তিনি পান না। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন তার জমিটা অ-আদিবাসী কোন লোকের কাছে বিক্রি করিয়ে দেওয়ার জন্যে। কারণ তা না হলে তিনি মেয়ের বিয়ে ভালো দিতে পারছেন না।

কাজেই আজকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ব্যাঙ্ক হচ্ছে জমি। যদি কিছু উদ্বৃত্ত টাকা হাতে হয় তাহলে তারা জমি কিনে রাখে। আর প্রয়োজনের সময় তারা সেই জমি বিক্রি করে দেয়। কাজেই আইনে সেই সুযোগ দেওয়া আছে যে. বিয়ে বা অন্যান্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা জমি অ-আদিবাসীদের কাছেও বিক্রি করতে পারবে অনুমতি নিয়ে। কাজেই ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি অর্থাৎ দশ কানির মত জমি যার আছে, তিনি কিছু কিছু জমি প্রয়োজনের সময় বিক্রি করতে পারবেন এবং ফসল এক বছর যদি ভালো হয় অর্থাৎ বন্যায় বা খরায় নষ্ট হয়ে না যায় তাহলে সেই বছরেই তিনি উদ্বৃত্ত ফসল বেচে সেই টাকা দিয়ে আবার জমি কিনতে পারেন।

কাজেই আজকে আদীবাসী ভাইদের মনে এধারনা সৃষ্টি করাটা ঠিক হবেনা যে, তারা অআদিবাসী থেকে পৃথকভাবে জীবন যাপন করবেন, অআদিবাসীদের সাথে মিলেমিশে চলতে পারবেন না। গত সভাতেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। একথা অনেক সদস্যরা বলছেন যে, ধনী আদিবাসীরা অনাদিবাসীদের সাথে একজোট হয়ে চক্রান্ত করে, গরীব আদিবাসী কৃষকদের জমি কিনছেন। এবং কিনতে কিনতে যখন তার জমির পরিমাণ ২৫।২৬ কাণি হয়ে যায় তখন তিনি সরকারকে বলেন যে আমার জমি অনেক হয়ে গেছে এবার আমাকে জমি বিক্রি করার পারমিশন দাও। সরকারের পক্ষে এটি ঠিক করা কঠিন হয়, পূর্বে তার কত জমি ছিল এবং কবে তার এত জমি হয়েছে। এটা সব সময় অনুধাবন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কাজেই আজকে আদিবাসীদের মধ্যে সেই চেতনা আসা দরকার যে, আমরা আমাদের জমি রক্ষার ব্যবস্থা করবো এবং এই ধরণের লোকদের প্রশ্রয় দেবোনা। এই ধরণের একটা

সামাজিক বিধান যদি আদিবাসীদের মধ্যে থাকে তাহলে তারদ্বারা সমাজের অনেকখানি মঙ্গল করা যাবে। শুধু আইন করে সেটা সম্ভবপর হবেনা। আইন করার উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে জাগ্রত করা। কিন্তু সবক্ষেত্রে সব আইন ঠিক ঠিক মতো কার্য্যকরী করা যায়না। কাজেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণেরও একটা জাগৃতি বা চেতনার প্রয়োজন আছে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ সেটাই হচ্ছে সহজতম পথ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অন্যান্য পয়েন্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেছেন। এটার মধ্যে ফাণ্ডামেন্টেল রাইট এর প্রশ্নও জড়িত বলে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন,কনষ্টিটিউশন বিরোধী বলেও কেহ কেহ বলেছেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের মীমাংসা কোর্টেই হতে পারে। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। আদিবাসীরা যাতে কোন রকম অসুবিধায় না পড়েন এবং ভূমির সঙ্গে তাদের যাতে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে তার জন্য আমাদের সর্ব্বোতভাবে চেষ্টা করতে হবে। চিরদিনের জন্য এই রকম পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা চলতে পারে না, কোন না কোন সময় তার একটা পরিসমাপ্তি ঘটবেই। তার আগে এই রকম ভূমিহীন কৃষক যারা আছেন অথচ যাদের জমি নাই তাদের সুষ্ঠুভাবে জমিতে বসাবার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাব আলোচনার পর আমি প্রস্তাবকের নিকট অনুরোধ করব উনি যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য না বলেন। সরকার এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছেন যাতে জমি হস্তান্তরের কাজটি একটি কমিটি মারফতে check হয়। নানারকম আইনের জটিলতায় এই কাজ আরম্ভ হতে বিলম্ব হচ্ছে, তা স্বত্বেও এই কাজ করার জন্য সরকার সর্ব্বোতভাবে সচেষ্ট আছেন। কাজেই আমি আশা করব উনি যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই আলোচনার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব withdraw করে নেবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— I would now call on Hon'ble member Shri Suresh Chandra Choudhury, the mover of the resolution

Sri Suresh Chandra Choudhury—

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলেছি। মাননীয় অঘোর বাবু কতকগুলি কাল্পনিক কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হাউসে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম যে বিলোনীয়া ট্রাইবেল কলোনীতে কেহ কেহ জমি হস্তান্তর করে ফেলেছে এবং আবার তারা ভূমি হীন হতে চলেছে। আমি কোন্ কোন্ কলোনীতে তা হয়েছে তার অবশ্য উল্লেখ করেনি। অঘোর বাবু বলেছেন মধ্য পিলাক বা দক্ষিণ ইছাছড়া কলোনী আর পূর্ব্ব পিলাক কলোনী। উনি কতকগুলি অসত্য ও কাল্পনিক কথা বলেছেন যা উনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বলেছেন। আমি ভাবতে পারি না কেন উনি এই সব বলেছেন। বলবার একটা উদ্দেশ্য হল এই যে আমি যে Constituency থেকে জিতেছি সেটা

ছিল উনাদের একটা ঘাঁটি। ইতিপূর্বে আমি দুই বারই উনাদের কাছে পরাজয় বরণ করেছি। এবার অবশ্য আমি অনেক বেশী ভোটেই জিতেছি। সেই জন্যই হয়ত উনাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। Assembly তে আসলে সেই ঝালই মিটাতে চেষ্টা করেন। নির্বাচনের অর্দ্ধ ঘন্টা পরে দেবদারু বাজারের সংলগ্ন পূর্ব পিলাকে একটা ঘটনা হয়েছে। তিনি সেই ঘটনাকে একটা কাল্পনিক রূপ দিয়েছেন। যার সঙ্গে সেই ঘটনা ঘটেছে সেই কালীকুমার রিয়াং সে আমার খুব স্নেহভাজন লোক। সে Tribal Supervisor। Election এর সময় সে সেখানে ছিল। Election এর সময়ে সেই অঘোর বাবুর লোকজন দেবদারু বাজারে আমার কর্মীদের উপর মারধোর করার চেষ্টা করেছে। পতাকা ছিড়ে ফেলেছে। এই সমস্ত মামলা এখন ঝুলছে উনার কয়েক জন কর্মীর বিরুদ্ধে। সেই কালীবাবুকে চেষ্টা করেছিল খুসীমত ব্যবহার করার জন্য। হয়ত সেটা সম্ভব হয়নি। যার ফলে election এর অল্প পরেই কালী বাবুর বিরুদ্ধে একটা ঘটনার সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি নয় আসল কথা হল কালীবাবুর প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি অনুরোধ করব কালীবাবুকে সকলের সামনে এনে উনি যেন সত্যিকারের ঘটনা জানেন। এরূপ বিকৃত ঘটনা যেন পর পর আর না বলেন। এটাই আমি এখানে বলব। এই যে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে আমি একটা প্রস্তাব এনেছি তারও একটা কারণ আছে। আমি আদিবাসী নই। কিন্তু অঘোরবাবু আদিবাসী। সেই আদিবাসীদের ভাওতা দিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত তিনি রাজনীতি করে আসছেন। এখন আর ভাওতা দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে রাজনীতি করার দিন নেই। তিনিই শুধু আদিবাসীদের দরদী, আর কেহই কি আদিবাসীদের কথা বলতে পারে না? আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আজকে আদিবাসীরা অঘোরবাবু চেয়ে আমাকেই বেশী পছন্দ করে। আমার কথাই বেশী শুনে। আমার পরামর্শ তারা বেশী গ্রহণ করে। অর্থাৎ আজকে আদিবাসীদের মধ্যে অঘোরবাবুর সেই ঘাটি আর নেই। সেই জন্যই উনার এত গাত্রদাহ হচ্ছে। সেই মধ্য পিলাকের আদিবাসীরা আজকে ভূমিহীন কিন্তু কেন আজ তারা ভূমিহীন? অঘোরবাবুর কতিপয় কর্মী সেই জুলাই বাড়ীর আশেপাশে যাদের বাড়ী—আমি নাম করে বলতে পারি তারা এখনও কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করে। তারা তখন মধ্যে পিলাকে কমিউনিস্টপার্টির কাজ করার জন্য ঢোকে। আস্তে আস্তে চক্রান্ত করে তাদের থেকে ১০—২০ কাণি করে জমি কিন্‌তে আরম্ভ করে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে আমি যা বলছি তা সব সত্য একটা কথাও মিথ্যা নয়। অঘোরবাবুর লোক গিয়ে সেই জায়গায় অধিকাংশ জমি দখল করে নিয়েছে। তাদের কর্মীরা এখনও আদিবাসীদের থেকে জোর করে টাকা আদায় করে এবং জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে। আপনারা তদন্ত করে দেখবেন আমার এই কথার মধ্যে কোন মিথ্যা আছে কিনা। আমি নাম করে বলতে পারি কার কতটুকু জমি কে কতটুকু দখল করেছে। অনেক জায়গাতে,বেনামীতে জমি দখল হয়ে রয়েছে। আমি বিভিন্ন আদিবাসী কলোনীতে গিয়ে দেখি আদিবাসীরা দিনের পর দিন ভূমিহীন হতে চলেছে। Land Reforms Actএ আছে আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীর নিকট বিক্রি করতে হলে collectorএর অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে জমি বিক্রি করিলে collectorএর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। অ-আদিবাসীদের নিকট জমি বিক্রি করার সুযোগ না থাকায় আদিবাসীদের

মধ্যে যারা ধনী মহাজন তারা অতি অল্প মূল্যে জমি ক্রয় করিতেছে। যার ফলে গরীব আদিবাসীদের হাতে জমি থাকছে না। মাননীয় সদস্য ঘনশ্যামবাবু বলেছেন যে ২৫ একর পর্য্যন্ত প্রত্যেক আদিবাসীরই জমি খরিদ করার অধিকার আছে, এটা অতি সত্য কথা। জমি বিক্রি করতে পারবে না আমি একথা বলি নি। আমি বলেছি restriction impose করার কথা, অর্থাৎ ১০ কাণি জমি বিক্রি করতে collectorএর অনুমতি নিতে হবে। যারা গরীব আদিবাসী আছে তাদের জমি রক্ষা করতে হলে এই রকম একটা restriction না করলে কিছুতেই ওদের জমি রাখা যাবে না। সমস্ত জমি ধনী মহাজন আদিবাসীদের হাতে চলে যাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে Assemblyতে বহুবার আলোচনা হয়েছে, আমার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে গরীব আদিবাসীদের জমি রক্ষা পায়। আমি মনে করি বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে। এবং দেখলাম সকলে গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে, সরকারপক্ষও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত। এবং কিভাবে এটা রোধ করা যায় সেটা তারা চিন্তা করিতেছেন। আমি আশ্বাস পেয়েছি যে এটা রোধ করার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন। কাজেই আমি আমার প্রস্তাব উঠিয়ে নিলাম।

Mr. Dy. Speaker :—Now the Question before the House is that the motion moved by Shri Suresh Ch. Choudhury that the leave of the House to withdraw the same be granted.

(The motion was withdrawn with the leave of the House)

There is another resolution of Sri Monomohan Deb Barma. Now, I would call on Sri Deb Barma to move his resolution that—This Assembly is of opinion that "উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হোক ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

Shri Monomohan Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমি House-এ যে resolutionটা এনেছি তা হল This House is of opinion that "উপজাতীয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হোক ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক" আমার এই প্রস্তাব রাখার পেছনে যেসমস্ত যৌক্তিকতা আছে এবং যে সমস্ত সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করেছি তার কয়েকটা House-এর সামনে উপস্থিত করতে চাই। প্রথম কথা হল আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ত্রিপুরাতে স্কুলের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং শিক্ষিতের হারও অনেক সীমিত ছিল। পাহাড়ী এলাকাতে স্কুল খুব কম ছিল। আগরতলাতেও মাত্র ৪টী স্কুল ছিল—বিজয়-কুমার, বৌধজং, উমাকান্ত ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। সেই তুলনায় আজ যদি চিন্তা করি তাহলে স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং শিক্ষিতের হারও অনেকটা বেড়েছে। তবুও অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে বহু স্কুল আছে সেখানে বহু শিক্ষক

নিযুক্ত আছেন যারা Tribal language জানেনা ফলে Tribal ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ না থাকাতে ছেলেমেয়েরা ভালভাবে শিক্ষালাভ করতে পারেনা। এবং তারা উৎসাহ বোধ করেনা। সুতরাং আমি যে প্রস্তাব এনেছি তা যদি কার্যকরী হয় তাহলে বর্তমানে এই যে একটা অসুবিধা এটা আর থাকিবেনা। আমাদের সংবিধানেও ব্যবস্থা হয়ে গেছে সেটা আমি বলছি। It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction the mother-language at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups ; and the President may issue such directions to any State as he considers necessery or proper for securing the provision of such facilities. কাজেই আজকে আমাদের constitution এ যখন linguistic Minority-দের education facilities দেওয়ার কথা আছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা আছেন তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা আছে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু facility দেওয়া দরকার। কারণ সংবিধানে সেই সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েগেছে। আমাদের Provincial education Minister-রা যখন conference-এ গিয়েছিলেন 1949-এ সেখানেও তারা বলছেন এবং Central Ministry Board of Education দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। সেই প্রস্তাবটাও এখানে আছে। তারা বলেছিলেন যে the medium of instruction and examination of the Junior Basic Stage must be the mother tongue of the child and where the mother tongue is different from the regional or state language arrangements must be made for instruction in the mother tongue by appointing at least 1 teacher, provided there are not less than 40 pupils speaking the language in the whole school or 10 such pupils in a class. কাজেই একজন বা ১০ জন যদি এক ভাষাভাষী ছাত্র থাকে তাহলে সেখানে mother taugue-এ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করার জন্য তারা সুপারিশ করে গেছেন। সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবটা এখানে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কারণ যদি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা স্বত্বেও উপযুক্ত স্কুল বা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া স্বত্বেও Tribalদের শিক্ষার হার যেভাবে প্রসার হওয়ার কথা সেই ভাবে হচ্ছেনা ; দ্বিতীয়ত অনেকেই হয়ত মনে করবেন যদি এই resolutionটি কাজে রূপায়িত করা যায়, তাহলে অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিতে পারে। অসুবিধাটি হ'ল কি রকম। যেমন কোন একটি অঞ্চলের একটি স্কুলে চাকমা ভাষী ছাত্র আছে ১০ জন, ত্রিপুরা ভাষী ছাত্র আছে ১০ জন জমাতিয়া ভাষী ছাত্র আছে ১০ জন এইরূপ একটি অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে সেটা আমি স্বীকার করি। কোন জায়গায় আরও দেখা যাবে রাংখল, কলই, জমাতিয়া. ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া তাদের জন্য মাষ্টার নিয়োগ করা যেতে পারে বিশেষ করে রাংখল এবং হালাম তাদের ভাষা অনেকটা মিল আছে। কাজেই এইসব অঞ্চলে মাষ্টার নিয়োগ করে তাদের অসুবিধাটা দুরকরা যেতে পারে। এই সকল যদি না করা হয় তবে Tribalদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এবং যে হারে তাদের অগ্রসর হওয়ার কথা, সেই হারে তারা

অগ্রসর হতে পারবে না। ভারতে প্রত্যেক মানুষই এক একটি ফুলগাছের মত, এই ফুলগাছের যদি শ্রীবৃদ্ধি করাতে চাই, ফুল ফোটাতে চাই, তাহলে সমগ্র ভারতের দিকে দৃষ্টি রেখে; সমস্ত বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেককে ভাষা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে স্বাস্থ্য দিয়ে এবং সমস্ত কিছু নিয়ে সমান তালে অগ্রসর হওয়া দরকার। কাজেই আমি মনে করি এই সুযোগ দেওয়া হলে Tribalদের অনেক উন্নতি হবে। ভারতের জাতীয় কর্ম্মসূচীতে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এবং তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তাদের ভাল মন্দ তারা বিচার করতে পারবে। সেই জন্যই আমি বলছি মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের একটা ব্যবস্থা করা হোক। এই বলে আমি আমার প্রস্তাব রাখলাম;

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Sri Aghore Deb Barma.

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোমোহন দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি তার সমর্থনে দু' একটি বক্তব্য এই হাউসে রাখবো। উপজাতীয়দের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে আছে। অথচ গত ২২ বৎসর ধরে এই স্বীকৃতি থাকা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোথাও কার্য্যকরী হচ্ছে না। সমস্যা যে অনেক তার দু' একটা কথা আমি বলছি। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে ত্রিপুরাতে অনেক Tribal ভাষা আছে। তবে যদি মুটামুটি ভাবে আমরা ভাগ করি, যেমন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোমোহন দেববর্মা বলেছেন যে ত্রিপুরী ভাষাভাষী যেমন—রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, লুসাই, রুপিনী, কুলুই এই সম্প্রদায়গুলি ত্রিপুরার উপজাতীয়দের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা এক ভাষাভাষি হয়ত কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, রিয়াং আলাদা ভাষা, রিয়াং কোন অবস্থাতেই আলাদা ভাষা নয়; ইহা একই ভাষা, কথা বলার রধ্যে বলার ভঙ্গিমা এবং টানের মাঝে পার্থক্য আছে, যেমন নোয়াখালী এক বাংলা, সিলেটে আর এক রকম ভাষা বাংলা, আমরা আগরতলায় যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, পশ্চিম বঙ্গ থেকে নিশ্চয় আলাদা সেটা সকলেই বলেন কিন্তু নোয়াখালী লোকেরা একথা দাবী করে না যে যেভাবে তারা কথা বলে সেটাই বাংলা ভাষা এবং সেটাই লেখ্য বাংলা ভাষা। সিলেটের তারা ও different কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষার বেলায় এক। কাজেই আজকে রিয়াং এবং ত্রিপুরীদের মধ্যে যে different, কিন্তু মূলতঃ ভাষা এক। কিন্তু, different, হলো যে নোয়াখালী এবং সিলেটের বেলায় যেরূপ ঠিক তদ্রুপ আমাদের মধ্যে ও আমাদের ত্রিপুরী সম্প্রদায় যখন কথা বলে তখন রিয়াং সম্প্রদায় সেটা বুঝার কোন অসুবিধা হয় না, তারা বললেও আমরা বুঝি। কাজেই পরস্পর বুঝার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই, সুতরাং আমরা মূলতঃ এক, শুধু কথা বলার ভঙ্গিমাই পার্থক্য। এটা হলো major Section ত্রিপুরার একটা দিক। আরেকটা Section সেটা হলো Small Section. যেমন লুসাই যাকে আমরা মিজো বলি। মিজো জাতটাই হলো মোসাই, কাইপেং, সাংথল যদি তারাও Different Community হিসাবে পরিচিত। তারা পরস্পরের কাছে

related, একটার ভাষা আরেকটাই বুঝে, একজন মোলয়েম যদি কথা বলে, কাইপেংরা তা বুঝে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে Difference ঠিক ততটুকুই তাদের মধ্যে Difference. তাই ঐদিক দিয়া আজকে missionaryদের কল্যাণেই হোক আর যেভাবেই হোক মিজোদের একটা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিজোদের মধ্যে তাদের নিজেদের মাতৃভাষার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আজকে আমরা যদি সমীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে mizo hill এর মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত। কাজেই আমাদের মধ্যে এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন না তুলে আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক যে প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এটা এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু দুঃখের কথা এখনো পর্য্যন্ত এসম্পর্কে কিছু করা হয়নি। সেটা শুধু বলা হচ্ছে এবং নীতি গত ভাবে সকলেই স্বীকার করেছে। এই দাবী যখন করা হয় তখন বলা হয় যে আমরা ত রাজীই আছি, কিন্তু বই কোথায় বই দাও, বই লিখতে বললেই বই হয় না। বই করতে গেলেই কতকগুলো জিনিষের দরকার হয়। যেমন শুধু কথা বলা এক জিনিষ, ভাষা গঠন করা আরেক জিনিষ। কাজেই সেই দিক দিয়ে যদি বিগত ২০।২২ বৎসরের মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হতো তাহলে ইতিমধ্যে উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন dilet সৃষ্টা করা হত। কিন্তু সরকার সেটা করেন নাই কিন্তু accordingly to constitution, অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান মতে ত্রিপুরাতেও কম হোক বা বেশী হোক, প্রতি বছর উপজাতীয়দের ভাষা develope করার জন্য ব্যয় বরাদ্দের একটা ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ঐ টাকাগুলোকে কিভাবে utilize করা হয়? কছুদিন আগে এক ভদ্রমহিলা, তিনি শিক্ষয়িত্রি, তিনি আরেক ভদ্রলোককে বলছিলেন যে, ত্রিপুরী dilect এ হয়তঃ বড় জোর ২০০ শব্দ হতে পারে, দেখুন আমি ৫০টা শব্দ মুখস্থ করে ৫০৲ কাটা পুরস্কার পেয়েছি। যদি দাবী করেন, তাহলে আমি নাম ধাম সব বলতে পারি। কিন্তু নামটা আমি বলতে চাইছি না, এই হল অবস্থা। এসব লোকের ধারণাইবা কি রকম অর্থাৎ ত্রিপুরার dilect এ কতটা শব্দ যে আছে সে সম্পর্কে তাহার কোন ধারণা নেই। উনি ৫০টি শব্দ মুখস্থ করেছেন ৫০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন অর্থাৎ এই ভাষার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তাহা যদি এই ভাষা উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয় তা হলে এই ভাষাটা উন্নত করা যেত। আজ মণিপুরের যে ভাষা, জোর করে বলতে পারে না যে ত্রিপুরার ভাষার যে শব্দ তার চেয়ে তাদের ভাষা অনেক সমৃদ্ধ। লুসাই, গারো বা আসামের যে সকল ট্রাইব আছে তারা কেহই আমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ বলে দাবী করতে পারেনা। কিন্তু আমি বলতে পারি কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ যিনি পৃথিবীর অনেক ভাষা সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা রাখেন। আমেরিকাতে ভাষা গবেষণায় প্রায় ৭ (সাত) বৎসর ছিলেন। তিনি হলেন ডাঃ সুভাষ চাটার্জী। তিনি আমাদের ত্রিপুরার ভাষা সম্পর্কে এক সমিক্ষায় এসেছেন বা এ সম্বন্ধে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বললেন ইহা একটি রসালো ভাষা। উহাতে যে সমস্ত শব্দ আছে বাংলাতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এইভাষা খুব রসাল এবং খুব সমৃদ্ধ। এই ২০০ শত শব্দের কথা উল্লেখ করতে তিনি হেসেই উরিয়ে দেন এবং বলেন বর্ত্তমানে মাসের পর মাস শব্দগুলি collection করেও আমি আমার colletion শেষ করতে পারছি না। এখনও শব্দগুলি collection করা হচ্ছে। প্রায়

হাজার পাঁচেক শব্দ collection হয়েছে আরও অনেক আছে। তবে আমার বলার উদ্দেশ্য হল যদি আজকে সংবিধান অনুসারে সরকার পক্ষ থেকে স্বীকার করে থাকেন যে আজকে সমাজকে এবং উপজাতিকে উন্নত করতে হবে, তাহলে উপজাতীয়দের শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত করা দরকার। আমরা অনেক সমস্যার কথা এই House এর মধ্যে আলোচনা করি। এই অশিক্ষার দরুণেই সরকারের এত আইন এত restriction বা prohibitionথাকা স্বত্বেও তাদের সমাজ জীবনে উন্নতি সম্ভব নহে অশিক্ষিত এবং অনগ্রসর সমাজ বলে নিজের ভালমন্দ বিচার বিবেচনা করার মত ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব তাদের যদি develope করতে হয় তাহলে শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তাদের যদি শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা থাকত বা উদ্দেশ্য থাকত তাহলে ইতিমধ্যে ভাষাটা গঠন হত। এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু সরকার সেদিকে নজর দেন নাই। আইনে আছে, কিন্তু কার্যতঃ তাহা আজও মানা হচ্ছে না। কাজেই আজকে এই কথাটা আমার বলার উদ্দেশ্য হল যদি আজকে সকলে নীতিগতভাবে স্বীকার করে থাকেন যে কোন সমাজকে উন্নত করতে হলে তাকে অগ্রসর করে নিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে তাকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। সেই প্রয়োজনীয়তা যদি স্বীকার করেন তাহলে প্রথমতঃ প্রয়োজন তাদের ভাষাটা গঠন করা। ভাষাবিদ ছাড়া যে কোন মানুষ ভাষা গঠন করতে পারে না। এবং তা সম্ভব নয়, তার ব্যাকরণ লিখতে হবে, তার অভিধান লিখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার বহুদিন আগের ১টি কথা মনে পড়ে। তখন আমি class III তে পড়ি। Boarding এ অনেক Tribal ছাত্র ছিল। কেউ বলে মাথাভাঙ্গা 'দ', আবার কেউ বলে হাঁটু ভাঙ্গা 'দ' অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের মধ্যে ৪৮টি বর্ণমালা আছে—যেমন ট, ঠ, ড, ঢ আর ত থ দ ধ তার মধ্যে ড আর ঢ এবং দ আর ধ মধ্যে অনেক difference. কিন্তু আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। আমার সঙ্গে একজন ছাত্রের তর্ক হল। সে বলল যে দ দুটি আমি বললাম—না, দ একটি, এবং ধ একটি আছে। তাকে আমি কিছুতেই বুঝাতে পারছিলাম না। সে বলল একটা হল মাথাভাঙ্গা, অন্যটি হল হাটুভাঙ্গা. এই হল অর্থ। শেষ পর্যন্ত আমার মার খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আমি supdt সাহেবকে সাক্ষী মানলাম। কাজেই আমরা যারা Tribal, গ্রাম থেকে শহরে এসে লেখাপড়া শিখছি, যদিও বাংলা কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু বাংলা ভাষা আমরা শুদ্ধভাবে বলতে পারি না। তার কারণ আজকে যদি বাংলা ভাষা শিখতে হয় আমার মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি বাংলা ভাষা শিখতে পারতাম তাহলে আরও তাড়াতাড়ি বাংলা শিখতে পারতাম এবং যথেষ্ট জ্ঞানও হত। আমাদের পক্ষে এটা মুখস্থ বিদ্যা, কাজেই শুদ্ধভাবে বাংলা আমরা বলতে পারি না, বি, এ পাশ করেও শুদ্ধভাবে বলতে পারিনা। তাছাড়া এই ভাষা সম্পর্কে সেই রকম জ্ঞানী লোক ও আমাদের মধ্যে কম। স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর তিনটি বই লিখে গেছেন। উনার লেখার পরে আর কেউ চর্চা করেন নি। যদি আজকে ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে কিছু করতে হয় তাহলে উনার বইগুলি খোজাখুজি করতে হয়। যাহা হউক Education Deptt. থেকে যে দুটী বই বের করেছেন যেজন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। তার মধ্যে অবশ্য ভুল ত্রুটি কিছু আছে। তবুও এটা যে একটা প্রচেষ্টা তারজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবং আর একটা অভিধান নাকি ইতিমধ্যে ছাপানো হচ্ছে। সেটা complete হয়েছে কিনা জানি না। সেটার মধ্যেও হয়ত ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। কারণ একটা কথা দিয়ে ৪টি অর্থ বুঝায়।

উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি যেমন থাইঙ্গ—এটার উচ্চারণ দুই রকম এটা একটা ঊর্দ্ধ স্বর, আর একটি হল হ্রস্ব স্বর। দুইটির দুইটি অর্থ হয়। অথচ বাংলায় বানান একই রকম। কাজেই Non-tribal এর এই ডাইলগ সম্পর্কে কোন ধারনা চাই। কাজেই তারা কোন জায়গায় ঠিক কি অর্থ হবে ধরতে পারবে না। আমরা Tribal বলে উচ্চারণের দ্বারা ধরতে পারি। কিন্তু আরেক জনের পক্ষে সেগুলি ধরা মুস্কিল। এগুলির Different অর্থ হয়। কাজেই এ গুলির ব্যাকরণ এবং সমস্ত শব্দগুলি যদি পড়া না হয় শুধু বই পড়ে হয় না। যেমন অজিত ঠাকুরের একটা লেখা আছে—নাম দিয়েছেন "চুরাই চুরমা"। কিন্তু আমরা চুরাই বলি না, বলি 'চুরাই" উচ্চারণের পার্থক্য আছে। Original কথা "চরাই" কিন্তু বাংলায় লিখতে গিয়ে লিখলেন "চুরাই চুরমা" চুরাই চুরমা একটা অদ্ভুত বই। Tribal ছাত্র ছাত্রীরা এই বই পড়তে খুব উৎসাহী, এই বই ভীষন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে Tribal এলাকায় এবং মনেও থাকে, ভুলে না তারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "হয়াগ্রি" বলে একটি পত্রিকা মহেন্দ্র দেববর্মা বের করেছেন। তার মধ্যে যে সমস্ত বানান থাকে তার Originality থাকে না। অর্থাৎ অনেকটা ব্যঙ্গার্থক হয়ে যায়। কাজেই আগে ভাষা গঠন করতে হয়, তারপর উচ্চারণ ঠিক করতে হয়। কাজেই আমি একথা বলছি যে যদি প্রাথমিক স্তরে তার লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তার ভাষা গঠন করে উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। অক্ষর set up করতে হবে। এই ব্যাকরণ অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে। আমরা আশা করি যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এর অভিধানও পেয়ে যাব। এ ব্যাপারে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছি। উনিও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন। যদি সত্যিই এটা করে থাকেন তাহলে ছাপানো ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা সাহায্য পাব। এরকম একজন উপযুক্ত ভাষাবিদের সাহায্য পাওয়া সত্যিই আমাদের সৌভাগ্য। এদিকে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Houseএ এ প্রস্তাব একবাক্যে আমরা সকলেই সমর্থন করলাম। এটা পাস হ'ক। পাশ হলো। আমরা সকলেই উপজাতীর উন্নতি হ'ক এটা চাইলাম। কিন্তু পাশ হলেই তো চলবে না। এ ব্যাপারে সামনেও পেছনের যে কাজ তা যদি একটা একটা করে না করি তাহলে এই প্রস্তাব প্রস্তাবাকারেই থেকে যাবে। এটার কোন কার্য্যকারিতা থাকবে না আমি in details এ যাচ্ছি না। তবে সরকার চেষ্টা করলে অনেক আগেই এটা করতে পারতেন। যাহা হ'ক ইতিমধ্যে যা কিছু করছেন—তার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকলে ও আমি অভিনন্দনই জানাব। তবে এখন দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো দরকার। যদি ভাষা গঠন করতে হয় তাহলে ভাষার Originality রাখতেই হবে। তা নাহলে যে ভাষা ভাষাই থাকবে না। যেমন—আমি আর একটি উদাহরণ এখানে রাখছি। 'তুই' কথাটি লিখতে গিয়ে কেউ হয়ত লিখবে "তয়" আবার কেউ লিখবে 'তুই' for in formation আমি আর একটি কথা বলছি—এই সমীক্ষা যখন আমরা সুরু করেছি জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভদ্রলোকের সাহায্যে তখন এখানে যে মিশনারীরা আছেন তারা হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত। কি করে যে খবর পেয়েছেন তা আমরা জানিনা।

হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের মধ্যে আমাদের ভাষাভাষী আরও ৪ লক্ষ জনসাধারণ আছে, বরোপাখারী যারা, অবশ্য তাদের সঙ্গে হুবহু মিল না থাকলেও কথায়

শব্দগুলি এক, সামান্য কিছু differcnce, যেমন আমরা ত্রিপুরা ভাষাভাষী যারা তারা নক্ষত্রকে "আত্তাকিরি" বলি, আর এখানের কলুইরা তাকে "হাম্বকিরি" বলে কিন্তু আসামের গোয়াল পাড়ায় বর্ম্মণ যারা তাদের ছাপানো বই আমরা পেয়েছি তারা নক্ষত্রকে "হাটুকিরি" বলে, অর্থাৎ সামান্য কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলতঃ প্রায়ই মিল আছে। এই যে হাজার শব্দ Collection করেছেন আপনারা কি করে তাহা ছাপাবেন? অর্থাৎ এক্ষনি যদি আমরা ছাপানোর জন্য তাদের কাছে টাকা চাইতাম তাহালে তারা donation দিয়ে দিত কারণ তাদের নিজেদের ও interest আছে। কিন্তু আমরাও এভাবে সেটাকে ছাপাতে রাজী নই। তবে আমরা সকলের সহানুভূতি চাই। তবে এর জন্য আমরা তাদের সাহায্য নিয়ে ছাপাতে চাইনা। পারলে তারা এখনই টাকা দিয়ে ছাপাবে। আশাকরি আমাদের মাননীয় Education Minister এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন যাতে পরবর্ত্তী সময়ে আমি তার সাথে আলাপ আলোচনা করে সরকার থেকে সাহায্য পেতে পারি এই অনুরোধ রাখব। অনেকে হয়ত আজ এখানে মনে করতে পারেন শুধু Member হিসাবে, শুধু ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে বললাম, সেটা বলা ঠিক নয়। ত্রিপুরাতে Trlbalদের মধ্যে আরও ভাষাভাষী আছে। তন্মধ্যে একটা হল ত্রিপুরী ভাষাভাষী, আর একটা হল নিজের ভাষাভাষী, তাদের ভাষাটা already চলেই আসছে, শুধুমাত্র introduce করে দিলেই চলে। আর বাকী আছে মগ। মগদের ভিতরে যারা পুরোহিত আছে তারা বৌদ্ধের বাণী মগ ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। মগ ভাষায় তাদের হরফ আছে। কাজেই যেখানে মগ প্রধান এলাকা সেখানে মগ ভাষা introduce করে দিলে অসুবিধার কিছুই নাই। সেই মারফতে যদি তারা develop হয় বা লেখাপড়া শিখার সুযোগ পায় তাহলে আমাদের ক্ষতির কোন কারণ নাই। কাজেই অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ যারা আছে তাদেয় যদি সমান তালে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে এই অসুবিধাগুলিকে প্রথমে দূর করে নিতে হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি রেখে যদি এই প্রস্তাবটা আজকে আমরা গ্রহণও করি তাহলে প্রথমেই আমাদিগকে কি কি কাজ করতে হবে তা চিন্তা করা দরকার। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় Dy. Speakerএর মাধ্যমে মাননীয় Education Ministerএর নিকট অনুরোধ রাখছি এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I call on Hon'ble Member Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণ যোগ্য বলে আমি সমর্থন করছি। ভারতবর্ষের কয়েকটা Stateএর Tribal language, তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা শিক্ষাবিভাগ এই ব্যাপারে একটু চেষ্টা নিচ্ছেন। সেটা যে খারাপ তা বলতে পারি না, তবে "নাই মামার থেকে কানা মামা" বলতে হয়, কারণ যে চেষ্টা এবং পদ্ধতি তারা ধরেছেন সেটা মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। ৫০ টা Tribal Word শিখে একজন teacher ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন সরকার থেকে। মাত্র ৫০ টা

Word শিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পাওয়া সেটা একটা ৫০টা mis-management." আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরী ভাষার উন্নতির জন্য সরকারের বাজেটে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে সেটা যদি ঠিক মত খরচ না হয় এবং সেটা যদি কয়েকজন ভাগ্যবান Primary teacherএর পকেটে যায় তাহলে ত্রিপুরী ভাষার উন্নতি যে কতটুকু হবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে চেষ্টার পদ্ধতি আরও উন্নত হওয়া উচিত। এবং সেটা উন্নত করতে হলে মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্মা যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে গ্রহণ করে এবং সেই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় এক ধাপ আমরা এগিয়ে যাব। তবে এটার সঙ্গে আমি কয়েকটা suggestion রাখতে চাই। আমার suggestion হল Sch. Tribes এবং Sch, Caste Commission বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের এবং ত্রিপুরার উপজাতীয়দের উন্নতিকল্পে কয়েকটি recommendation করে গেছেন, আমি recommendationএর কয়েকটা অংশ এই Houseএ উল্লেখ করতে চাই। U. N. Debar Commissionএর reportএর ২১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "The Commission, however, feel that this Compromise should not result in forgeting the major tribal languages. Under article 350A of the constitution it has to be endeavour of every state and every local authority within the state to provide ediquate facilities for instruction in the mother tongue so at the primary stage of Education to children belonging to linguistic minority groups ; and the President may issue necessary or proper for securing the provision of such facilities. This certainly goes a long way beyond a certain amount of oral instruction for a couple of years. বিভিন্ন বৎসরের Commission এর report আলোচনা করলে আমরা দেখি যে ভারতের অন্যান্য যে সব জায়গাতে Tribal language উন্নত হয়েছে সেখানে মাতৃভাষায় তাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেছে, আমাদের ত্রিপুরাতে ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলেন তাদেরকে যদি প্রাইমারী শিক্ষকে নিযুক্ত করা যায়, এবং text book উপযুক্তভাবে যদি তৈরী করা যায় তাহলে Tribalরা অনেক উন্নত হবে!

আমাদের এই চলতি বছরে Tribal Advisory Boardএর যে মিটিং হয়েছিল সেখানে Non-Matric এবং ত্রিপুরী ভাষা জানা Tribalদের প্রাইমারী শিক্ষক নিযুক্ত করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল। তা যদি কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করেন আশা করি এখানে এটা প্রজোয্য হয় তাহলে এখানে আমরা অনেক শিক্ষক পাব। Qualificationএর দিক দিয়ে non-tribal Matriculation বা Higher Secondary পাশ করা শিক্ষকরা যতটুকু বুঝাতে পারবে আমার মনে হয় তার চেয়ে ক্লাশ VI পাশ করা যে সকল Tribalরা ত্রিপুরী ভাষা জানে তারা ভাল বুঝাতে পারবে, যেহেতু তারা মাতৃভাষায় বুঝাতে পারবে। Policyর দিক দিয়ে এটা যুক্তিযুক্ত হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কারণ আমি যখন প্রাইমারী ষ্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমার ভয়ানক অসুবিধা হত। যেমন কোন কিছু একটা যদি ভাল করে না বুঝতে পারতাম তখন সেটা মাষ্টার মহাশয়কে বলতে হত। কিন্তু তিনি

আমার কথা বুঝতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে Tribal areaতে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেই বুঝা যাবে। কোন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক যদি পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং তিনি যদি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় না বুঝাতে পারেন তাহলে হয় তিনি বাংলা ভাষায় বলবেন, ছেলেমেয়েরা ভালভাবে বাংলা বলতে পারে না বলে বুঝতে পারে না এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মাতৃভাষায় বললে আবার মাষ্টার মহাশয় বুঝতে পারবেন না। ফলে উভয়েরই অসুবিধার কারণ হয় এবং শিক্ষার কিছুই উন্নতি হয় না। তার ফলে ছাত্র ও মাষ্টারের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা নষ্ট হয়ে যায়। এই হচ্ছে ত্রিপুরার interrior Schoolএর নমুনা। এসব অসুবিধা যদি দূর করতে হয় তবে আমি মনে করি এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। এইবলে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা, উপজাতীয় ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি আনন্দের সহিত সমর্থন করিতেছি এবং এই জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাস্তবিক পক্ষে উপজাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনি একটা মূল্যবান প্রস্তাব এনেছেন। দেখতে গেলে ত্রিপুরাতে দুইটি ভাষা। ত্রিপুরী, রিয়াং, কলুই, জামাতিয়া নোয়াতিয়া, রুপিনী, কুলুই এদের ভাষা এক। যেমন নোয়াখালী এবং সিলেটের ভাষার মধ্যে কিছুটা মিল আছে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে, ত্রিপুরী ভাষা এবং মিজো ভাষা যা বলেছেন তা ভুল। এটা বারহালাম ভাষা হবে। এটা রাজমালায় ও উল্লেখ আছে। এইবার হালাম ভাষার মধ্যে আছে মৌগোল কাইকেং, রাংখল লাং নাই, চড়োই, মতিলাং, আংগ্রাচেক আঙ্গাচেক ধার চি, মোচবাং কুলুং এই গুলি বারহালাম নামে পরিচিত। এদের ভাষাতে একটু তারতম্য থাকলেও প্রায় এক ভাষাই বলা যায়। তারমধ্যে অনেকটা ঢাকা ও সিলেটের ভাষার তারতমোর ন্যায়। আর লুশাই, ডারলং, কুকী এই তিনটি হ'ল বারহালাম আর লুসাই ভাষার তারতম্য হলো বাংলা ভাষা ও হিন্দি ভাষার তারতম্যের মতো।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরার উপজাতি বাঙ্গালীদের শিক্ষার দিক দিয়া অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে যারা পাহাড়ে পর্ব্বতে রয়েগেছে তারা অউপজাতীয়দের সাথে কথাবার্ত্তা বলতে একটু অসুবিধা বোধ করছে। কাজেই মাতৃভাষার যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তারা শিক্ষার দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হবে। ত্রিপুরাতে অনেক স্কুল আছে সেখানে মাষ্টারদের কথা উপজাতীয় ছেলেরা বুঝেনা এবং ছেলেদের কথাও মাষ্টাররা বুঝেননা। কাজেই তাদের মাতৃভাষায় যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভালো হয়।

Mr. Dy. Speaker :—I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyan Dewan.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মনমোহন বাবু উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি আশা করি হাউসের অন্যান্য মাননীয় সদস্যরাও এটা সমর্থন করবেন। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দেশ বা জাতি নাই যারা নিজেদের মাতৃভাষার কথা বলতে আরম্ভ করেনা। ভাষা মনের একটা ভাব ও চিন্তা প্রকাশের একটা মাধ্যম, ভাষার মাধ্যমেই মানুষের এবং জাতির ভাবধারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং মনের ভাবধারা, পরিবারের বা সমাজের ভাবধারা জাতির ভাবধারা প্রকাশ করতে এই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আজ ত্রিপুরাতে যে সমস্ত উপজাতীয়রা আছে তারা প্রায় শত শত বৎসর ধরে হয়ত বা চার পাঁচশ বছরও হতে পারে বাঙ্গলা দেশের পাশে বসবাস করছেন এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষা আদান প্রদান কয়ছেন। আজকে বিশেষ করে ত্রিপুরা বা আসামে যে উপজাতীরা আছেন তারা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বাংলা ভাষা বা আসামী উপজাতিরা আসামী ভাষা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ব করতে পারেননি। এবং এত সত্বর আয়ত্ত করাটা সম্ভব পরও নয়। যেমন বাঙ্গালীরা হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি। প্রায় ছয় শত বৎসর যাবত বাঙ্গালীরা হিন্দী ভাষা ভাষীদের পাশে বসবাস করছেন কিন্তু তাদের মধ্যে কয়জন হিন্দী ভাষা আয়ত্ব করতে পেরেছেন? যার জন্যে আজকে হিন্দী ভাষাকে একমাত্র জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছি। সেইরূপ ত্রিপুরাতেও যদি সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে চাই, তাহলে উপজাতীয় অঞ্চলে উপজাতীয়দের মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান করতে হবে। ত্রিপুরী ভাষা উপজাতীয়দের মধ্যে একটা কমন ল্যাংগুয়েজ—একথা অঘোর বাবু বলেছেন। এটা সত্যি কথা। হয়ত চাকমা, মগ এবং লুসাইকে বাদ দিলে পরে বাকীগুলি সবাই ত্রিপুরী ভাষা বুঝে। লুসাই, চাকমা বা মগরাও যে ত্রিপুরী ভাষা কিছু কিছু না বুঝে তা নয়। কারণ শত শত বৎসর ধরে তারা পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের যোগাযোগের ফলে ভাষারও আদান প্রদান হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের ভাষা কিছু কিছু বুঝে। এবং ভাবের আদান প্রদান ও সেইভাবেই হচ্ছে। সুতরাং বিশেষভাবে যদি কমপেক্ট এরিয়াতে যেখানে 50%, 60% বা 80% আছে সেখানে যদি তাদের প্রথমে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

আমি জানি আমরা যখন স্কুলে লেখাপড়া করতে যাই তখন প্রায় ১২/১৪ বৎসর বয়সেই আমরা cat কে কেট ratকে রেট পড়ি। জীবনের ১২টি বৎসর কম নয় তবুও catকে কেট ratকে রেট পড়তে আমদের অনেক বৎসর চলে যায়। অথচ এগুলি এত সহজ যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন কথা বলতে শিখে তখনই তারা cat বিড়াল, rat ইঁদুর, ভাত, জল এসব বলতে পারে। সুতরাং উপজাতীয় ছেলেমেয়েরা যারা হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করেছে বা মেট্রিক পাশ করেছে তাদেরকে যদি উপজাতীয়দের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া যায় তবে আমার মনে হয় যে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে এবং উপজাতীয়দের মাতৃভাষা

শিক্ষাদান ও অনেক সহজ হবে। এবং সেটা হলে তারা উচ্চ শিক্ষা লাভের একটা সুযোগ পাবে ও তারা গ্রহণ করবে। আমরা আশা করি আমাদের সরকার রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যে চিন্তাধারা, ভাবধারা আমরা যে সমাজবাদী, যে জাতি গঠন করার জন্য আমারা সংকল্প নিয়েছি। কাজেই ত্রিপুরাতে Tribal non-Tribal কে এক প্লেটফর্মে এনে আমরা সকলে মিলে একে অন্যের ভাবধারা গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে একটা জাতি গঠন করতে পারা যায়। কাজেই দেখা যায় পৃথিবীতে অনেক ছোট ছোট জাতি আছে। যেমন আমাদের ভারতের মধ্যে গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দু, বাঙ্গালী, উড়িয়া, এবং আসামী নানাজাতি মিলে আমরা ভারতবাসী। আজ পৃথিবীর মধ্যে গর্ব্ব করে বলি যে আমরা বৃহৎ শক্তিশালী জাতি। ঠিক সেইভাবে আজ আমরা ত্রিপুরাতেও সকল জাতি যেমন রিয়াং, মগ, কলই, ত্রিপুরী, হালাম, রাংখল, জমাতিয়া বাঙ্গালী সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাকে একটি সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারি। সেইজন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। যাহাতে আদিবাসীদের মধ্যে একটা কমন ল্যাংগুয়েজ যেটা সকলে বুঝে যেমন ত্রিপুরী ভাষা রবি রাংখল বাবু বলেছেন যে হালাম যারা আছেন তারাও ত্রিপুরী ভাষা বুঝেন আবার ত্রিপুরী যারা আছেন তারও হালাম ভাষা কিছু কিছু বুঝেন। সুতরাং যাহাতে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা এই ভাষা প্রচলন করতে পারি তার চেষ্টা করা দরকার। এবং সরকার তরফ থেকে যদি এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা নেওয়া হয় এবং যাহাতে সিলেবাস অনুযায়ী বই লেখা যায়, এই বিষয়ে গবেষণা করে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি যে প্রাইমারী স্কুলে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্যবই রচনা করা উচিৎ। কারণ আমাদের ত্রিপুরাতে যথেষ্ট গবেষণাবিদ্ আছেন, ডক্টরেট আছেন। তারা এই বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। তাহলে আমি মনে করি যে উপজাতীয়দের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে এই বইয়ের প্রতি তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট হবে। তাহলে ত্রিপুরাতে একটি সুন্দর ভাষা গড়ে উঠবে এবং তাতে যে ত্রিপুরার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে তা আমি বিশ্বাস করি। সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I would call on Hon'ble Education Minister.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Education Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা মহাশয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেটার গুরুত্ব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি এবং ভারতীয় সংবিধান মাতৃভাষায় প্রত্যেককে শিক্ষাদানের অধিকার দিয়েছে সেটা আমাদের পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটাও ঠিক যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেলে যে রকম একটা রস পাওয়া যায় অন্য ভাষায় শিক্ষা পেলে সেইরকম রস পাওয়া যায় না। অন্যভাষা শিখতে হলে প্রথম দরকার নিজের মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং মাতৃভাষা মাধ্যমেই অন্যভাষা শিখতে হবে। যেমন বাংলা ভাষা শিখতে হলে এমন কোন কোন বস্তু আছে যেগুলি ঠিক বাংলায় বুঝোনো যায় না। আমি জানিনা আজকে ত্রিপুরী ভাষায় কি বলে, হয়ত আমি বললাম আম, কিন্তু যাকে বললাম সে বুঝতে পারছেনা। তাই অন্য একটি ভাষা শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা শেখা

প্রয়োজন। ত্রিপুরায় লেখ্য ভাষা হিসাবে ঠিক developed বলতে গেলে মিজো ভাষাকে বলতে হয়। মিজোভাষাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। মিজো অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল রয়েছে সেগুলি আমাদের যে মিজো সিলেবাস লুসাই সিলেবাস আছে সেই সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। এবং সেখানকার স্কুলে যারা মেট্রিক পর্য্যন্ত পড়ে তারা করিমগঞ্জ গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসে। Class X পর্য্যন্ত যারা তারা এখানে পড়ে যায় ভাষাটার মাধ্যমে। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি তারা আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী স্বীকার করেছেন। লুসাই ভাষাটা আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু মাঝে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তার কোন প্রয়োজন ছিল না, আসাম সরকার তদের University থাকায় লুসাই এবং মিজোহিলে সেটাকে প্রবর্ত্তন করেছেন। এখন আমরা University কর্ত্তৃপক্ষকে বললাম, আপনারা আমাদের এটাকে স্বীকৃতি দিন, কারণ আমাদের এখানে লুসাই মিজো ভষাভাষি রয়েছে, তাদের সেটা শিখতে হবে। সেইজন্যই কলিকাতা Secondary Board of Education স্বীকার করেছেন যে বর্ত্তমান সাল থেকে সেটা স্বীকৃতি দিবেন এবং লুসাই ভাষাতে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। সুতরাং আমাদের আর আসামে যেতে হবে না। Calcutta Secondary Board of Education এ মিজো এবং জম্পুই হিলে যে সমস্ত মিজো এবং লুসাই রয়েছে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে। জম্পুইতে একটা স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নতও করা হয়েছে। অন্যান্য ভাষা যেগুলো রয়েছে সেগুলির মধ্যে ত্রিপুরী ভাষাভাষীর সংখ্যা অধিক। মাননীয় অনেক সদস্যই অবশ্য বলেছেন যে অন্যান্য tribal ভাষার সাথে ত্রিপুরী ভাষার অনেকটা মিল রয়েছে সেইজন্যই প্রথমে ত্রিপুরী ভাষার কতগুলি বই বের করবার চেষ্টা হয়। আমাদের যে অভিধানটি সেটা প্রকাশিত হয়েছে। "ত্রৈপুর কথামালা" ইংরাজী, ত্রিপুরী, বাংলা Translation প্রকাশিত হয়েছে। আর দুটি আগেই হয়েছিল "ত্রিপুরী প্রাইমার", প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ্য পুস্তক। সেটা আমাদের Education Department থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সদরে একটি উপজাতীয় এলাকায় একটি প্রাইমারী স্কুলে পরীক্ষামূলক ভাবে সেটাকে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। আমরা ক্রমশঃ ত্রিপুরার উপজাতি ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে প্রবর্ত্তন করতে চেষ্টা করব। আমাদের যে বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলি আছে সেগুলিতে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ ট্রেনিং নিতে আসেন তাদেরকে আমরা ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি compulsary ভাবে। যাতে পাহাড়ে অঞ্চলে যারা posting হবেন তারা যাতে সেটা পড়াতে পারেন। এখন ট্রেনিং অবস্থায় তাদের ত্রিপুরী ভাষা পড়তে হয়। কিন্তু একটা কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এই সমস্যাটা নাকি ঠিক বিজ্ঞান সম্মত ভাবে করা হচ্ছে না। সব চাইতে যেটা বেশী দরকার সেটা হল বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ভাষাটাকে একটা ব্যপক অনুসন্ধান করা। এবং তার জন্য প্রয়োজন একজন ভাষাবিদ যিনি এটা পড়তে পারবেন। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে উপজাতীয়দের মধ্যে অনেক ভাষা প্রচলিত আছে, তবে তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। সবগুলিকে study করে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এমন একটা লেখ্য ভাষা গঠন করতে হবে যাতে তাদের সকলের পক্ষে সেটা বুঝবার পক্ষে সহজ হয় এবং তারা সকলেই সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সেটা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন বাংলা ভাষা। বিভিন্ন জেলার লোকেরা বাংলাতে বিভিন্ন

ভাষায় কথা বলে। কিন্তু লেখ্য ভাষা একপ্রকারই। সেটা সব জায়গায় চালু আছে। বিভিন্ন জায়গার ভাষা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে সেটা একটি ভাষা হয়েছে এবং তাতে বিভিন্ন জায়গার সংমিশ্রন রয়েছে। শুধু যে শান্তিপুরী ভাষার সংমিশ্রণ তাই নয়, শুধু যে কলিকাতায় যারা কথা বলেন তাদের কথাটাই যে লেখ্য ভাষা তা নয়, বা শুধু যে ত্রিপুরা, নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলেন তা নয়। সবটা দেখে বাংলায় ১টা বিশুদ্ধ ভাষা ঠিক করেছেন। এভাবে সমস্ত ভাষাই develop করে। ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতী ভাষা অনুসরণ করে study করে, সেই রকম একটা লেখ্য ভাষা গঠন করতে হবে। তার জন্য দরকার ব্যাপক অনুসন্ধান এবং সেটা সময় সাপেক্ষ। সবচেয়ে অসুবিধা হল উপজাতীয় ভাষাকে পাওয়া, তার জন্য আমরা already শিক্ষা বিভাগ থেকে চেষ্টা করছি যাতে এই জাতীয় ভাষাবিদ পাওয়া যায় যারা এর অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। চালিয়ে একটা লেখ্য ভাষা হিসাবে রূপ দেওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। ডাঃ সুনীতি চাটার্জ্জী মহাশয়কে এই বিষয়ে লেখা হয়েছে এবং ইতি মধ্যে অন্যান্য জায়গায় গিয়ে যোগাযোগ করে যারা বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন এই রকম ভাষাবিদ নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ৯০টা শব্দ লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে যে কথাটা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়? এটা হয়ত কথায় কথায় বলেছেন। প্রকৃতই যারা পুরস্কার পান তাদের কিছু শিখতে হয়। এই পুরস্কারটি দেওয়ার অর্থই হল এই ভাষা যারা শিখেন তাদেরকে একটু অনুপ্রেরণা দেওয়া, তার জন্যই এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়। এই জাতীয় পুরস্কার দিবার প্রয়োজন আছে এবং এই জন্যই শিক্ষাবীদরা পুরস্কার দিবার Provision রেখেছেন এবং তা দেওয়া হয়! মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে Non-matric যে tribal ছেলেরা আছে তাদের যদি চাকুরী দেওয়া হয় তাহলে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের tribal ভাষা পড়াতে পারবেন এবং তাতে বেকার সমস্যারও একটা সমাধান হবে। তবে প্রয়োজন সংখ্যক Matric tribal শিক্ষক না পাওয়া যায় তা হলে Non-matric tribalদের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এরকম প্রয়োজন হবে বলে আমার খুব একটা মনে হয় না। একটা কথা আমি মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে বলব যে যারা শিক্ষকতা করতে যাবেন তারা যে শুধু ভাষাই শিখবেন তা নয়, তাদের অঙ্ক, ইংরাজী- Social education ইত্যাদি সবই শিখাতে হবে, কাজেই শিক্ষার একটা মান যদি আমরা বজায় না রাখি তবে শিক্ষার দিক দিয়ে এটা খারাপ হতে পারে। সেই জন্যই ভারত সরকার প্রাইমারী স্কুলের জন্য মাষ্টারদের ন্যূনতম যোগ্যতা Matriculate পর্য্যায় নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং তার নীচে যেন না হয়। সেই জন্যই tribal দের ক্ষেত্রেও Matriculate এর নীচে থাকা কোন অর্থ হয় না এবং তাতে শিক্ষার মান নীচে নামতে পারে। যোগ্য শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার ক্রমেই অবনতি ঘটছে তাতে আরো অবনতি করা ঠিক হবে না। আজকাল যে ভাবে Mariculate ও Higher Secondary Pass tribal ছেলেরা এগিয়ে আসছে তাতে Non-matric tribalদের নিয়োগ করার কোন প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না। এখানে যত সংখ্যক স্কুল tribal areaতে আছে তাতে Survey করার জন্য আমি শিক্ষা অধিকর্ত্তা মহোদয়কে বলেছি বর্ত্তমানে কি পরিমাণ tribal শিক্ষক আছে এবং এবারেও যে সমস্ত tribal শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে তাতে

সব মিলিয়ে tribal এলাকার স্কুল Manage হয় কিনা। আমার যতটুকু মনে হয় তাতে বোধ হয় Surplus-ই হবে। তারজন্য Non-matric এর দরকার হবে বলে আমার মনে হয় না। ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সরকারের খুব আন্তরিকতা রয়েছে। মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বলেছেন সেই অভিধান পুস্তকে অনেক ভুল আছে, সেটা থাকা অসম্ভব নয়, কারণ এর কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয় নি। তারজন্য ভুল থাকা স্বাভাবিক। আমি যত শীঘ্র এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করার আশ্বাস দিচ্ছি। ভাল লোক পেলে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করা হবে। এই ভাষাটা যাতে উন্নত হয় তার জন্য চেষ্টা করব এবং পরে সর্ব্বস্তরে যাতে গ্রহণ করা হয় তার পরিকল্পনাও আমাদের আছে। কাজেই এই দিক থেকে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং এই প্রস্তাব withdraw করার জন্য আমি অনুরোধ করব। উনাদের নিকট যদি কোন Suggestion থাকে তবে উনারা তা দেবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ভাষাবিদ ছাড়া কোন কাজ হবে না। প্রাইভেট ভাষাবিদ দিয়ে করানো ঠিক হবে না। যদি এমন কোন লোক তাদের জানা থাকে তাদের Suggestion ও আমি চাই এবং আশা করব এই সমস্ত আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই Resolution তিনি withdraw করবেন।

Mr. Deputy Speaker—Now I would call on Hon'ble Member, Shri Manomohan Deb Barma, the mover of the Resolution.

Shri Manomohan Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়ে প্রস্তাব এনেছি সেই সম্পর্কে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কেও এ বিষয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি সরকারের কার্য্যক্রম কি এবং কি কি তারা করছেন ভাষার উন্নতির জন্য এ সম্পর্কে বলেছেন এবং তাঁর ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রস্তাব withdraw করে নিচ্ছি।

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is that the Resolution moved by Shri Monomohan Deb Barma that the leave of the House to withdraw the same be granted. As many as are of that opinion will please say Ayes. Voice 'Ayes'. As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'. I think 'Ayes have it, Ayes have it. Ayes have it.

The Resolution is withdrawn with the leave of the House.

The House stands adjourned till 11 a. m. on Monday, the 3rd February, 1969.

STARRED QUESTION NO. 331

By Shri Baju Ban Riang.

QUESTION

1. Whether any pond was excavated on the western side of the quarter of Supervisor of M. T. Colony under Amarpur M. P. Block ?
2. What amount was spent for excavation for that pond and who was the Contractor ?

3 What was the present condition of that pond ?

ANSWER

1. Two ponds have been excavated at Government cost at a distance of 2 miles and 4 miles respectively on the western side of the Supervisor's quarter.
2. Rs. 3,844/- and Rs. 3,850/- respectively have been spent to excavate the ponds and Shri Sachindra Kumar Dutta, Contractor of Amarpur has done the work.
3. North and South banks of the pond at Tirthajoy Choudhury para have been washed away by the rain water. The other at Sitajoy Reangpara is in good condition and is being regularly utilised by the tribal inhabitants of the colony.

STARRED QUESTION NO. 344

By **Shri Bidya Chandra Deb Barma**

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরার গ্রাম্য বাজার সমূহের উন্নয়নের জন্য সরকার মোট কত টাকা বর্ত্তমান বাজেটে বরাদ্দ করিয়াছেন ;

(২) গ্রাম্য বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

(১) বর্ত্তমান বাজেটে কোন বরাদ্দ করা হয় নাই।

(২) অর্থপ্রাপ্তির পর বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 346

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ঋণ দিয়েছেন এবং তাহার মধ্যে শিল্পঋণ ও কৃষি ঋণের অংশ কত ;

২) এই ঋণের মধ্যে কত টাকা অনাদায়ী আছে এবং কত ঋণ বেড ডেবট হিসাবে গণ্য হইয়াছে ;

৩) ঋণ আদায় কম হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ।

উত্তর

১) মোট ৬০,৯১,০৩২ টাকা, উহার মধ্যে শিল্প ঋণ বাবদ ২৯,০৯,৫৫২ টাকা ও কৃষি ঋণ বাবদ ১৬,২০০ টাকা।

২) মোট ৩২,৫৪,৮৫৩ টাকা অনাদায়ী আছে, উহার মধ্যে শিল্প ঋণ বাবদ ২৭,৬২,৭২৩ টাকা, ও কৃষি ঋণ বাবদ ১২,৭০০ টাকা, বেড ডেবট এর পরিমাণ এখনও স্থির হয় নাই।

৩) নিম্নলিখিত কারণে ধান আদায় কম হইতেছে :—

ক) উদ্বাস্তু কলোনী সমবায় সমিতি সমূহ শিল্প প্রকল্পগুলি সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী করিতে পারে নাই।

খ) সমিতির সভ্যগণের সীমিত সম্পদের দরুণ সমিতিগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতা।

গ) প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ যথা খরা, বন্যা ইত্যাদি।

ঘ) অধিক সংখ্যক মুসলমান ও উপজাতি সভ্যদের নিজ নিজ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান।

STARRED QUESTION NO. 347.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

QUESTIONS

1) Whether any allegation of corrupt practices against the Tripura Wholesale Consumers' Co-operative has come to the notice of the Government ;

2) if so, what step has been taken by the Government ;

3) Whether any enquiry has been held in connection with the allegation, if so, the results thereof ;

4) Whether it is a fact that this Co-operative Society has been involved in blackmarketing of Dalda products in collusion with Hitasadhani Society of Dharmanagar ?

ANSWERS

1.
2.
3.
4. } Materials under collection.

STARRED QUESTION NO. 423.

By Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

১) ১৯৬১ইং সনে উদয়পুর চান্দিনা চক্ বাজার কাহার নামে ইজারা ছিল ;

২) ইজারার ডাক কৃত সম্যক টাকা আদায় হইয়াছে কি না ;

৩) না হইলে কত টাকা বাকী আছে ?

উত্তর

১) শ্রীশম্ভু রায়বর্ম্মন।

২) না।

৩) ১,৫০১ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 435.

By Shri Manoranjan Nath

QUESTION

i) Is there any contemplation of the Government to revise the pay scale of the post of Radio Inspector and Radio Supervisor-cum-store-keeper,

ii) Is it a fact that the Radio Mechanics (Technician) of Tripura Police Department and Sound Mechanics in West Bengal are getting better pay scale than that of Radio Inspector of Tripura though they are performing same duties ?

ANSWER

1. The matter is receiving attention.

2. Yes.

STARRED QUESTION NO. 458.

By Shri Ershad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

(1) ত্রিপুরায় ১৯৬৭ইং সন হইতে ১৯৬৮ইং সন পর্য্যন্ত কতগুলি রেজিষ্টারী বিবাহ হইয়াছে ?

উত্তর

(1) ১৯৬৪ইং সন হইতে ১৯৬৮ইং সন পর্য্যন্ত মোট ৪২টি বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়াছে ?

STARRED QUESTION NO. 527.

By Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

1. Total amount from the Head of Tribal Welfare has been allotted to Mohanpur Block for sinking of Tube-wells and Ring-wells in 1967-68 ?

2. If allotted, the name of the places where the same has or have been set up ?

ANSWER

1. (a) Rs. 15,200/- for the year 1966-67.
   (b) Rs. 21,575/- for the year 1967-68.

2. Names of the places where ring-wells were constructed and tube-wells were sunk are shown below :—

1.	Durgabari.	
2.	Kachimmara.	
3.	Rangacherra.	
4.	Bamutia.	TUBE-WELL.
5.	Bamutia near Nehru Asram.	
1.	Man Mohan Sardar Para.	
2.	Nabagram,	
3.	Tulabagan.	RING-WELL.
4.	Taranagar West.	
5	Gopalnagar,	
6.	Chhanipur.	
7.	Gurkhabasti.	
8.	Jamirghat.	
9.	Simnacherra Colony.	
10.	Barjala.	

STARRED QUESTION NO. 568.

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজবাড়ীর উত্তর দিকের জরিপ ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের অফিসের একটি কোঠা খেলার ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা, কেবল মাত্র বিকালে অফিস ছুটির পর।

২) মাত্র জরিপ বিভাগের কর্মচারীগণের ক্রীড়া কৌতুকে সুযোগ দানের জন্য।

STARRED QUESTION NO. 594.
By Shri Suresh Chandra Choudhury.

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান জরিপ কার্য্যে পূর্ব্ববর্ত্তী জরিপের record অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা ?

২) এই জরিপ কার্য্য শেষ হইতে আর কত দিন সময় লাগিবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, যতটুকু সম্ভব।

২) ১৯৬৯-৭০ সনের মধ্যে শেষ করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 595.
By Shri Suresh Chandra Choudhury.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগের পশ্চিম মনু বর কাঠালিয়া ও বগাফা মৌজার কত পরিবার Non-Tribalকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যাহাদের নামে উচ্ছেদ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে সেই সকল মৌজায় কোন জোত জমি আছে কিনা ?

২) এই সকল পরিবারকে বসত বাড়ী হইতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার কারণ কি ?

৩) উক্ত এলাকায় Non-Tribalদের বসবাসের আইনতঃ কোন বাধা আছে কিনা ?

উত্তর

১) ১১১টি পরিবার তন্মধ্যে ৩৪টি পরিবারের জোত জমি আছে।

২) তাহারা ভূমিহীন জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী খাস ভূমি অবৈধ ভাবে দখলকার ছিল।

৩) ঐ সকল মৌজা ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্গত। যাহারা ট্রাইবেল রিজার্ভের ঘোষণা হওয়ার পূর্ব্ব হইতে ট্রাইবেল রিজার্ভের অভ্যন্তরে বসবাস করিতেছে তাহাদের এবং যাহারা পরবর্ত্তী সময়ে সরকারের অনুমতি নিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের বেলায় ঐ এলাকায় বসবাস করিতে আইনতঃ কোন বাধা নেই।

STARRED QUESTION NO. 619.
By Shri Debendra Kishore Choudhury, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮-৬৯ এর আমন ফসলের সংগ্রহের নোটিশ দিবার সময় কৃষকের জমিতে একর প্রতি কত মণ ধান হইয়াছে ইহা কিরূপে ধার্য্য হইয়াছে,

২। সরকারী কর্ম্মচারী যে পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবে কৃষকের জমিতে সেই পরিমাণ ধানই উৎপন্ন হইবে এবং সেই পরিমাণের উপরই হিসাব করিয়া ধান আদায় হইবে ইহা কি সরকারী নীতি ?

৩। সরকারের কি জানা আছে যে কৃষকের সাহায্যের জন্য যে লোক রাখা হয় তাদের খাবার জন্য কৃষকের ধান দিতে হয়?

৪। যদি কাজ করাইয়া ধান বা চাউল মজুরকে দিতে হয় তবে ঐ ধান বা চাউল হিসাবের সময় কৃষকের খাদ্য প্রয়োজনের খাতে ধরা হয় না কেন?

উত্তর

১। সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ও ফসলের অবস্থা দেখিয়া একর প্রতি উৎপন্নের পরিমাণ ধার্য্য করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বতন ধান্য সংগ্রহ নীতির সঙ্গে সংগতি রাখিয়া ত্রিপুরায় সংগ্রহ নীতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

৩। কৃষকের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী সাহায্যের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মীকে, অর্থ, ধান, চাউল বা খোরাকী দিয়া থাকে,

৪। কৃষকের পরিবারের ব্যবহারের জন্য সর্ব্বমোট দেয় ফসলের মধ্যে কৃষি মজুরের চাহিদা ও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

STARRED QUESTION NO. 661.
By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। গত ডিসেম্বর (১৯৬৮) সনে মধুপুর বাজার অগ্নিকাণ্ডের ফলে কি কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে।

২। যদি হইয়া থাকে তাহার ক্ষতির পরিমাণ কত?

৩। ক্ষতিগ্রস্থদের কোন সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। ৬ (ছয়টি) দোকান।

২। আনুমাণিক ক্ষতির পরিমাণ ১২০০ টাকা।

৩। বিষয়টি তদন্তাধীম আছে।

STARRED QUESTION NO. 637.
By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১) সাবরুমে সমরেন্দ্রগঞ্জ তহশীলাধীন মাধবনগর মৌজায় শতাধিক বিনিময়কারী উদ্বাস্তুর (কার্ত্তিক চন্দ্র চৌধুরী, ধনঞ্জয় কুমার মজুমদার, বলরাম নাথ প্রভৃতি) বিনিময়কৃত জোত জমি তহশীল অফিস খাস বলে লিখে রেখেছেন কিনা?

২) উক্ত উদ্বাস্তুগণ ১৯৬৬ইং সনের খাজনা তহশীল অফিস গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় ট্রেজারীতে জমা দিতেছিলেন কিনা?

উত্তর

১।

২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

STARRED QUESTION. 669.
By Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

QUESTION

1) Is it a fact that the Revenue authorities of Tripura have all on a sudden decided to substitute the system of issuing Non-encumbrance Certificates (followed although un-interruptedly by the Government) by affidavits to be sworn by applicants for loan ;

3) If so, what is reason thereof ;

ANSWER

1) Yes, in certain categories of loans.

2) There is no provision in the Indian Registration Act or in the Tripura Registration Rules which came into force in 1954 to grant such certificates by the Registration Department officials.

3) It is a question of opinion.

UNSTARRED QUESTION NO. 239.
By Shri Ershad Ali Choudury.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৮ ইং সনের জুন মাসের ভয়াবহ বন্যায় কোন বিভাগে কত পরিবার লোক গৃহহীন হইয়াছিল এবং বন্যাক্লিষ্ট লোকদের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২) আশ্রয় শিবিরে কত লোককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল ;

৩) কোন বিভাগে বন্যাক্লিষ্ট কত পরিবারকে কি পরিমাণ ও কি প্রকারের রিলিফ কতদিন দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

বিভাগের নাম	গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা	ক্ষতির পরিমাণ
সদর	২১৪	২,০০,০০০ টাকা
সোনামুড়া	১০০০	১,০০,০০০ ,,
উদয়পুর	৫০০	১০,০০,০০০ ,,
সাব্রুম	৮৫০	২৮,৯০০ ,,
অমরপুর	৪৬	—
খোয়াই	৮	৬৪,২৩৮ ,,
কমলপুর	৪	২,৫০০ ,,
	২,৬২২	

১) ২০৯৪ পরিবার

সাহায্যের প্রকার ও পরিমাণ (কেজি) কতদিন

বিভাগের নাম	পরিবারের সংখ্যা	চাউল	আটা	চিড়া	গুড়	ডাল	লবণ	
সদর	২১৪	—	—	২৩০	৫৭	—	—	ক্রমাগত ৭ দিন।
সোনামুড়া	১০০০	১৩৩৯	২৯৩৯	১৮৫.৪০	৩৭.১২৫	—	—	,,
উদয়পুর	৫০০	১৯০৫	২২২৯	৩২২	—	১৩৫	—	,,
সাব্রুম	৮৫০	—	—	২০	৩	—	—	,,
অমরপুর	৪৬	—	—	—	—	—	—	,,
খোয়াই	৮০	—	—	৫৫	২০	—	—	,,
কমলপুর	৪	—	—	—	—	—	—	,,

এতদ্ব্যতীত নগদ ১,৫৭৭ টাকা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঘর দরজা মেরামতাদির জন্যে দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 336

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১) বোম্বে মানি লেণ্ডাস এ্যাক্ট ত্রিপুরায় সংশোধিত আকারে চালু হওয়ার পর হইতে ত্রিপুরার কতজন মহাজন ঐ আইনানুসারে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন ;

২) যদি দণ্ডিতের সংখ্যা কম হইয়া থাকে, তাহার কারণ ;

৩) মহাজনী শোষণ এবং বিশেষভাবে দাদন প্রথাব শোষণ বন্ধ করার জন্য সরকার বর্ত্তমান আইনটি সংশোধন করিবেন কি ?

৪) এই আইন অনুসারে কতজন মহাজন তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

৫) যাহারা নাম রেজেষ্টারী না করিয়া মহাজনী শোষণ চালান তাহাদের শোষণ বন্ধ করার জন্য সরকারের অন্য কোন আইন থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) কেহই না।

২) কোর্টে সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির উপর ফলাফল নির্ভর করে।

৩) এইরূপ কারণ উপজাত হয় নাই।

৪)

সদর	৭
ধর্মনগর	১৫
কৈলাসহর	৮
খোয়াই	২
কমলপুর	২১
উদয়পুর	৫৮
অমরপুর	—
সোনামুড়া	৭
বিলোনীয়া	১২
মোট—	১৩০

৫) বর্ত্তমান আইনের লঙ্ঘনকারী মহাজনদের শাস্তির ব্যবস্থা উক্ত আইনেই আছে। অন্য কোন আইন নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 338.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা কি তৈরী হইয়াছে, যদি তৈরী হইয়া থাকে, তবে মোট কত টাকা উহাতে ব্যয়িত হইতে পারে ;

২) ঐ পরিকল্পনা রচনায় বিধান সভা সদস্য, ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছে কি ?

৩) ঐ পরিকল্পনায় কি কি শিল্প, কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে ; তাহার বিবরণ ;

৪) ত্রিপুরা সরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় ত্রিপুরার রেলপথ কমপক্ষে আগরতলা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যা, উহাতে মোট ৫৩৬৮.১০ (তিপান্ন কোটী আটষট্টি লক্ষ দশ হাজার টাকা) মাত্র ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে ;

২) বিধান সভা সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে, উন্নয়ন সমিতির আলোচনার মাধ্যমে, নানা পরিকল্পনার বিবেচনায়, জনসাধারণের অভিমত ও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হইয়াছে ;

৩) ঐ পরিকল্পনায় গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে, স্থানীয় প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া ও কাঁচামালের সহজ লভ্যতার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল শিল্পের উন্নয়নের জন্য আগ্রহী সংগঠকদের নানা প্রকার সাহায্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনায় হোয়াইট গ্লাস ওয়েয়ার, সোডিয়াম সিলিকেট, ক্রকারিস, রুফিং টাইলস, চকক্রেয়ন্স্, কসমেটিকস্, পিন, কার্ব্বন পেপার, পেইন্টস্ এবং ভারনিস্ ইত্যাদি তৈয়ারের জন্য বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়াস চালাইবার প্রস্তাব রহিয়াছে ; কাজুবাদাম তৈরীর, ফলের রস সংরক্ষণের, প্লাইউড, দিয়াশলাই এবং তুলাজাত সুতা ইত্যাদি শিল্পকেন্দ্র সংস্থাপনের প্রস্তাব ও ঐ পরিকল্পনায় রহিয়াছে। ইহা ছাড়া হস্তচালিত তাঁত, বিদ্যুৎচালিত তাঁত, রেশম চাষ এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্পের উন্নয়নের প্রস্তাবও ঐ পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনায় দুইটি বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪) পরিকল্পনাকালে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য ত্রিপুরা সরকার ইতিপূর্ব্বেই ভারত সরকারের সমীপে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। অধিকন্তু ত্রিপুরা বিধান সভা ইতিমধ্যেই আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছে কিন্তু এই সম্প্রসারণ কেন্দ্রীয় সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। ইহা ত্রিপুরা সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নয় কারণ রেলপথ হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত যাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র দায়ী।

UNSTARRED QUESTION NO. 343.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার আগরতলা ব্যতীত অন্যান্য সহরের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য বর্ত্তমান বাজেটে কত টাকা রাখা হইয়াছে, তাহার শহর ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই অর্থ যথেষ্ট কিনা ;

৩। এই অর্থের মধ্যে শহরের বাজার উন্নয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

উত্তর

১। কোন বরাদ্দ নাই ;

২। অপ্রাসঙ্গিক ;

৩। অপ্রাসঙ্গিক।

UNSTARRED QUESTION NO. 345.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় (ক) সরকারী এবং (খ) বেসরকারী বাজারের সংখ্যা কত ; তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টএ বেসরকারী বাজারগুলির জমি সরকারী কর্ত্তৃত্বে নিবার ব্যবস্থা আছে কি ;

৩। যদি ব্যবস্থা থাকিয়া থাকে এ পর্য্যন্ত কয়টি বেসরকারী বাজার সরকারী কর্ত্তৃত্বে লওয়া হইয়াছে, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

৪। সরকারী বাজারগুলি হইতে ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট কত রাজস্ব আদায় হইয়াছে, তাহার হিসাব ?

উত্তর

		(ক)	(খ)
১।	ধর্মনগর	২২	৬
	কৈলাসহর	১৬	১২
	কমলপুর	৫	৩
	খোয়াই	৪	১৩
	সদর	২০	৫৪
	সোনামুড়া	১৩	৪
	উদয়পুর	৯	৭
	অমরপুর	৫	৮
	বিলোনীয়া	৮	৩৬
	সাব্রুম	১০	৮

২। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন (১৯৬০) জোত স্বত্বের ভূমিতে অবস্থিত বাজার ভূমি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নেওয়ার বিধান নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। ১৯৬৬-৬৭ ... ৭০,৩৫৭,২৪

১৯৬৭-৬৮ ... ১,২৮,৬৫৭,৬৫

UNSTARRED QUESTION NO. 355.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬-৬৭ এবং ৬৭-৬৮ সনে ত্রিপুরায় কত পরিমাণ (ক) চিনি (খ) কেরোসিন আমদানী হইয়াছে।

২। যাহাদের মাধ্যমে ইহা আমদানী হইয়াছে তাহাদের নাম ও পরিমাণ।

৩। এই চিনি ও কেরোসিন বণ্টনের উপর নজর রাখার জন্য সরকারী ব্যবস্থা কি আছে এবং উহা যথেষ্ট কিনা।

৪। গ্রাম অঞ্চলে চিনি ও কেরোসিন বণ্টনে সরকার সকল ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগীতা গ্রহণ করেন কিনা। গ্রহণ করিলে কিভাবে করেন।

উত্তর

		১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
১।	(ক)	চিনি ৪,০৬০ মেট্রিকটন।	২,৫১৭০৮ মেট্রিকটন।
	(খ)	কেরোসিন ১০,৭৪৮ কিলোলিটার।	১০,২৭৮ কিলোলিটার

২। (ক) যাহাদের মাধ্যমে চিনি আমদানী করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	নাম	১৯৬৬-৬৭		১৯৬৭-৬৮	
১।	ত্রিপুরা ট্রেডার্স ফুডষ্টাফ্ সিণ্ডিকেট, আগরতলা	৩,০৮৮.৫	মেঃ ট্রকটন।	২,০৬৬.৮	মেঃ ট্রকটন।
২।	হিতসাধনী কো-অপারেটিভ সোসাইটি ধর্ম্মনগর	৩০৪.৫	,,	৩৪৭.৫	,,
৩।	তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী	২৯.০	,,	৪৪.৫	,,
৪।	তেলিয়ামুড়া ফুডষ্টাফ্ সিণ্ডিকেট	১১৬.০	,,	৫৯.০	,,
৫।	নরেন্দ্রপাল, কৈলাসহর	৭২.৫	,,	—	
৬।	নবদ্বীপ দে, ধর্ম্মনগর	১৪.৫	,,	—	
৭।	ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে, ধর্ম্মনগর	১৪.৫	,,	—	
৮।	কলচন্দ্র দত্ত, ধর্ম্মনগব	২৯.০	,,	—	
৯।	কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী, কুমারঘাট	২৯.০	,,	-	
১০।	নাথ ব্রাদার্স, ধর্ম্মনগর	৮৭.০	,,	--	
১১।	কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি কুমারঘাট	৭২.৫	,,	—	
১২।	কে, এম, পাল, খোয়াই	২৯.০	,,	—	
১৩।	সুরনন্দ পাল, খোয়াই	১৪.৫	,,	—	
১৪।	নিত্যময়ী ষ্টোর্স	২৯.০	,,	—	
১৫।	কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী, কমলপুর	৭২.৫	,,	—	
১৬।	অমূল্য দাস, কৈলাসহর	১৪.৫	,,	—	
১৭।	সুরেন্দ্র দত্ত, খোয়াই	১৪.৫	,,	—	
১৮।	সারদা পাল, খোয়াই	২৯.০	,,	—	

(খ) যাহাদের মাধ্যমে কেরোসিন আমদানী করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	নাম	১৯৬৬-৬৭		১৯৬৭-৬৮	
১।	এ. ও. সি অপারেটিং এজেন্ট, মেসার্স সাহা ব্রাদার্স	১০,৫৯৬	কিলোলিটার	১০,১৬১	কিলোলিটার।
২।	আই, ও, সি এজেন্ট সরলা ষ্টোর্স	১৫২	,,	১১৭	,,

৩। কন্ট্রোলের চিনি রেশন কার্ড অথবা অত্যাবশ্যক পন্য কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত টাউনে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বন্টন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কন্ট্রোলের চিনি রেশন কার্ড, অত্যাবশ্যক পন্য কার্ড অথবা গাও প্রধানদের প্রদত্ত কুপনের মাধ্যমে বন্টন করা হয়। সহর এবং গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন বন্টন বা বিক্রীর উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী আসাম অয়েল কোম্পানী এই রাজ্যে নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য দায়ী। ইহা সত্বেও যখন যেখানে কেরোসিনের অভাব পরিলক্ষিত হয় সরকার তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং আসাম অয়েল কোম্পানীর এজেন্টকে সেখানে অতি সত্বর সরবরাহের জন্য নির্দ্দেশ দেন। ইহা ছাড়া যখনই তৈল সরবরাহের ঘাটতি দেখা যায় তখনই টেলিগ্রাম, রেডিয়োগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলদপ্তর, তৈল দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং তৈল কোম্পানীকে সত্বর সরবরাহ পাঠাইবার জন্য বলা হয়।

উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ব্যবস্থা যথেষ্ট।

৪। (ক) সমস্ত গ্রামাঞ্চলে কন্ট্রোলের চিনি বন্টন সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগীতা নেওয়া হইয়া থাকে। কতক কতক গ্রামাঞ্চলে গাঁও প্রধানদের নির্দ্দিষ্ট চিনির বরাদ্দ দেওয়া হইয়া থাকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় কুপনের মাধ্যমে বন্টন করার জন্য। আবার কতক এলাকায় গাঁও প্রধানদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে রেশন কার্ড এবং অত্যাবশ্যকীয় পন্য কার্ড দেওয়া হইয়াছে তাহার মাধ্যমে বন্টন করা হইয়া থাকে।

(খ) যেহেতু আসাম অয়েল কোম্পানীর এজেন্ট সমস্ত ত্রিপুরায় নিয়মিত কেরোসিন সরবরাহের জন্য দায়ী সেই হেতু এই সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগীতা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে।

UNSTARRED QUESTION NO. 361

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

1. What is the total number of persons on whom notices were served according to the Tripura Foodgrains Requisition Order, 1960 for procurement of rice/paddy during 1967-68 Sub-Division-wise ;
2. What was the target of procurement of rice/paddy according to those notices Sub-Division-wise ;
3. What is the total quantity of rice/paddy have been procured till to-day according to those Notices Sub-Division-wise ;
4. Against how many persons case have been instituted according to the Tripura Foodgrains Requisition Order, 1960 due to non-delivery of rice/paddy and their Sub-Division-wise number ?

ANSWER

1. Sadar —
Sonamura —
Udaipur —
Belonia —
Sabroom —
Amarpur —
Khowai —
Kamalpur —
Kailasahar —
Dharmanagar —

Total :— 7,285

2.

Name of Sub-Division		Paddy	Rice
Sadar	...	980 M. T.	
Sonamura	...	604 M. T.	
Udaipur	...	650 M. T.	
Belonia	...	1467 M. T.	
Sabroom	...	1400 M T.	
Amarpur	...	451 M. T.	
Khowai	. .	1821 M. T.	
Kamalpur	...	560 M. T.	
Kailasahar	...	1821 M. T	00·100 M. T.
Dharmanagar	...	1931 M. T.	35·000 M. T.
		11,685 M. T.	35·100 M. T.

3.

		Rice	Paddy
Sadar	...	1,666 K. G.	1,87,607 K. G.
Sonamura	...	14,016 ,,	1,62,499 ,,
Udaipur	...	8,000 ,,	2,11,000 ,,
Belonia	...	5,838 ,,	3,65,403 ,,
Sabroom	...	1,353 ,,	3,36,272 ,,
Amarpur	...	242 ,,	1,86,326 ,,
Khowai	...	280 ,,	2,51,056 ,,
Kamalpur	. .	—	2,11,683 ,,
Kailasahar	...	100 ,,	4,47,290 ,,
Dharmanagar	...	31,000 ,,	7,23,900 ,,
		62,495 K. G.	30,83,036 K. G.

4.

Sadar	...	83
Sonamura	...	20
Udaipur	...	8
Belonia	...	Nil
Sabroom	...	Nil
Amarpur	...	1
Khowai	...	43
Kamalpur	...	Nil
Kailasahar	...	Nil
Dharmanagar	...	Nil
		155

UNSTARRED QUESTION NO. 364.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া এবং অমপীনগর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে এই বছর যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহাদের কাহাকে কত টাকা লোন এবং সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

২। যাহাদের কোন লোন দেওয়া হয় নাই এই রকম প্রার্থীর সংখ্যা কত ;

৩। তাহাদের কবে পর্য্যন্ত লোন দেওয়া হইবে :

৪। গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য টিন দেওযা হইয়া থাকিলে কাহাকে কত বান দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১।
২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩।
৪।

UNSTARRED QUESTION NO. 407.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গাঁওসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কি কি উন্নয়নমূলক বাজেট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। ইহা কি সত্য যে পঞ্চায়েত দপ্তর হইতে তাহাদের বাজেট করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইলে তাহারা বাজেট তৈরী করিয়া সরকারের নিকট পেশ করেন।

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ বাজেট কার্য্যকরী করার জন্য সরকার তাহাদের কতটুকু অর্থ সাহায্য দিয়াছেন ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েত রাজ বিভাগের ১৭।৯।৬৭ তারিখের এফ ৭(১)-পঞ/৬৩ নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সমুদয় গাঁও পঞ্চায়েত সংস্থার ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তারিখ হইতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের বিষয় বটে। গ্রাম পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহ উক্ত তারিখ হইতে আইনানুগ যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইয়াছেন। উন্নয়নমূলক বাজেট বরাদ্দ হস্তান্তর-বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। পঞ্চায়েতরাজ নিয়মাবলীর ১৯৮ নং নিয়মানুসারে গাঁও পঞ্চায়েত/নয়া পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহের আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য (অর্থাৎ ১লা এপ্রিল হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে) বাজেট প্রণয়নের বিষয় বটে। এ সম্পর্কে তাহার জন্য উক্ত সংস্থা সমুদয়কে সড়াসড়ি প্রশাসনিক নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রশ্ন উপজাত হয় না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 409.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬-৬৭ এবং ৬৭-৬৮ সালে Tripura Land Revenue and Land Reforms Act অনুসারে কতজনের উপরে বকেয়া আদায়ের জন্য (ক) সংশিত 3 (খ) নীলাম নোটিশ হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ।

২। যে সকল এলাকার কৃষকদের ফসল গত দুই বৎসর যাবৎ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাদের বকেয়া ভূমি রাজস্ব সরকার মুকুব করিবেন কি?

উত্তর

(১)	(ক)		(খ)
সোনামুড়া	১৯৬৬-৬৭	১০৭২	৭১১
	১৯৬৭-৬৮	৬৪১	২৭৪
বিলোনীয়া	১৯৬৬-৬৭	৩২৮	—
	১৯৬৭-৬৮	১৯৯	—
কমলপুর	১৯৬৬-৬৭	৪৫৭	—
	১৯৬৭-৬৮	৭২২	—
খোয়াই	১৯৬৬-৬৭	৩৬৭	১
	১৯৬৭-৬৮	১৯৪	—
অমরপুর	১৯৬৬-৬৭	১০৪	—
	১৯৬৭-৬৮	—	—
ধর্মনগর	১৯৬৬-৬৭	৫০	১
	১৯৬৭-৬৮	৮৯	—
উদয়পুর	১৯৬৬-৬৭	২২৯	৪১২
	১৯৬৭-৬৮	৩৩	৬৩
কৈলাসহর	১৯৬৬-৬৭	১	৯
	১৯৬৭-৬৮	১৮	—
সদর	১৯৬৬-৬৭	৬৮১	২১৯
	১৯৬৭-৬৮	৮৫২	৩০১
সাবরুম	১৯৬৬-৬৭	৩২	৯
	১৯৬৭-৬৮	১	--

(২) বর্ত্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 424.

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর এলাকায় মহারাজার আমলে জোত সংখ্যা কোন্ মৌজায় কতগুলি ছিল ;

২। বর্ত্তমান জরিপে ঐ সমস্ত জোত মৌজাওয়ারী ঠিক ঠিক ভাবে আছে কিনা এবং বর্ত্তমানে জোতের সংখ্যা কত ;

৩। জরিপে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে উহা সংশোধন যোগ্য কিনা ;

৪। কোন মৌজায় কতটি জোত খাস করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। সঙ্গীয় 'ক' তালিকা দ্রষ্টব্য।

২। বর্ত্তমান জরীপে পুরাতন গ্রামের সীমানার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং সেইহেতু কয়েকটি ক্ষেত্রে নূতন রেভিনিউ মৌজায় পুরাতন জোতের রেকর্ডও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জরীপে উদয়পুর বিভাগের ৬৪টি মৌজায় মোট ২৫,৮৬৪টি স্বত্বলিপি বন্ধ হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, আইনের বিধান অনুসারে সংশোধন যোগ্য।

৪। সার্ভের সময় জোত ভূমি 'খাস' হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে এমন কোন Report পাওয়া যায় নাই।

ক্রমিক নং	পুরাতন মৌজার নাম	জোতের নম্বর
ক)	রাধাকিশোরপুর তহশিল	
১।	মাতাবাড়ি	১৫৬
২।	খিলপাড়া	৭৭৩
৩।	সোনামারা	৫৪৯
৪।	উত্তর চন্দ্রপুর	৫২৬
৫।	দক্ষিণ চন্দ্রপুর	৪০৬
৬।	মুড়াপাড়া	৫৯৯
৭।	হীরাপুর	২৫০
৮।	ফুলকুমারী ১নং	২৫১
৯।	গোকুলপুর	৮৪
১০।	রাজারবাগ	১২৩
১১।	রাজধরনগর	১৭২
১২।	রাজনগর	২৬৭
১৩।	দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর	৫৬২
১৪।	পীদ্রা	৪৭

ক্রমিক নং	পুরাতন মৌজার নাম	জোতের নম্বর
ক)		
১৫।	উত্তর মহারাণী	২০৮
১৬।	ফোটামাটি	২২৪
১৭।	লক্ষ্মীপাতা	১৬১
১৮।	মগপুষ্কুরিণী	৭০২
১৯।	ধ্বজনগর	২৩৯
২০।	রাধাকিশোরপুর	৪৬৯
২১।	গর্জিছড়া	১৭১
২২।	দক্ষিণ মহারাণী	৪২২
২৩।	গঙ্গাছড়া	৪৫
২৪।	উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর	৬০১
২৫।	রাধাকিশোরপুর বাজার	১১১
২৬।	মহারাণী বাজার	২০
২৭।	ফুলকুমারী ২নং	১১৫
২৮।	তৈবামা ছড়া	২০
২৯।	খাত্রি মিধা	২৯
(খ) শালগড়া তহশিল		
১।	টিলাথিয়া	৩৬১
২।	শালগড়া	৪৮২
৩।	হাদ্রা	৪৪৯
৪।	গোয়ালে গাঁও	১০৩
৫।	শিলঘাটি	৫১০
৬।	দুধ পুষ্কুরিণী	২৩৪
৭।	রসী	৩৫৮
৮।	গর্জ্জনমুড়া	৪১২
৯।	চেত্রিয়া	২৯৬
১০।	খুপিলং	১৩০
১১।	বাগমা	৩৭৪
১২।	করইয়ামুড়া	১৩০
১৩।	শামুকছড়া	১১৫
১৪।	ধুপতলী	৩০০
১৫।	পলাতাসা	৪৪
১৬।	হরিজলা	৯১
২৭।	শালগড়া বাজার	৫৫

UNSTARRED QUESTION NO, 495
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। Sadar এর Jirania Noabadi Model Village Scheme এ কতজন গ্রামবাসীকে মাথাপিছু কত টাকা, I sheets এবং অন্যান্য সাহায্য বা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ ;

২। ঐ ঋণ এবং সাহায্য বন্টন যদি শেষ না হইয়া থাকে তাহার কারণ।;

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ ঋণ এবং সাহায্য বন্টনে গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রধানের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ;

৪। যদি সত্য হইয়া থাকে ঐ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করেছেন কি ?

উত্তর

১। জিরানীয়া নোয়াবাদী আদর্শ গ্রামে ১৯৬২—৬৩ ইং সনে এবং ১৯৬৩—৬৪ ইং সনে মোট ১৩ জন গ্রামবাসীকে এবং ১৯৬৪—৬৫ ইং সনে মোট ১০ জন গ্রামবাসীকে ১৫০০ টাকা হারে গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৬৫—৬৬ ইং সন হইতে ১৯৬৭—৬৮ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ১৮ জন গ্রামবাসীকে ৫০০ টাকা হারে উক্ত ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ৩ জন এখনও তৃতীয় কিস্তির ৭৫০ টাকা হারে পায় নাই। এ বৎসর গৃহ নিম্মাণ কার্য্যসমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে বকেয়া ঋণ প্রদান করা হইবে। সাহায্য বাবৎ কাহাকেও এই স্কীমের টাকা দেওয়া হয় নাই। ঋণ গ্রহীতাগণ তাহাদের ঋণের টাকা হইতে নিজ নিজ গৃহের জন্য সরকার হইতে কুপন লইয়া টিন খরিদ করিয়াছেন।

২। চুক্তি অনুযায়ী একজন গৃহনিম্মাণ না করায় তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয় নাই। ১৯৬৭—৬৮ ইং সনের ঋণ গ্রহীতাদের তিনজন গৃহ নিম্মাণ শেষ করিলে বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদিগকে বকেয়া তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হইবে।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রধানের বিরুদ্ধে এযাবৎ এইরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 498
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION

1. Total amount of paddy and ricc collected under Tripura Foodgrains Requisition Order in each sub-division from Raiyats having land above ceiling limit during 1966-67. 67-68 and 68-69.

2. What percentage do that form to the total quantity of rice and paddy collected during these years ?

ANSWER

1.
2. } Material is under collection.

UNSTARRED QUESTION NO 499
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma M.L.A.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা খাদ্য শস্য ঘোষণা আদেশ অনুসারে কোন কোন চাউল কল ১৯৬৬—৬৭, ১৯৬৭—৬৮ এবং ১৯৬৮—৬৯ সালে মজুদ খাদ্যের ঘোষনা দিয়াছেন :

২। প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ ঘোষিত মজুদ খাদ্যের পরিমাণ কত ;

৩। খাদ্য শষ্য মজুত থাকা সত্বেও কোন ঘোষণা দেন নাই এমন চাউল কলগুলির নাম ;

৪। তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। কোন চাউল কলই কোন ঘোষণা দেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সরকারের গোচরে এমন কোন খবর নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 508
By—Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর তহশীলে ১৯৬৮—৬৯ সালে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কত নীলাম নোটিশ জারী করিয়াছেন, কত মাল বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

২। ত্রিপুরায় কৃষকদের খাজনা বকেয়া পড়ার কারণ কি ;

৩। বকেয়া মকুবের দাবী স্বীকার করিয়া ঐ সকল নীলাম নোটিশ সরকার প্রত্যাহার করিবেন কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৮—৬৯ সালে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কোন নীলাম নোটিশ জারী হয় নাই এবং কোন মাল বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

২। সার্ভে সেটেলমেন্ট উপলক্ষে এবং তদ্বারা নির্দ্ধারিত ভূমি রাজস্বের জমা বন্দী প্রস্তুত সম্পর্কে খাজনা আদায় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে অনেকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় খাজনা বকেয়া পড়িয়াছে ;

৩। উপরোক্ত প্রথম দফার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 612
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। সরকার ধর্মনগর কাঞ্চনপুর এলাকায় ১৯৬৩—৬৪ সালের কৃষি ঋণ আদায়ের জন্য কত সংখ্যক নিলাম নোটিশ জারী করিয়াছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে, ঐ ঋণ আদায় স্থগিত রাখার জন্য কৃষকরা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

৩। এলাকার বর্ত্তমান অর্থ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঐ ঋন আদায় স্থগিত রাখিবেন কি?

উত্তর

১।

২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

৩।

UNSTARRED QUESTION NO 514

By Shri Bidya Ch. Deb Barma M.L.A.

QUESTION

1. Total amount of foodgrains supplied through each Govt. Ration shop under Modified Rationing scheme in each Tribal Development Block Area, during the period from 23.6.68 to 31.12,68.
2. Total number of Ration Cards issued under each of those Ration Shops.
3. Whether the ration supplied was adequate, if not reasons thereof?

ANSWER

1.

Name of Tribal Development Block.	Name of Fair Price Shop.	Quantum of foodgrains supplied through each Fair price shop from 23.6.68 to 31.12.68. (in K.G.)			
		Rice	Paddy	Wheat	Atta
Satchand Tribal Development Block.	(1) Sabroom	1,540	52,200	--	92.460
	(2) Manu	4,750	2,800	—	23,510
	(3) Silachari	—	13,300	—	500
	(4) Ghorakhapa	685	17,450	—	500
	(5) Chotakhil	9,800	2,900	—	34,100
Dumbar Nagar Tribal Development Block.	(1) Gandacherra	10,000	3,000	—	5,000
	(2) Bolongbasa	9,000	1,000	—	3,000
	(3) Raima	3,000	16,000	—	5,000
Amarpur Multi-purpose Block	(1) Amarpur	49,000	—	1,31,000	19,000
	(2) Ampi	—	12,000	—	16,000
	(3) Taidu	—	2.000	—	—
	(4) Nutanbazar	4,000	—	2,000	4,000
	(5) Chellagong	2,000	—	—	4,000
	(6) Karbook	2,000	—	—	1,000
Chowmanu Tribnl Dev. Block.	(1) Chowmanu	—	4.360	—	7,800
	(2) Chailengta	5,702	2,700	—	8,280
	(3) Dhumacherra	5,300	—	—	4,000
	(4) Manu	7,840	4,300		15,040
	(5) Masli	1,800	4,200	—	11,900
	(6) Kanchancherra	—	6,000	—	3,000

1.

Name of Tribal Development Block.	Name of Fair Price Shop.	Quantum of foodgrains supplied through each fair price shop from 23.6.68 to 31.12.68 (in K.G)			
		Rice	Paddy	Wheat	Atta
Kanchanpur Tribal Development Block.	(1) Kanchanpur	581	22,500	—	—
	(2) Machmara	—	11,000	—	—
	(3) Dasda	—	15,000	—	—
	(5) Annandabazar	—	8,000	—	—
	(5) Laljuri	—	5:500	—	—
	(6) Damcherra	14,250	—	—	—
	(7) Khedacherra	20.270	—	—	—
	(8) Peeharthal	—	35,000	27,371	—
	(9) Vangmun	400	5,000	—	—

Name of Tribal Development Block.	Name of Fair Price Shop.	Total No. of Ration cards issued against the shop.	Total population covered.
Satchand Tribal Development Block	(1) Sabroom	1,361	7,759
	(2) Manu	1,041	5,498
	(3) Silachari	490	2,501
	(4) Ghorakapa	262	1,404
	(5) Chotakhil	537	3,069
Dumbarnagar Tribal Development Block.	(1) Gandacherra	552	3,552
	(2) Bolongbasa	563	3,996
	(3) Raima	538	6,416
Amarpur Multipurpose Block.	(1) Amarpur	1,945	10,437
	(2) Ampi	375	1,758
	(3) Taidu	248	1,854
	(4) Nutanbazar	550	2,967
	( ) Chellagong	400	2,123
	(6) Karbook	200	983
Chowmanu Tribal Development Block.	(1) Chowmanu	718	4:229
	(2) Chailengta	613	2,771
	(3) Dhumacherra	335	1,952
	(4) Manu	610	4,078
	(5) Masli	721	3,795
	(6) Kanchancherra	400	2,085
Kanchanpur Tribal Development Block.	(1) Kanchanpur	700	7,014
	(2) Machmara	400	4,051
	(3) Dasda	500	5,171
	(4) Anandabazar	300	3;379
	(5) Laljuri	290	2,970
	(6) Damcherra	400	4,760
	(7) Khedacherra	280	3,365
	(8) Pecharthal	1,130	12,232
	(9) Vangmun	100	1,264

3. Yes, scale of ration supplied was adequate.

UN-STARRED QUESTION NO. 520.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে লোকসভার সদস্য শ্রী কে, বি, কে, দেববর্ম্মার প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅনাচা গত ডিসেম্বরে লোকসভায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, সরকারের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে কি ?

২। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে "রাজ্য সরকারেরই উচিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল দপ্তরকে অবহিত করা যাহাতে তাহারা এই বিষয়ে কর্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।"

৩। যদি সত্য হয় তবে ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

৪। বিধানসভায় রেলপথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল দপ্তরের সহিত কোন আলোচনা হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। হাঁ—

২। সরকারী ভাবে এখনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পত্রালাপ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় নূতন রেল লাইন স্থাপনের জন্য অর্থ খুবই সীমিত এবং এমন কি তৃতীয় পরিকল্পনায় আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু, এখন ও শেষ হয় নাই সেই সব লাইনের খরচ ও চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ হইতে সংস্থান করিতে হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কঠিন অবস্থায় এবং ব্যয় সঙ্কোচ অপরিহার্য্য আবশ্যকতা বিধায় ধর্ম্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় নূতন রেল লাইন খোলার সম্ভাবনা খুবই কম।

UNSTARRED QUESTION NO. 569.

QUESTION

1. What village roads would be taken up during the current finaneial year through the Bishalgarh Block or under its supervision and what is the allotment for each of them ?

2. If allotment has been made what are the names of these village roads and the amount of funds alloted for each road ?

ANSWER

I & 2.	Name of Roads.		Amouut allotted.
1)	Charilam to Ramnagar,		Rs. 5,000/-
2)	Dakshin Anandanagar Bazar to Jarulbachai		
		Group I	Rs. 4,955/-
		Group II	Rs. 5,000/-
3)	Charilam to Rangadala		Rs. 5,300/-
4)	Debipnr to Konaban.	Group I	Rs. 5,300/-
	(via Dakshin Kenania)	Group II	Rs. 5,000/-
		Gr6up III	Rs. 5,000/-
		Group IV	Rs. 5.000/-
5)	Jarulbachai Colony Bazar to Dhukia Kohrapara–		
		Group I	Rs. 5,000/-
		Group II	Rs. 5,000/-

UNSTARRED QUESTION NO. 575.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট ভাগচাষীর সংখ্যা কত. তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ১৯৬৭-৬৮ সালে কত জন ভাগচাষী ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফমস্ এক্ট অনুসারে ফসলের অংশের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন ;

৩) আবেদনকারীর সংখ্যা যদি কম হয়, তার কারণ ?

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 578.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। ত্রিপুরা লেণ্ড রেভিনিউ এণ্ড লেণ্ড রিফর্মস এক্ট অনুসারে যাহাদের সিলিং-এর উপর জমি আছে ; তাহাদের হাতে মোট কত পরিমাণ জমি আছে ;

২। সিলিং-এর উপরে যে জমি আছে (এক্সেস ল্যাণ্ড) সরকার তাহা হইতে মোট কত জমি হস্তগত করিয়া উহা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করিয়াছেন ;

৩। বিলি বণ্টন না করিয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

২। ১০,০১৮·১৫ একর।

২। ১৪৫.৬৭ একর সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে এলট করা হয় নাই।

৩। প্রয়োজন মতে এলট করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 582.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। এই বছর ফুডগ্রেইন্স রিকুইজিসন অর্ডার অনুসারে যাহাদের উপর ধান চাউলের লেভী ধার্য্য হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে সরকারের নিকট কোন প্রতিবাদ পত্র পৌঁছিয়াছে কি?

২। যদি পৌছিয়া থাকে, মহকুমা ভিত্তিতে তাহার কারণ?

৩। ঐ প্রতিবাদ পত্রগুলি সম্পর্কে কি তদন্ত হইয়াছে; তদন্ত হইয়া থাকিলে কি পদ্ধতিতে?

৪। তদন্তের ফলাফল কি এবং কতটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ যুক্তি সঙ্গত প্রমাণিত হইয়াছে?

ANSWER

১। হাঁ

২। মহকুমার নাম — সংখ্যা

সদর	৯০টি
সোনামুড়া	৬১টি
অমরপুর	১৪২টি
কমলপুর	৩৮টি
বিলোনীয়া	২১৯টি
কৈলাসহর	৪০০টি
উদয়পুর	৩৯৮টি
ধর্মনগর	২৩৮টি
সাবরুম	৪৯টি
খোয়াই	১৬১টি
	১৭৯৬টি

৩। তদন্ত হইতেছে। সরকারের দায়িত্বশীল অফিসার দ্বারা জমি ও ফসলের অবস্থা, পরিবারের সংখ্যা ইত্যাদি স্বরে জমিনে অনুসন্ধানক্রমে তদন্ত করা হইতেছে।

৪। যেহেতু প্রতিবাদ পত্রগুলি সম্পর্কে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে সেইহেতু তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 593.

By Shri Suresh Ch. Choudhury, M. L. A.

QUESTION

১) গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সরকারী বাফার ষ্টক হইতে whole sale consumers society কে কি কি মাল দেওয়া হইয়াছে এবং কোন মালের পরিমাণ কত ও কোন মাল কি rate এ দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

মালের নাম	পরিমাণ	রেইট
১) লবন—	২৩,৪৬০,৫০০ কেজি	১৫.৮০টা হিসাবে প্রতি ৭৫ কেজির ব্যাগ
	২,১৩,৪৮৭,০০০ কেজি	১১ ২৬টা ,, ,,
ভেজিটেবল তৈল—	১৭৪৩ টিন	৫৯·৩৮ টা হিসাবে প্রতি টিন।
সরিষার তৈল—	২,১০,৯৯২,০০০ কেজি	৩৮৮·০০ টাকা হিসাবে প্রতি কুইন্টেল।
অরহর ডাল—	১৭৭ কুইন্টেল	১৪০.০০ টাকা হিসাবে প্রতি কুইন্টেল।
মুসুর (ভূপাল)—	১৪০ কুইন্টেল	১৪৪.০০ টাকা হিসাবে প্রতি কুইন্টেল।
মুসুর (চিটবরগাও)	১,০০০ ,,	১৩৯·০০ টাকা হিসাবে প্রতি কুইন্টেল।
মুগ ডাল—	৯০০ ,,	১৫৩.০০ টাকা হিসাবে প্রতি কুইন্টেল।

UNSTARRED QUESTION NO. 600

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

QUESTION

১) ধর্মনগরে ও বিলোনিয়ায় মোট কয়টি সমবায় সমিতি আছে এবং তাহদের নাম ;

২) কোন সমিতি মোট কত টাকা ঋণ বা সাহায্য পাইয়াছে ;

৩) এই সমিতিগুলির মধ্যে যাহাদের ১৯৬৭-৬৮ সালে এক হাজার টাকার উপরে নীট লাভ হইয়াছে তাহাদের নাম ?

ANSWER

১) ধর্মনগরে ও বিলোনীয়ায় যথাক্রমে ৬৮ ও ৪৪টি সমবায় সমিতি আছে তাহাদের নামের তালিকা এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজে প্রদত্ত হইল।

২) তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩) নামের তালিকা .—

ক) হিতসাধনী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

খ) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

গ) স্বস্তি সমিতি লিঃ

ঘ) ধর্মনগর সরকারী কর্মচারী ক্রেতা সমবায় সমিতি লিঃ

ঙ) বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ

চ) চিত্তমারা সার্ভিস কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিঃ।

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

SL NO	Name of the Society
1.	Hitasadhini Coop. Marketing Society Ltd.
2.	Kanchanpur Primary Marketing Coop. Society Ltd.
3.	Dewanpasa Dugda Sarbaratha Samity Ltd.
4.	Baithang Bari Jumia Service Coop. Socieiy Ltd.
5.	United Service Cooperative Society Ltd.
6.	Anandabazar Service Coop. Society Ltd.
7.	Tuisama Service Coop. Society Ltd.
8.	Khedacherra Service Coop. Society Ltd.
9.	Dhunicherra Service Coop. Society Ltd.
10.	Andharcherra Tribal Service Coop. Society Ltd.
11.	Adarsha Service Coop. Society Ltd.
12.	Bhitar Machmara Service Coop, Society Ltd.
13.	Janakalyan Service Coop. Society Ltd.
14.	Janasangha Service Coop. Society Ltd.
15.	Machmara Adarsha Adibashi Sarbakalyan S. Coop. S. Ltd.
16.	Kemeswargram Service Coop. Society Ltd.
17.	Kanchanpur Adibashi Service Coop. Society Ltd.
18.	Panisagar Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
19.	Pallimangal Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
20.	Janamangal Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
21.	Gobindapur Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
22.	Jalabasha Large Sized Coop. Credit Society Ltd.

Sl. No.	Name of the Society
23.	Sakhaibari Krishi Rindan Samabay Samity.
24.	Hurua Krishi Rindan Samabaya Samity
25.	Bagan Krishi Rindan Samabaya Samity
26.	Kadamtala Krishi Rindan Samabaya Samity
27.	Ragna Pallimangal Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
28.	Pauduli Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
29.	Halflong Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.
30.	Tilthai Palgoan krishi Rindan Samabaya Samity
31.	Swasti Samity Ltd.
32.	Jampai Orange Growers' Coop. Society Ltd.
33.	Uptakhali Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
34.	Ganganagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
35.	Paschim Radhapur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
36.	Friends Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
37.	Bargoal Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd
38.	Khulidahar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
39	Bagbasha Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
40.	Dharmanagar Sadar Multipurpose Coop. Society Ltd,
41.	Laxmi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
42.	Chandrapur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
43.	Fulbari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd
44.	Bishnupur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
45.	Nabincherra Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
46.	Bhatimachmara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
47.	Dharmanagar Tantubaya Silpa Samabaya Samity Ltd.
48.	Deochera Ramnagar Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd.
49.	Jalabasha Tantubaya Samabaya Samity Ltd.
50.	Damcherra Weavers' Coop. Society Ltd.
51.	Rajbari Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd.
52.	Gobindapur Tantu Silpa Samabaya Samity Ltd.
53.	Uptakhali Umbrella Handle Making Coop. Society Ltd.
54.	Ragna Carpentry Coop. Society Ltd.
55.	Biswakarma Carpentry Industrial Coop. Society Ltd.
56.	Kanchanpur Bash Bet Silpa Samabaya Samity Ltd.
57.	Sreepur Women Tailoring Coop. Society Ltd.
58.	Suchi Silpa Samabaya Samity Ltd.
59.	Gur Khandeswari Industrial Coop. Service Society Ltd.
60.	Barhaldi Gur Khandeswai Industrial Coop. Society Ltd.
61.	Dharmanagar Coop. Consumers Society Ltd.
62.	Moheshpur Coop. Consumers Stores Ltd.

Sl. No.	Name of the Society
63.	Pearachera Coop. Consumers Stores Ltd.
64.	Ranibari Madhusudhan Tea-garden Coop. Consumers Stores.
65.	Dharmanagar Sarkari Karmachari Kreta Samabaya S. Ltd.
66.	Damchera Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
67.	Dasda Coop. Purchage and Sale Society Ltd.
68.	Pecharthal Coop. Purchase and Sale Society Ltd.

BELONIA SUB-DIVISION

69.	Belonia Primary Marketing Coop. Society Ltd.
70.	Matsajibi Samabaya Samity Ltd.
71.	Birchandranagar Service Coop. Society Ltd.
72.	Rishymukh Service Coop. Society Ltd.
73.	Deshabandhu Service Coop. Society Ltd.
74.	Ashramtilla Service Coop. Society Ltd.
75.	Ishanchandranagar Service Coop. Society Ltd.
76.	Sonaichari Service Coop. Society Ltd.
77.	Kanchannagar Service Coop. Society Ltd.
78.	Laxmichera Service Coop. Society Ltd.
79.	Kalabari Service Coop. Society Ltd.
80.	Matai Service Coop. Society Ltd.
81.	Dakshin Hichacherra Service Coop. Society Ltd.
82.	West Radhakishoreganj Service Coop. Saciety Ltd.
83.	Manubazar Service Coop. Society Ltd.
84.	Purbapillak Service Coop. Society Ltd.
85.	Nihar Kamal Service Coop. Society Ltd.
86.	Radhanagar Tribal Service Coop. Society Ltd
87.	Chittamara Service Coop. Society Ltd.
88.	Jalaibari Service Coop. Society Ltd.
89.	Muhuripur Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
90.	Betal Leaf Grower's Coop. Society Ltd.
91.	Belonia Bastuhara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
92.	Mahatmaji Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
93.	Tripureswari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
94.	Bagafa Adibashi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
95.	Jalaibari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
96.	Kolshibazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
97.	Rajnagar Udbastu Sarbartha Sadak Samabaya Samity Ltd.
98	Puranrajbari Multipurpose Coop. Society Ltd.

Sl. No.	Name of the Society
99.	Santirbazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
100.	Radhanagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
101.	Agragami Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
102.	Shri Arabinda Sarbartha Sadhak Samabya Samity Ltd.
103	Jalaibari Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.
104.	Belonia Tantubaya Samabaya Samity Ltd.
105	Udbastu Mahila Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd.
106.	Bagafa Silpa Samabaya Samity Ltd.
107.	Belonia Consumers, Coop. Society Ltd.
108.	Kalshi Coop. Purchase and Sale Society,
109.	Betaga Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
110.	Kathalia Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
111.	Laugoan Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
112.	Muhuripur Coop. Purchase and Sale Society Ltd.

UNSTARRED QUESTION NO. 611.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। দুই একর বা তাহার কম জমি আছে এমন রায়তের মোট সংখ্যা কত ;

২। এই রায়তের হাতে মোট জমির পরিমাণ কত ;

৩। এই রায়তদের ভূমি রাজস্ব প্রথা রহিত করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি ;

৪। এই রায়তদের ভূমি রাজস্ব রহিত কথা হইলে সরকারের ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় কত কমিবার সম্ভবনা ;

৫। মোট জমির শতকরা কত অংশ ইহাদের দখলে ?

ANSWER

১। ২,৩৪,৯৫২।

২। ১,৩১,৬৭০·৪৪ একর।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৪। ইহা ৩নং প্রশ্নের উত্তরে নির্ভর করে।

৫। বন্দোবস্তীয় জমির ৪৮ শতাংশ।

UNSTARRED QUESTION NO. 621

By Shri Debendra Kishore Choudhury, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
১। চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কি শুধু সহর বাসীদের জন্যই ? গ্রামের জন সাধারণের কি এ সব জিনিষের প্রয়োজন নাই ?	
২। সাবডিভিসন ওয়ারী সহরবাসী কতজন এবং গ্রামবাসী কতজন চিনির কার্ড পাইয়াছে ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।
৩। সাবডিভিসন ওয়ারী সহরে কয়টা এবং গ্রামে কয়টা নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দোকান খোলা হইয়াছে ?	

UNSTARRED QUESTION NO. 662.

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১। ১৯৬৮ ইং সনে ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে (বন্যায়) কতজন ক্ষতিগ্রস্থকে লোন দেওয়া হইয়াছে ;

২। সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ লোনের পরিমাণ কত ;

৩। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

১।
২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—2-4-69—150.